শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার

সুহৃদরেষু

উপহার

একটা সোজা কথা

১৩৩০—৩১ সালের "প্রবাসী" মাসিকপত্রে এই উপন্যাসখানি যখন প্রকাশিত হয়, তখন এর শেষাংশ প'ড়ে কেউ কেউ আমার কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, ঘটনার ধারা আরো কিছুদূর টেনে নিয়ে যাবার জন্যে!—হ্যাঁ, আরো অনেক কথাই বলতে পারা যেত বৈ কি! পরিণামে যে সুখী হ'ল তার সুখের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা, যে দুঃখকে বরণ ক'রে নিলে তার সকরুণ চিত্র, পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয় এবং আরো কত কি, যা আমি জানি না। কিন্তু সে-রকম ক'রে শ্রেণী-বিশেষকে আমি খুসি করতে অক্ষম হলুম এই জন্যে যে, আর্টকে হত্যা করা আমার পেশা নয় এবং আধুনিক পাঠক-সাধারণের উপরে আমার শ্রদ্ধার অভাব নেই! একেবারে সাতকাণ্ড রামায়ণ রচনা করা ছিল মান্ধাতার আমলের রীতি; একেলে প্রথা হচ্ছে আরো সূক্ষ্ম, তাতে অল্প দু-চার কথায় পরিণামের ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যায়, অবশেষ যা থাকে এবং যা' আন্দাজ করা খুবই সহজ, পাঠকদের উপরেই সেটা পূরিয়ে নেবার ভার দেওয়া হয়। সাহিত্যের এই সমুন্নত, আধুনিক যুগে এ-সব সোজা কথা না বুঝলেও চলত, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বাংলা দেশে এখনো সহজ সত্যেরও পুনরাবৃত্তি না করলে অনেকের মনের ধোঁকা মিটেও মিটে না। ইতি

জন্মাষ্টমী, ১৩৩১
২১, পাথুরিয়াঘাটা বাই-লেন
কলিকাতা } হেমেন্দ্রকুমার রায়

বেনো-জল

এক

অন্ধকার!··· ··· ···

আশে-পাশে, আগে-পিছে, উপরে-নীচে,—কোনদিকে একটু অবকাশ নেই, প্রাণপণে তাকাতে গেলেও দৃষ্টি আহত হয়ে ফিরে আসে।

কোথায় কোন্ তেপান্তর মাঠের পারে, অমাবস্যার রহস্য-ঢাকা গহন-বনের গোপন অন্তরালে, তিমির-দৈত্যের চির-স্তব্ধ পাষাণ-পুরীর কারাগারে, এতকাল ধ'রে যত কুয়াশা, যত আব্‌ছায়া বন্দী হয়ে ছিল, আজ যেন তারা হঠাৎ দরজা-খোলা পেয়ে বেরিয়ে হুড়মুড় ক'রে সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্ধকার!··· ··· ···

সহরের পথে আজ আর পথিকরা চলছে না, একখানা গাড়ীর

শব্দও শোনা যাচ্ছে না,—এমন নিবিড় কুয়াশা জীবনে কেউ কখনো দেখেনি। কুয়াশা যে এত জমাট, এত কালো হ'তে পারে, এ-কথা কল্পনা করাও অসম্ভব। সারি সারি লোহার থামের উপরে, শত শত গ্যাসের আলো জ্বল্‌ছে, কিন্তু পাঁচ হাত তফাৎ থেকেও তাদের অস্তিত্ব বুঝবার উপায় নেই।… …মাঝে মাঝে ভীত প্যাঁচার তীব্র চীৎকারে সেই অনন্ত তিমির-সাগরের বুক যেন বিলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ছে। সেই থম্‌থমে আঁধার-নিশীথে সে চীৎকার যেন আঁতের ভিতরটা মড়ার মতন ঠাণ্ডা ক'রে দেয়!

এম্‌নি এমন কুয়াশা-ঢাকা, শীতার্ত্ত, অন্ধ রাত্রে একটি লোক কষ্টে পথ চল্‌ছে। প্রতি পদেই সে হোঁচট্ খাচ্ছে, তবু সাম্‌নের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে সোজা এগিয়ে যাচ্ছে। যেন কোন্ নিরুদ্দেশের যাত্রী!

এম্‌নি ক'রে সে পথের পর পথ পার হ'য়ে গেল—কতবার আশ-পাশের দেওয়ালের উপরে গিয়ে প'ড়ে তার দেহ আঘাতের পর আঘাত পেলে, কিন্তু সে-সব আঘাত আজ আর তাকে ব্যথা বা বাধা দিতে পার্‌লে না। মনের কোন্ অবস্থায় এমন রাতে, এমন ভাবে মানুষ পথ চল্‌তে পারে, তা কেবল সেই পথিকই জানে, আর জানেন অন্তর্যামী।

… … …অদূরে জল-কল্লোল শোনা গেল। পথিক বুঝ্‌লে,

সে গঙ্গার ধারে এসে পড়েছে।··· ···একটা অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে ধীরে ধীরে গঙ্গাগর্ভে নাম্‌তে লাগ্‌ল।

কুয়াশার আব্‌ছায়া সেখানে আরো ঘন হয়ে জমেছে—জলের আভাস পর্য্যন্ত দেখ্‌বার জো নেই—কেবল গঙ্গার জলস্রোতের ধ্বনি অতল পাতালের কাতর কান্নার মতন কাণে এসে বাজ্‌ছে।

পিছল নদী-তীরে পথিক পা-হড়্‌কে প'ড়ে গেল। তখনো সে আর্ত্তনাদ কর্‌লে না, বরং একটা অস্বাভাবিক স্বরে হেসে উঠে, সেই ভিজে মাটির ঠাণ্ডা বুকের উপরে চুপ ক'রে শুয়ে রইল—অনেকক্ষণ!

··· ···তারপর সে উঠে আরো কয় পা এগিয়ে যেতেই গঙ্গার কন্‌কনে জল এসে তার পায়ের উপরে উছ্‌লে পড়্‌ল। পায়ে জল লাগ্‌তেই সে কেমন শিউরে উঠ্‌ল। অন্ধকারের যবনিকা ভেদ ক'রে একবার সাম্‌নের দিকে তাকাতে চেষ্টা কর্‌লে;—কিন্তু দেখলে স্থধু সেই নিরন্ধ্র অন্ধকার আর অন্ধকার! এ অন্ধকার দেখলে সন্দেহ হয়, পৃথিবীতে আর-কখনো চন্দ্র-সূর্য্যের মুখ দেখা যাবে না! ··· ···একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জলের ভিতরেই সে আবার শুয়ে পড়ল।

অন্ধকারে, গঙ্গাগর্ভে, শীতের শীতল রাত্রে, কে এই পথিক? পাগল, না বিকারের রোগী?

পথিক নিজের মনে, অস্ফুট স্বরে বল্‌তে লাগল, "উঃ! কি

কন্‌কনে জল! আমার হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌চে!···চারিদিক কি চুপচাপ! সুখীরা এখন গরম বিছানায় শুয়ে, নরম লেপ মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে···আমিই বা আর জেগে থাকি কেন? আমিও ঘুমুতে যাই! কালো কুয়াশার মশারি ঢাকা ঐ তো আমার সুখের বিছানা পাতা রয়েচে!—কাঙালের শেষ-আশ্রয় জলের বিছানা! পড়ব আর ঘুমুব—এ ঘুম আর ভাঙবে না—রাত কাটলেও নয়, পাখী ডাক্‌লেও নয়, সূর্য্য উঠলেও নয়!"···

সে আরো গভীর জলের ভিতরে এগিয়ে গিয়ে বস্‌ল। জল এবার তার কোমরের উপরে, বুকের তলা পর্য্যন্ত উঠে, হৃৎপিণ্ডের তালে তালে দুল্‌তে লাগল।

"আর দু পা এগুলেই জল আমার গলা পর্য্যন্ত উঠবে ..তার পর আমার মাথার উপরে···তার পর···তার পর কি হবে? ঘুমিয়ে পড়তে কতক্ষণ লাগবে? পাঁচমিনিট? ছ'মিনিট? সাত মিনিট;···আমি ভেসে যাব, না একেবারে তলিয়ে যাব?"

সে মানস-নেত্রে দেখতে লাগল, প্রথমে তার দেহ ডুবে গেল, সে ভয় পেয়ে বারকতক এলোমেলো ভাবে হাত-পা ছুঁড়লে, শ্বাস বন্ধ হয়ে তার বুকটা ফেটে যাবার মত হ'ল, কিন্তু কোন উপায় নেই—সে তো সাঁতার জানে না—হাঁ ক'রে নিঃশ্বাস টান্‌তে গিয়ে তার মুখের ভিতরে শীতল মৃত্যু-স্রোতের মত হুস্‌হুস্ ক'রে জল ঢুকে গেল, তার দুই বিস্ফারিত চক্ষু আর নাসারন্ধ্র দিয়ে রক্ত

ফুটে বেরুতে লাগল, অসহায় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে তার দেহ একবার উপুড় হয়ে পড়ল, আর-একবার চিৎ হয়ে গেল— তার পর···তার পর সব শেষ !

পথিকের গলা দিয়ে ঘড়্‌ঘড়ি উঠ্‌ল—তার মনে হ'তে লাগ্‌ল, সে যেন বাস্তবিকই আর বেঁচে নেই !...জীবন্মৃত অবস্থাতে আড়ষ্টভাবে ইহলোকের পরপারে ব'সে ব'সে সে যেন দেখ্‌তে পেলে, তার মৃতদেহ গঙ্গাজলে দুলে দুলে ভেসে যাচ্ছে ! চারিদিক্ থেকে নানা-জাতের মাছ দলে দলে এসে তার গা থেকে মাংস খুব্‌লে খাচ্ছে। একটা মাছ তার আধ-খোলা স্থির চোখের উপরে এক কামড় বসিয়ে দিলে—

—পথিক সচমকে নিজের চোখের উপরে হাত রেখে যাতনায় চেঁচিয়ে উঠল। তখনি সে নিজের ভ্রম বুঝতে পারলে, কিন্তু তখনো সেই ভীষণ দৃশ্যের উপরে যবনিকা পড়ল না। অন্ধকারের ভিতরে চোখ চালিয়ে সে আবার দেখতে লাগল—ভোর হ'ল। তার দেহ পূর্ব্বাকাশ-চ্যুত চিতার অগ্নি-শিখায় জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে তখনো যেন ভেসে চলেছে। জলচর জীবেরা ততক্ষণে তার দেহকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিয়েছে, স্থানে স্থানে তার গায়ের চাম্‌ড়া উঠে ভিতরকার টক্‌টকে লাল পেশীগুলো বেরিয়ে পড়েছে।··· একখানা ষ্টিমার আসছে ! ষ্টিমারখানা একেবারে তার দেহের উপরে এসে পড়ল। তার পর—

—বিদ্যুতের মত দাঁড়িয়ে উঠে, দু'হাত তুলে পথিক সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "থামাও, থামাও! আমার দেহ, আমার দেহ!"

—তার পর ষ্টিমারখানা সোজা চ'লে গেল! তার আঘাতে শবের মাথার একপাশ গুঁড়ো হয়ে গিয়ে, ভিতর থেকে পিণ্ডের মত কি-কতকগুলো বেরিয়ে পড়ল।

তার পর পথিক দেখলে, জল-পুলিসের লোক আসছে। তার মন কতকটা আশ্বস্ত হ'ল, এতক্ষণে তার দেহ তবু কিছু নিরাপদ হবে! আর তা স্রোতের মুখে অথই জলে ভেসে যাবে না, আর তাকে মাছে খুব্‌লে খাবে না!

নৌকার লোকেরা জালে ক'রে তার দেহকে জল থেকে টেনে তুল্‌লে।

পথিকের সুমুখ থেকে দৃশ্যপট উল্‌টে গেল। একটা লম্বা ঘর —হাসপাতালের শব-ব্যবচ্ছেদাগার। সারি সারি কতকগুলো মড়া ঊর্দ্ধমুখে শুয়ে আছে। একটা টেবিলের উপরে তার নিজের মৃতদেহ! টেবিলের গায়ে লেখা—১১! এখন তার দেহের অন্য কোন নাম নেই, অন্য কোন নামে এখানে কেউ আর তাকে চিন্‌বে না—পৃথিবীতে এখন সে এই "এগারো নম্বর" ব'লেই পরিচিত!

নিজের দেহের দুর্দ্দশা দেখে নির্ব্বাক্ দুঃখে সে কেঁদে ফেল্‌লে। যে দেহকে সে কত যত্ন করত, কত সাবধানে রাখত, যার উপরে

কেউ একটি টুস্‌কি মারলেও তার ব্যথা লাগত, সেই কত আদরের দেহের আজ এ কী হাল!···মাথার খানিকটা উড়ে গেছে, চোখ আর জিভ বেরিয়ে পড়েছে, সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় ক্ষত, পেটটা ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, গায়ে একটুক্‌রো ন্যাক্‌ড়া নেই—এ কী ভয়ানক, এ কী মর্ম্মভেদী!

ও কি, ও কি! একজন লোক কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুক্‌ল। সে বল্‌লে, "এগারো নম্বরকে ব্যবচ্ছেদ কর!"

ছাত্রেরা কতকগুলো অদ্ভুত আকারের ভীষণ-দর্শন চক্‌চকে অস্ত্র-শস্ত্র গোছাতে লাগল। এতগুলো মানুষের দেহ অস্বাভাবিক উপায়ে প্রাণহারা হয়ে, এই ঘরে তাদের সুমুখে হাত-পা ছড়িয়ে প'ড়ে রয়েছে, কিন্তু তাদের কারুরই মুখের ভাবে এতটুকু ভয় বা কৌতুহলের ছায়া নেই! তারা দিব্য সহজ ভাবেই পরস্পরের সঙ্গে হাসিমুখে ঠাট্টা তামাসা গল্প কর্‌ছে! মানুষ হয়ে মানুষের সম্বন্ধে এতটা অসাড়তা! কী হৃদয়হীন এরা!

অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তারা "এগারো নম্বরে"র কাছে এসে দাঁড়াল। এইবার তারা এই দেহটাকে কেটে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌বে! ··· ··· ···সে দৃশ্য কল্পনা ক'রে পথিক শিউরে উঠে চোখ মুদলে।··· ··· ···

চোখ মুদেও নিস্তার পেলে না। তার বন্ধ চোখের সাম্‌নে, নিবিড় তিমির-পটের উপরে, রক্তের মত রাঙা আগুনের অক্ষরে

ফুটে উঠল, সেই সাংঘাতিক "এগারো নম্বর" !—এগারো, এগারো নম্বর—এই তুনিয়ায় তার সর্ব্ব-শেষ নাম !... ...মোহগ্রস্তের মত চোখ মুদে সে যে কতক্ষণ ধ'রে সেই এগারো নম্বরের দিকে চেয়ে রইল, তা সে নিজেই জানে না।... ...

সে চোখ খুলে দেখলে, পৃথিবীর মুখ থেকে কুয়াশার ঘোমটা খ'সে পড়েছে, অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে গঙ্গার জল দোতুল গতিতে বয়ে যাচ্ছে।

পথিক ভয়ে গঙ্গার দিকে তাকাতে পারলে না, তার মনে হ'ল সাম্‌নে এ যেন এক জল-রূপী মৃত্যু নির্দ্দয় স্বরে তাকে ঘন ঘন আহ্বান করছে !

সে চোখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে তাকালে।...চাঁদের মুখ মড়ার মতন পাণ্ডু !... ...পথিক স্তম্ভিত নেত্রে দেখ্‌লে, চাঁদের উপরে কালো কালো রেখায় কে লিখে দিয়েছে —"এগারো নম্বর" !

সে এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর পাগলের মতন তীব্র এক আর্ত্ত চীৎকারে রাত্রির অখণ্ড স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ ক'রে দিয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল !

ছুটতে ছুটতে সে পথের উপরে এসে পড়্‌ল। তখনো সে থাম্‌ল না—তেম্‌নি ভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে সে-পথও পার হয়ে গেল। একটা চৌমাথার কাছে আস্‌তেই বাঁ-দিকের একটা পথ থেকে একখানা মোটর-গাড়ী তীরের মত বেরিয়ে এসে তাকে এক ধাক্কা

মারলে। আর্ত্তনাদ ক'রে সে পথের উপরে খানিক তফাতে গিয়ে ছিট্‌কে পড়্‌ল।

গাড়ীখানাও থেমে গেল। ভিতর থেকে সাহেবী-পোষাক-পরা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর পকেট থেকে একটি বুক-পরীক্ষার যন্ত্র বাইরে উঁকি মার্‌ছিল—নিশ্চয় তিনি ডাক্তার।

আহত লোকটি তখন নিশ্চেষ্ট হ'য়ে পথের উপরে প'ড়ে ছিল। তিনি এগিয়ে গিয়ে তাকে পরীক্ষা ক'রে, একটা অশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "না, বিশেষ চোট্ লাগে-নি। দু-চার দিনেই সেরে যাবে।" তার পর গাড়ীর চালককে ধমক্ দিয়ে বল্‌লেন, "এ তোমার দোষ। কেন তুমি 'হর্ণ্' দাও-নি ?"

—"আজ্ঞে, এত রাতে এ লোকটা যে পথ দিয়ে এমন ক'রে ছুটে যাবে—"

—"যাও, যাও, বাজে বোকো না। এখন এদিকে এস, দুজনে মিলে একে গাড়ীতে তুল্‌তে হবে।"

—"কোথায় যাব, মেডিক্যাল কলেজ ?"

—"না, না, তাতে গোলমাল হ'তে পারে। পুলিশ-হাঙ্গামা, খবরের কাগজে নাম ওঠা—এ-সব আমি পছন্দ করি না। সিধে বাড়ীতে চল। আমি দু-দিনেই একে সারিয়ে, কিছু বখ্‌সিস্ দিয়ে বিদায় ক'রে দেব।"

দুই

মিঃ বিনয় সেন কল্‌কাতার একজন নামজাদা ডাক্তার। দিন-রাত তাঁকে রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তে হয় এবং এইভাবে দিন-রাত ব্যস্ত থেকে আজ কল্‌কাতা সহরে তিনি দুইখানি প্রাসাদের মতন অট্টালিকা, দুইখানি মোটরকার (একখানা মিনার্ভা ব্রুহাম, আর একখানা 'এইচ সি-এসে'র সিডান) ও প্রচুর অর্থের একমাত্র মালিক হ'তে পেরেছেন।

তাঁর গুণপনার কথা আমরা ঠিকমত জানি না। তবে এইটুকু বল্‌তে পারি যে, অন্ত লোকের দেহে ধারালো ছুরি মার্‌বার ও গলায় তেঁতো ঔষধ ঢাল্‌বার কায়দাটা রীতিমত আয়ত্ত কর্‌বার জন্যে, তিনি সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে বিলাতে যেতেও ক্ষান্ত হন নি। আর জাত্‌-ভীরু বাঙালী রোগীরাও যখন তাঁর কবলে প'ড়ে পটল তুল্‌তে ভয় পায় না, তখন তাঁকে ভালো ডাক্তার ব'লে মান্‌তেই হবে।

ডাঃ সেন পুরা-দস্তর সাহেবী মেজাজের লোক—ঘরে-বাইরে কেউ তাঁকে ধুতি-চাদর পর্‌তে দেখে নি। তাঁর বাড়ীতে রোজ যে বৈঠকটি বসে, সেখানেও দেশী পোষাকের আবির্ভাব বড়-একটা ঘটে না এবং তার আসল কারণ হচ্ছে এই যে, সে-আসরে ব'সে নিত্য যাঁরা চা-চুরুট ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করেন, তাঁদের

প্রায় সকলেই "হোমে" অর্থাৎ বিলাতে গিয়ে কিম্বা না-গিয়েই প্রথম শ্রেণীর 'সাহেব' হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

ডাঃ সেনের গৃহিণীকে আমরা কি নামে পরিচিত করব, ভেবে পাচ্ছিনা। ডাঃ সেন যখন বয়সে তরুণ যুবক তখন তিনি এক গোঁড়া হিন্দুর ঘরে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর শাশুড়ী-ঠাকরুণ উপর-উপরি চারটি মেয়ের মা হয়ে ভয় পেয়ে শেষ-মেয়েটির নাম আন্নাকালী রেখে, অত্যন্ত সেকেলে উপায়ে মা-কালীর কাছে নিজের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সেই আন্নাকালীই এখন ডাঃ সেনের অর্দ্ধাঙ্গিনী। স্ত্রীর এমন বিশ্রী সেকেলে নামের জন্তে ডাঃ সেন যে বিশেষরূপে লজ্জিত এবং দুঃখিত, তা বলা বাহুল্য। আবার, এ নামে কেউ সম্বোধন করলে ডাঃ সেনের গৃহিণীও যে বিশেষরূপে আপ্যায়িত হন, এমন কথা বললেও সত্যের অপলাপ করা হবে। কাজেই আমরা তাঁকে সেন-গিন্নী ব'লেই ডাকা নিরাপদ মনে করছি।

সেন-গিন্নীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু চল্লিশের চেয়েও তাঁকে বেশী বড় দেখায়। তাঁর রং ফর্সা, মুখ-চোখ চলন-সই, দেহ দোহারা। বাড়ীতে তাঁর কথার প্রতিবাদ করে এমন কেউ নেই—স্বামীর উপরে তাঁর অখণ্ড প্রতাপ।

পরিবারে সন্তানের সংখ্যা তিনটি। প্রথমটি পুত্র, নাম সন্তোষকুমার, বয়স বাইশ, এ-বৎসর এম-এ দেবে।

আর দুটি মেয়ে। বড়টির নাম সুনীতি, বয়স সতেরো। ছোটটির নাম সুমিত্রা,—পনেরো উৎরে সবে ষোলোয় পা দিয়েছে। বড় মেয়েটি বেথুন কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ছে এবং ছোটটি সবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। মেয়ে-দুটির এখনো বিবাহ হয় নি। ডাঃ সেন নব্য-তন্ত্রের লোক, মেয়েদের বিবাহের জন্যে তিনি কিছুমাত্র ব্যস্ত নন। সেন-গিন্নী কিন্তু সম্প্রতি স্বামীর এই অটল নিশ্চেষ্টতাকে আর আমল দিতে না পেরে, মেয়েদের যোগ্য বর সন্ধানের জন্যে বেশ-একটু উৎসাহ প্রকাশ করছেন।

সেদিন সকালে সেন-পরিবারের সকলে একসঙ্গে ব'সে 'প্রভাতী চা' পান করছেন। বিনয়বাবু (মিঃ বা ডাঃ সেনের পরিবর্ত্তে আমরা চুপ চুপি এই নামই ব্যবহার করব) চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুকটি দিয়ে, স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, "কাল রাতে সেই কলেরার 'কেস্'টা দেখে ফেরবার মুখে ভারি একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেছে।"

সেন-গিন্নী কৌতূহলী চোখ তুলে বললেন, "কি দুর্ঘটনা ?"

—"একজন লোককে আর একটু হ'লেই চাপা দিয়েছিলুম," এই ব'লে বিনয়বাবু পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে উক্ত ঘটনাটি ধীরে ধীরে বর্ণন করলেন।

সেন-গিন্নী দুঃখিত স্বরে বললেন, "আহা, সে এখন কোথায় ?"

—"আমাদের নীচেকার একটা ঘরে।"

—"ভদ্রলোক ?"

—"চেহারা দেখে তাই মনে হয়।"

—"বুড়োমানুষ ?"

—"না, ছোক্‌রা।"

সুমিত্রা এতক্ষণ চুপ ক'রে সব শুন্‌ছিল। এখন সে 'ন্যাপ্‌কিন্‌' দিয়ে মুখ মুছে বল্‌লে, "বাবা, তুমি মোটর-গাড়ী চড়া ছেড়ে দাও।"

বিনয়বাবু হেসে বল্‌লেন, "কেন মা ?"

—"রোজই খবরের কাগজে একটা-না-একটা মোটরের দুর্ঘটনা পড়ি। কোন্‌দিন তুমিও দেখ্‌চি মানুষ মার্‌বে।"

সন্তোষ বোনের কথার প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে, "মানুষ তো আমরা আর সাধ ক'রে মারি না। তারা যদি নিজেরাই গাড়ীর তলায় এসে পড়ে, আমরা কি করব ?"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আমরা মোটর চড়া ছেড়ে দিলেই তো সব গোল চুকে যায় ! ঘোড়ার গাড়ীতে তো এত লোক মরে না ! আমি বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেচি, ভিড়ের ভিতর দিয়ে আমরা যখন মোটরের ভেঁপু বাজিয়ে আসি, সকলেই তখন আমাদের একটা বিদ্‌কুটে উৎপাতের মতন ভাবে। তখন তাদের চোখ-মুখ দেখ্‌লে মনে হয়, তারা যেন আমাদের খুনীর মতন ভাব্‌চে আর মনে মনে শাপ দিচ্চে,—"

সন্তোষ তাকে বাধা দিয়ে বললে, "সুমি, তুই 'ফিলজফি' পড়বি ?"

—"হঠাৎ তোমার এ প্রশ্ন কেন ?"

—"তোর কথার সুর 'ফিলজফারে'র মতন। তোর 'ফিলজফি' শেখাই উচিত।"

সুমিত্রা একটু রাগের স্বরে বললে, "আচ্ছা, উপদেশের জন্যে তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ। এখন তুমি থামো।"

বিনয়বাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমরা ঝগড়া কর, আমি এখন লোকটিকে দেখ্‌তে চল্‌লুম।"

সুমিত্রা বললে, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব বাবা!"

সুনীতি বললে, "আমিও।"

—"আয়" ব'লে বিনয়বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মায়ের পানে তাকিয়ে সন্তোষ বললে, "এদের সব-তাতেই আগ্রহ! কোথাকার কে তার ঠিক নেই—হয়ত একটা গরীব মজুরে—ও'রা অমনি তাকে দেখ্‌তে ছুটলেন!"

সেন-গিন্নী বললেন, "ছিঃ, সন্তোষ, গরীবরা কি মানুষ নয়? তোমার বাবাও গরীবের ঘরে জন্মেচেন!"

* * * *

নীচের একটা ঘরে, জান্‌লার কাছে একটি বিছানার উপরে কালুকের সেই আহত লোকটি শুয়ে ছিল।

ভোরের আলো তার মুখের উপরে এসে পড়েছে। তার বয়স পঁচিশের বেশী হবে না। মুখখানি সুন্দর, কিন্তু দারিদ্র্য আর দুর্ভাবনার চিহ্ন তাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে।... ...

হঠাৎ ঘরের ভিতর পায়ের শব্দ শুনে, সে মুখ তুলে দেখলে, কাল রাতের সেই মোটরের আরোহী তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর সঙ্গে দুটি বালিকা। অত্যন্ত সঙ্কুচিতের মত তাড়াতাড়ি সে উঠে বস্‌ল।

বিনয়বাবু বল্‌লেন, "উঠতে হবে না, উঠতে হবে না,—তুমি যেমন ছিলে তেম্‌নি শুয়ে থাক।"

সে বল্‌লে, "ডাক্তারবাবু, আমি এখন ভালো আছি। আর আমার এখানে থাক্‌বার দরকার হবে না।"

বিনয়বাবু তাকে পরীক্ষা ক'রে বল্‌লেন "তোমার আঘাত সাংঘাতিক নয় বটে, কিন্তু এখনো দু-চার দিন তোমাকে আমরা বিছানা ছেড়ে উঠতে দেব না।"

ম্লান হাসি হেসে যুবক বল্‌লে, "আমার জীবনের মূল্য কিছুই নেই ডাক্তারবাবু! আমি মরি, বাঁচি, তাতে দুনিয়ার কোনই লাভ কি লোকসান নেই,—আমাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দিন।"

বিনয়বাবু স্থির চোখে নীরবে খানিকক্ষণ যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর সদয় স্বরে বল্‌লেন, "তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাকো, মনকে অশান্ত কোরো না।"

যুবক তেম্‌নি ব্যথিত স্বরে বললে, "জানেন ডাক্তারবাবু, কাল রাতে আমাকে মোটর-চাপা দিলেও আপনার কোন পাপ হ'ত না? আমি কাল মর্‌তেই গিয়েছিলুম। কিন্তু গঙ্গার জলে নেমে, মরণকে সাম্‌না-সাম্‌নি দেখে, ভয়ে আমি মর্‌তে পারিনি—কাপুরুষের মতন পালিয়ে এসেচি!"

সুনীতি, সুমিত্রা অবাক হয়ে যুবকের মুখের দিকে চেয়ে রইল। বিনয়বাবুর মনে সন্দেহ হ'ল, লোকটা পাগল নয় তো? তিনি নাকে-চাপা চশমাখানা নাকে লাগিয়ে, যুবককে ভালো ক'রে আর একবার দেখে, জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমার নাম কি?"

—"রতনকুমার রায়।"

—"তুমি কোথায় থাক?"

—"পথে, ঘাটে, আকাশের তলায়।"

—"তার মানে?"

—"আমার মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। একটা মেসে থাকতুম, কিন্তু ছ' মাসের ভাড়া বাকি পড়াতে, কাল আমাকে সেখান থেকেও তাড়িয়ে দিয়েচে।"

—"তোমার দেশ নেই?"

—"ছিল। কিন্তু মা আর বাবার কাল হওয়ার পর থেকে দেশে আর যাই না। আমার বাবাও গরীব ছিলেন, আমার জন্যে ওনিয়ায় কিছু খোরাক রেখে যান নি।"

—"তুমি কতদূর পড়েচ ? চাকৃরি করতে পার না ?"

—"কলেজে কিছুকাল পড়াশুনো করেচি—চাকৃরিও আগে করতুম। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে আমাদের আফিস উঠে যায়, তার পরে অনেক চেষ্টা ক'রেও আর কাজ পাই নি।"

রতনের কথাবার্ত্তা শুনে বিনয়বাবুর মন দয়ায় ভিজে গেল।

সুমিত্রাও বাবার হাত ধ'রে বললে, "বাবা, তোমার ত অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ আছে, এই ভদ্রলোকটির একটি কাজ ক'রে দাও না!"

বিনয়বাবু বললেন, "আচ্ছা রতন, আমি চেষ্টা ক'রে দেখব, তোমার জন্যে কি করতে পারি। আপাতত আমি তোমাকে কিছু অর্থসাহায্য করব, যতদিন না চাকরি হয়, সেই টাকাতে চালিও।"

বিনয়বাবুর চোখের উপর চোখ রেখে রতন শান্ত স্বরে বললে, "ডাক্তারবাবু, আমি গরিব বটে, কিন্তু ভিখিরি নই—আপনার টাকা আমি নেব কেন ? ভিখিরি হ'লে আজ আমার এ দশা হ'ত না, আমার মামা খুব ধনী—কিন্তু আমার দারিদ্র্যের গর্ব্বে আঘাত লাগবে ব'লে আমি তাঁরও গলগ্রহ হই নি।"

বিনয়বাবু বিস্মিত চোখে আবার খানিকক্ষণ রতনের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টি প্রশংসায় ভ'রে উঠল। মনুষ্যত্বকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, এই গরীব যুবকের কথায় মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখে তিনি খুসি হলেন।

এই যুবক অর্থাভাবে আত্মহত্যা করতে চায়, তবু তাঁর অযাচিত দান গ্রহণে তার আপত্তি! আত্মীয়ের কাছে হাত পাততেও নারাজ! হাঁ, একেই বলি মানুষ!… … …কিন্তু কথায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ না ক'রেই বিনয়বাবু বললেন, "বেশ, আমার টাকা তুমি নিও না। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ, এখন দিন-কয়েক তুমি বিছানা ছেড়ে উঠো না। আমার জন্যেই তোমার এই দশা হয়েচে—তোমার ভালো-মন্দের জন্যে আমিই এখন দায়ী।"

রতন বল্‌লে, "আচ্ছা।"

—"আমি এখন চল্লুম, বেলা হোলো, রোগীরা আমার অপেক্ষায় ব'সে আছে।"—এই ব'লে বিনয়-বাবু মেয়েদের নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রতন ব'সে ব'সে আনমনে কি ভাব্‌তে লাগ্‌ল।……তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়ল।

তিন

সুমিত্রার কাছে রতন একটি নতুন মানুষের মতন দেখা দিলে।

জীবনে আমরা নতুন মানুষ হয়তো রোজই দেখি। কিন্তু তারা শুধু নামেই নতুন। বিশগজ থান থেকে কেটে-নেওয়া একইঞ্চি নমুনা দেখলেই যেমন সমস্ত থান্‌টা দেখা হয়, আমাদের এই নিত্য-দৃষ্ট নতুন লোকগুলিও অনেকটা সেই রকম—তারা প্রত্যেকেই সাধারণ ও বৃহৎ মনুষ্য-জাতির এক-একটি টুক্‌রো নমুনামাত্র; কারণ অধিকাংশ স্থলে তাদের একজনকে দেখলেই আর সকলকে দেখা হয়।

বয়সে তরুণী হ'লেও সুমিত্রা বেশ বুঝলে যে, তার দেখা আর আর নতুন লোকের সঙ্গে রতনের ঠিক তুলনা চলে না, এই লোকটি বাস্তবিকই একটু নতুন ধরণের। এ লোকটি খেতে না পেয়ে জলে ডুবে মরতে যায়, তবু নিজের মামার সাহায্যও নেয় না! এর এই গরিবানা চালে বীরত্ব আছে, শক্তি আছে—আর পাঁচজনের চরিত্রে যার অত্যন্ত অভাব!

তারপর, রতনের কথাবার্তা কইবার ভঙ্গী, তার হতাশ দুঃখের সুর, এগুলিও সুমিত্রার মনের ভিতরে গিয়ে স্পর্শ করেছিল।

পরের দিন সুমিত্রার সামান্য একটু জ্বর-ভাব হ'ল। তাই

সেদিন সে মা আর দিদির সঙ্গে বেড়াতে বেরুল না। বিকাল-বেলায় একলাটি ব'সে থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ তার মনে একটা আগ্রহ হ'ল, রতন কেমন আছে দেখে আস্‌বার জন্যে।

সুমিত্রা রতনের ঘরে ঢুকে দেখলে, চুপ ক'রে চোখ মুদে সে শুয়ে রয়েছে, তার বুকের উপরে একখানা খোলা বই।··· ··· সুমিত্রার পায়ের শব্দে রতন চোখ খুল্‌লে।

—"এই অবেলায় ঘুমোবার চেষ্টা কর্‌চেন ?"

রতন লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বল্‌লে, "না, আমি একটানা বই পড়তে পারি না, মাঝে মাঝে পড়ি আর মাঝে মাঝে চোখ মুদে ভাবি।"

—"ওখানা কি বই ?"

—"**Russia, From the Vasangians to the Bolshe-viks**—আপনার বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েচি।"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আপনার ও-সব বই ভালো লাগে ?"

রতন বল্‌লে, "হ্যাঁ, খুব ভালো লাগে। এখন এই-সব বইই তো আমাদের পড়া উচিত। রুসদেশের সঙ্গে আমাদের ভারত-বর্ষের ভারি একটা মিল আছে। দুই-ই কৃষিপ্রধান দেশ, আর দুই দেশই উচ্চ সম্প্রদায়ের অত্যাচারে জর্জ্জরিত। আমার বিশ্বাস, এসিয়ার মধ্যে সব-চেয়ে আগে ভারতের লোকেরাই বল্‌শেভিক হয়ে উঠবে।"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আমার কিন্তু ও-সব বই ভালো লাগে না। আমার খালি কবিতা গল্প আর উপন্যাস পড়্‌তে ভালো লাগে। বাংলা বই তো সব শেষ ক'রে ফেলেচি বল্‌লেই চলে, ইংরিজ গল্পের বইও অনেক পড়েচি।"

—"কার লেখা আপনার বেশী ভালো লাগে?"

—"কার আবার, যাঁর লেখা সকলের ভালো লাগে,—রবি-বাবুর।"

—"ইংরিজীতে কার লেখা আপনি পছন্দ করেন?"

—"অনেকের। কিন্তু যে-সব বইএ খুব রহস্য আর নানাদেশের কথা আছে, সেই-সব বই পড়তেই আমি বেশী ভালোবাসি।... ... পড়তে পড়তে আমারও সাধ হয়, আমিও তাদের সঙ্গে নানা দেশে ঘুরে বেড়াই,—কখনো আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে, কখনো সাহারার ধু ধু বালুকা-রাজ্যে, কখনো উত্তর-মেরুর তুষার-জগতে! আমারও ইচ্ছা হয়, সমুদ্রের মাঝখানে কোন পাহাড়-ঘেরা নির্জ্জন দ্বীপে যাই, সেখানে বোম্বেটেরা একটা গিরি-গুহায় গুপ্তধন ডাই ক'রে রেখেচে, গুহার ভিতরে সব নরকঙ্কাল প'ড়ে রয়েচে, সেই গুপ্তধনের সন্ধানে গিয়ে অসভ্যদের হাতে বন্দী হই, প্রথমে তারা আমাকে বধ কর্‌তে চাইবে, তারপর "She"র মত তাদের রাণী কর্‌বে—"

রতন মনে মনে হেসে সুমিত্রার মুখের পানে তাকিয়ে তার এই উদ্ভট কল্পনার উচ্ছ্বাস শুন্‌ছিল।

সুমিত্রা হঠাৎ তার নির্জ্জন বোম্বেটে-দ্বীপের বর্ণনা বন্ধ ক'রে বল্লে, "হুঁ, আপনি আমাকে পাগল ভাব্চেন ?"

রতন প্রাণপণে গম্ভীর হ'য়ে বল্লে, "না, পাগল ভাব্‌ব কেন, তবে ও-সব বই আপনি আর বেশী পড়্‌বেন না।"

সুমিত্রা বল্লে, "আমার মা আর বাবাও উপন্যাস পড়্‌তে মানা করেন।"

—"তবে পড়েন কেন ?"

সুমিত্রা দোষীর মত অনুতপ্ত স্বরে বল্লে, "আমি কারুর কথা শুনি-না, আমি যে ভারি অবাধ্য !"

সুমিত্রার সরল মুখের দিকে রতন অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল।

সুমিত্রা বল্লে, "অমন চুপ ক'রে চেয়ে আছেন কেন ? আমি বাজে বক্‌চি ব'লে আপনি বুঝি বিরক্ত হচ্চেন ?"

রতন অপ্রস্তুত স্বরে বল্লে, "না, না, তা নয়। জান্‌লা দিয়ে আপনার মুখে পড়ন্ত রোদের সোনালী আভা এসে পড়েচে, ঐ আলোর সঙ্গে আপনার মুখ ছবিতে ফোটাতে পার্‌লে কেমন দেখাবে, আমি তাই ভাব্‌ছিলুম।"

—"আপনি কি ছবি আঁক্‌তে পারেন ?"

—"পারি।"

—"অ্যাঃ, ছবি আঁক্‌তে পারেন ? আমি তো পারি না !"

—"শিখ্‌লেই পার্‌বেন।"

—"আচ্ছা রতনবাবু, একখানা ছবি আঁকুন না !"

—"কাগজ আর পেন্সিল দিন।"

সুমিত্রা একছুটে বেরিয়ে গেল এবং কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে তখনি ফিরে এল। সে এত জোরে ছুটে গেল আর এল যে, রতনের হাতে কাগজ-পেন্সিল দিয়ে খানিকক্ষণ ধ'রে হাঁপাতে লাগ্‌ল।

রতন বল্‌লে, "আপনি আমার সাম্‌নে দাঁড়ান। আমি আপনার মুখের একখানা 'স্কেচ' এঁকে নেব।"

সুমিত্রা খুব খুসি হয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। রতন ক্ষিপ্র-হস্তে গোটাকতক রেখায় তার মুখের এক পাশের একখানা নক্সা এঁকে নিয়ে বল্‌লে, "হয়েচে।"

সুমিত্রা আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "এরি মধ্যে হয়ে গেল ! কৈ দেখি, দেখি !" ব'লেই রতনের হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে আগ্রহ-ভরে দেখতে লাগল। তারপর অনুনয়ের স্বরে বল্‌লে, "রতনবাবু, আপনি আমাকে ছবি-আঁকা শেখাবেন ?"

রতন ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ।"

এমন সময়ে বাড়ীর দরজার কাছে গাড়ী দাঁড়ানোর শব্দ হ'ল। সুমিত্রা বল্‌লে, "ঐ, ওঁরা সব বেড়িয়ে ফির্‌লেন। বাবাকে আপনার ছবি দেখিয়ে আসি"—ব'লেই সে ছুটতে ছুটতে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রতন ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল, সুমিত্রার কথা। এর বয়সে সাধারণ হিন্দু-ঘরের মেয়েরা খোকা-খুকির মা ও পাকা গিন্নী হয়ে দাঁড়ায়। সুমিত্রা কিন্তু ঠিক বালিকাই আছে—তেম্‌নি সরল, তেম্‌নি চপল! কচি-বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে সহজ সরল বাল্য-ধর্ম্ম থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করি,—জীবনের সচেতন আনন্দ নিশ্চিন্তভাবে দুদিন ভোগ না কর্‌তেই বেচারীদের দেহ যায় ভেঙে আর মন যায় বুড়িয়ে!

তার ভাবনায় বাধা পড়ল। বিনয়বাবু দুই মেয়ের সঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুকে বল্‌লেন, "রতন, তোমার আঁকা ছবি আমি দেখ্‌লুম। তুমি যে একজন উঁচুদরের আর্টিষ্ট, তোমার 'স্কেচে'র প্রত্যেকটি লাইন দেখে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

সুনীতি বল্‌লে, "রতনবাবু, আমার বাবার প্রশংসার মূল্য আছে জান্‌বেন। তিনি প্রশংসায় বড় কৃপণ।"

রতন সলজ্জ বিনয়ে মাথা নামিয়ে বল্‌লে, "এ আমার সৌভাগ্য।"

বিনয়-বাবু জান্‌লার কাছে গিয়ে দিনান্তের ম্লান আলোতে ছবিখানা আর-একবার দেখে, দুঃখিত স্বরে বল্‌লেন, "আশ্চর্য্য! এমন যার হাত, এদেশে তাকেও পেটের ভাবনা ভাবতে হয়!"

রতন ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত স্বরে বল্‌লে, "কিন্তু ভেবেও কোন উপায় হয় না! সৃষ্টিকর্ত্তার উচিত, বাংলা দেশে আর্টিষ্টের সৃষ্টি

না করা! মরুভূমিতে ফসলের বীজ ছড়িয়ে লাভ কি? সবুজ হবার আগেই যে তা শুকিয়ে যাবে! কবি এখানে কেন কাব্য লিখবেন, গায়ক এখানে কেন গান গাইবেন, শিল্পী এখানে কেন অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করবেন? আর্টিষ্টকে তোমরা দুটো অন্ন দিতেও নারাজ! আর্টিষ্টরা তোমাদের মনের ক্ষুধা নিবারণ করছেন, তোমাদের কাছে আনন্দ বিতরণ করছেন, কিন্তু তাঁদের সামান্য দেহের ক্ষুধার দিকেও তোমাদের দৃষ্টি নেই—আনন্দ পেতে চাও তোমরা বিনামূল্যে—গরিব আর্টিষ্টদের ঠকিয়ে। ফুলের তৃষা মেটাতে তোমরা একটু জলও দেবে না, তবে সেও বা গন্ধ দেবে কেন?”

বিনয়-বাবু খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন, “রতন, তুমি আমার মেয়ে-দুটিকে ছবি-আঁকা শেখাবে?”

রতন বল্‌লে, “আমি তো আগেই রাজি হয়েছি।”

বিনয়-বাবু বললেন, “কিন্তু খালি রাজি হ'লেই তো চলবে না, এজন্যে তুমি কত পারিশ্রমিক চাও, সেটাও আমার জানা দরকার যে!”

রতন বল্‌লে, “ডাক্তার-বাবু, আমি এত গরিব যে, টাকার কদরও ভালোরকম জানি না। টাকা না পেলেও আমি এঁদের শেখাতে প্রস্তুত আছি।”

বিনয়-বাবু বললেন, “দেখ, এখানে আর্টিষ্টদের দুর্গতির জন্যে

কেবল দেশের লোকই দায়ী নয়—আর্টিষ্টরা নিজেরাও সেজন্যে কতকটা দায়ী। তারা অনাহারে হাহাকার করে, কিন্তু তবু টাকা দাবি করতে পারে না। এও একটা মস্ত দুর্ব্বলতা। এ দুর্ব্বলতার আমি প্রশ্রয় দেব না। কাল আমি যখন তোমাকে অর্থসাহায্য করব বল্লুম, তখন তুমি তা নাও-নি। আমিই বা তোমার দান নেব কেন? আমারও তো আত্মসম্মান আছে!"

রতন মৃদু হেসে বললে, "বেশ, তবে মূল্যই দেবেন।"

বিনয়-বাবু বললেন, "কত পেলে তোমার চলবে?"

রতন বললে, "কত পেলে আমার চলবে, আমি তা হিসেব ক'রে বলতে পারব না। হিসাব-নিকাশের ভার আমি আপনার হাতেই দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।"

বিনয়বাবু বললেন, "মাসে একশো টাকা পেলে তোমার চল্‌বে?"

রতন বিস্ময়ে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে বললে, "একশো টাকা! এ-যে আমার কাছে এখন একটা সাম্রাজ্যের দাম—স্বপ্নেরও অগোচর!"

বিনয়বাবু বললেন, "বেশ, তবে এই কথাই রইল।"

চার

সন্ধ্যার কিছু আগে, সেন-গিন্নী ব'সে ব'সে তাঁর পোষা বিড়ালটির মাথায় আদর ক'রে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, আর সুনীতি রবীন্দ্রনাথের "কথা"র একটি কবিতা আবৃত্তি করছে।

এমন সময়ে সন্তোষ এসে খবর দিলে, "মা, দাদামশাই আসচেন।"

—"অ্যাঁঃ, বাবা!" সেন-গিন্নী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁর বাবা যে কোন খবর না দিয়েই এমন হঠাৎ কলকাতায় এসে পড়বেন, সেন-গিন্নী তা জানতেন না। আজ দশ বৎসর আগে তিনি একবার মাত্র কলকাতায় এসেছিলেন, তার পর সেন-গিন্নী নিজেই মাঝে মাঝে পিত্রালয়ে গিয়ে বাপের সঙ্গে দেখা করেছেন, কিন্তু তিনি আর কখনো মেয়ের বাড়ীতে আসেন-নি!

হঠাৎ বাবা আসছেন শুনে সেন-গিন্নীর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল। ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, "বাবাকে কোন্ ঘরে বসিয়েচিস্?"

সন্তোষ বললে, "দাদামশাই বসলেন না, একেবারে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসচেন!"

সেন-গিন্নী সুনীতির দিকে চেয়ে বললেন, "সুনু, তাড়াতাড়ি

পায়ের জুতো খুলে সরিয়ে ফেল বাছা,—বাবা যেন দেখ্‌তে না পান!” বলতে বলতে তিনিও নিজের পায়ের লতা-পাতা-তোলা চটিজুতো-জোড়া খুলে একটা আলমারির তলায় লুকিয়ে রাখ্‌লেন। তাঁর এই বাবাটিকে সেন-গিন্নী বড়ই ভয় কর্‌তেন, কারণ তিনি একেবারে সেকেলে ধরণের লোক আর গোঁড়া হিন্দু, মেয়েমানুষের পায়ে জুতো দেখ্‌লে নিশ্চয়ই খুব খুসি হবার পাত্র নন!··· ···

সেন-গিন্নীর বাবা এসে ঘরের ভিতরে ঢুক্‌লেন। তাঁর নাম হরিহর মজুমদার, বয়স সত্তরের ওপারে, কিন্তু এতগুলো বৎসরের ভারেও তিনি একটুও নুয়ে পড়েন-নি—গৌরবর্ণ, ছিপ্‌ছিপে দেহখানি পাকা বাঁশের মতই শক্ত-সমর্থ; চোখদুটির দৃষ্টি এখনো বেশ তীক্ষ্ণ, তাদের উপরে আজও চশমার ছায়া পড়েনি। মাথার ছোট-ক'রে-ছাঁটা পাকা-চুলের মাঝখানে একটি পরিপুষ্ট শিখা সগর্বে দোদুল্যমান হ'য়ে তাঁর প্রচণ্ড হিন্দুত্বের পরিচয় দিচ্ছে।

হরিহরকে দেখেই সেন-গিন্নী গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন। তারপর সুনীতি প্রণাম কর্‌লে।

হরিহর হাতের তেলপাকা বাঁশের লাঠিটা ঠক্ ক'রে ঘরের এক কোণে রেখে বল্‌লেন, “তবু ভালো, তোরাও তা হ'লে প্রণাম কর্‌তে ভুলে যাস্‌নি! আমার নাতি কিন্তু আমাকে সেলাম করেচে।”

সেন-গিন্নী আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন, “সন্তোষ আপনাকে সেলাম করেচে?”

হরিহর মৃদু হেসে বল্লেন, "হ্যাঁ, তা বৈ আর কি! হাতদুটো জোড় না ক'রেই কপালের দিকে তুলে কি যে একটা কর্‌লে; আমার তো মনে হ'ল সেলাম!"

সন্তোষ লজ্জিত হ'য়ে ঘর থেকে সরে পড়্‌ল।

সেন-গিন্নী বল্লেন, "বাবা, কোন খবর না দিয়ে এমন হঠাৎ এলেন যে! বাড়ীর খবর সব ভালো ত?"

—"হ্যাঁ মা, খবর সব ভালো। একটা কাজে কল্‌কাতায় এসেছিলুম, তাই সেইসঙ্গে একবার তোদের বাড়ীটাও ঘুরে গেলুম।... ...কিন্তু কোথায় বসি বল্ দেখি?"

সুনীতি তাড়াতাড়ি একখানি চেয়ার এগিয়ে দিলে।

হরিহর মাথা নেড়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, "দূর পাগ্‌লী, ওতে আড়ষ্ট হ'য়ে বসা কি আমার পোষায়! একবার আমি অন্যমনস্ক হ'য়ে চেয়ারে ব'সে দুল্‌তে দুল্‌তে ধুপ্ ক'রে প'ড়ে গিয়েছিলুম, সেই থেকে চেয়ারে বসা ছেড়ে দিয়েচি! বাঙালীর ছেলে, দিব্যি আসন-পিঁড়ি হ'য়ে বস্‌ব, তবেই না বলি আরাম! যা, যা,—একখানা আসন এনে পেতে দে!"

এমন সময়ে রতনের হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে সুমিত্রা ঘরের ভিতরে ঢুকে বল্লে, "মা, রতনবাবু কেমন গান গাইতে পারেন শোনো! উনি লজ্জায় আস্‌তে চাইচেন না, আমি জোর

ক'রে ধ'রে—" বলতে বলতে হরিহরকে দেখে সে থেমে পড়ল। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দাদামশাইকে সে দেখেনি।

সেন-গিন্নী সঙ্কুচিত ভাবে বললেন, "বাবা, এটি আমার ছোট মেয়ে—সেই ছোট-বেলায় একে আপনি একবার দেখেছিলেন।… সুমি, ইনি তোর দাদামশাই, প্রণাম কর্।"

সুমিত্রা থতমত খেয়ে হরিহরকে দুইহাত তুলে ছোট একটি প্রণাম করলে।

হরিহর এই একেলে প্রণামে যে খুসি হলেন না তা বলা বাহুল্য। তার উপরে সুমিত্রার পোষাক ও জুতোর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে তিনি আরো অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠলেন। মেয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "আন্না, তোরা যে একেবারে খৃষ্টান হ'য়ে উঠেচিস্ দেখচি! মেয়ের পায়ে জুতো, আবার জুতো প'রেই ঘরের ভেতরে ঢোকে! ছি, ছি!"

সেন-গিন্নী মুখ নামিয়ে বললেন, "বাবা, ওরা যে কলেজে পড়ে, সেখানে সবাই জুতো পরে!"

হরিহর আরো চ'টে বললেন, "কেন, মেয়েদের কলেজে পড়বার দরকার কি? ওরা কি কেরাণী হবে, না টোল খুলবে?"

সুমিত্রা বেশীক্ষণ অপ্রস্তুত থাকবার পাত্রী নয়। চট্ ক'রে পায়ের জুতো খুলে' ফেলে' হরিহরের একখানি হাত ধ'রে কাঁচুমাচু

মুখে বললে, "তুমি রাগ কোরো না দাদামশাই, এই দেখ, আমি জুতো খুলে ফেলেচি!"

তার কাতর চোখদুটির দিকে হরিহর খানিকক্ষণ অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন, দেখতে দেখতে তাঁর রাগের ঝাঁঝটা ক'মে এল। আস্তে আস্তে বল্লেন, "আচ্ছা নাত্নী, আমি খুব খুসি হয়েচি।... ...এ ছেলেটি কে আন্না?" ব'লে তিনি রতনের দিকে চাইলেন।

রতনের সাম্নে আসল নাম ধ'রে ডাকার জন্যে সেন-গিন্নীর ভারি লজ্জা হচ্ছিল। কিন্তু ভয়ে কোন আপত্তি কর্‌তেও পারলেন না।

এর মধ্যে সুনীতি একখানি আসন এনে পেতে দিলে। তার উপরে ব'সে হরিহর আবার বল্লেন, "আন্না, এ ছেলেটি কে? একে তো কখনো দেখিনি! বিনয়ের কেউ হবে বুঝি?"

সেন-গিন্নী বল্লেন, "না, উনি সুমিত্রার মাষ্টার, ছবি আঁকা শেখান।"

মাষ্টার! তা হ'লে বাইরের লোক! অথচ অত-বড় সোমত্ত মেয়ে সুমিত্রা কিনা একেই হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে বাড়ীর অন্দরে নিয়ে এল! হরিহরের মনে মনে আবার একটা রাগের ঝট্‌কা ব'য়ে গেল। খানিকক্ষণ গুম্ হ'য়ে থেকে তিনি বল্লেন, "দেখ আন্না, সর্ব্বদাই মনে রেখ যে, তুমি হিন্দুর মেয়ে। আমাদের

এ সত্য-সাবিত্রীর দেশে বিবিআনাটা ভালো নয়। তোমার মেয়েদুটির বয়স হয়েচে, এখনো তাদের মাথায় সিঁদুর নেই দেখে আমার মনটা ছাঁৎ ছাঁৎ করচে! দিনে দিনে তোমরা হ'লে কি?"

সেন-গিন্নী বললেন, "কি করব বাবা, ওঁর অমতে আমি তো কিছু করতে পারিনে!"

হরিহর বললেন, "তোমার সোমত্ত মেয়েরা অবাধে পরপুরুষের সঙ্গে মেশামেশি করে, তাও আমি বেশ বুঝতে পারচি। আমার চোখে এ দৃশ্য অসহ্য।"

সেন-গিন্নী ও রতন, দুজনেরই বুঝতে দেরি হ'ল না, হরিহর পরপুরুষ বলচেন কাকে! সেন-গিন্নী মাথা হেঁট করলেন, রতন তাড়াতাড়ি হরিহরকে একটা প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হরিহরের কাঁধের উপরে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে সুমিত্রা বললে, "দেখ দাদামশাই, গল্পের বইয়ে আমি অনেক দাদামশাইয়ের কথা পড়েচি, কিন্তু তুমি তো তোদের কারুর মতই নও! কতকাল পরে নাতনীদের কাছে এলে, কোথায় তাদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবে, ভালো-মানুষটির মতন ব'সে মাথার পাকা চুল তোলাবে, না খালি খালি রাগারাগি আর বকাবকি করচ! না, তোমার মতন দাদামশাই নিয়ে আমার চলবে না দেখচি!"

সুমিত্রার কথা কইবার ধরণ দেখে হরিহর না হেসে থাক্‌তে পার্‌লেন না। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "আমাকে নিয়ে না চলে ভাই, বাজারে গিয়ে একটা ভালো দেখে দাদামশাই বাছাই ক'রে কিনে এন!"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আঃ, বাঁচলুম! আমি ভেবেছিলুম দাদা-মশাই, তুমি বুঝি হাসতে জানো না! এতক্ষণে তবু যে একটু হেসেচ, তাইতেই আমার মনটা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে!"

হরিহর বল্‌লেন, "তোদের এখানে এসে আমার অবস্থা কি রকম হয়েচে জানিস্? ঠিক যেন জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়েচি! সায়েব-মেম নিয়ে কখনো তো কার্‌বার করিনি ভাই, ধাতে কি ক'রে সইবে বল্! আচ্ছা, তোরা বামুনের হাতের রান্নাটাও খাস্ তো? না, বাবুর্চ্চী রেখেচিস্?"

সুনীতি হেসে ফেলে বল্‌লে, "না দাদামশাই, আমরা অতটা এখনো অগ্রসর হ'তে পারিনি! বিশ্বাস না হয়, আপনি না-হয় আমাদের হাতের রান্নাই খাবেন।"

পাঁচ

রতন উপর থেকে নেমে বৈঠকখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময়ে ঘরের ভিতর থেকে বিনয়বাবু ডাক্‌লেন, "রতন, একবার ভেতরে এস তো!"

রতন ভিতরে ঢুকে দেখলে সেখানে চারিদিকে টেবিল, চেয়ার, কৌচ, সোফার যেমন ভিড়, মানুষের ভিড়ও তেমনি। সকলেরই পরনে বিলাতী পোষাক, অধিকাংশেরই মুখে পাইপ, সিগার বা সিগারেট, কেউ কেউ চায়ের পেয়ালায় চুমুক মার্‌চেন। সে আসরে যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ কারুরই অভাব নেই এবং সকলেই সমানভাবে সকলের সঙ্গে কথা কইছেন এবং এইটিই হচ্ছে বিনয়-বাবুর সান্ধ্য বৈঠকের প্রধান বিশেষত্ব।

ঘরের মধ্যে যাঁরা আছেন, তাঁদের কারুর কারুর পরিচয় দরকার।

ঘরের এককোণে ঐ যিনি আরাম-চেয়ারে কাৎ হয়ে টেবিলের উপরে দুইখানি সবুট চরণ তুলে' দিয়ে অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে ধূমপান কর্‌ছেন, উনি হচ্ছেন মিঃ ঘোষ,—বিনয়বাবুর সমব্যবসায়ী, সমবয়সী বন্ধু এবং বিলাত-ফেরৎ। গল্প শুনতে ভালোবাসেন, কিন্তু গল্প বল্‌তে নারাজ। এককোণে ব'সে থাকেন, সকলের কথা মন

দিয়ে শোনেন, কিন্তু নিজে কথা কন কম। বিনয়-বাবুর কাছে এঁর মত বড় মূল্যবান্।

বিনয়বাবুর ঠিক সাম্‌নেই যে লোকটি ব'সে আছেন, তিনি মিঃ বাসু নামেই বিখ্যাত—কলিকাতা হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরীর একটি উজ্জ্বল অলঙ্কার। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, বিবাহ করবার ইচ্ছা মোটেই নেই—কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে প্রায়ই ঐ মতটি প্রকাশ করতেন—"Woman is like a shadow. Pursue her, she runs. Run from her, she pursues ;—অতএব এমন যুক্তিহীন জীবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য !"

মিঃ বাসুর পাশে যিনি ঐ হাসি-হাসি মুখে ব'সে গোঁফে তা মোচড়ের পর মোচড় লাগাচ্ছেন, ওঁর নাম হচ্ছে মিঃ চ্যাটো (চট্টো-পাধ্যায়ের ফেরঙ্গ রূপান্তর)। কিন্তু আড়ালে ওঁকে সকলে মিঃ বাসুর 'প্রতিধ্বনি' ব'লে ডাকেন। উনিও চির-কুমার—তবে লোকে বলে, অনিচ্ছায়। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। বিলাতে যাননি, কিন্তু বিলাতী হাব-ভাব তাঁর চোখে-মুখে, সর্ব্বাঙ্গে।

মাঝখানকার গোল মার্ব্বেলের টেবিলের উপরে দুই কনুই রেখে যে যুবকটি ব'সে আছেন, তাঁর নাম কুমার নরেন্দ্র চৌধুরী,—পূর্ব্ববঙ্গের কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। বয়স সাতাশ-আটাশ, গড়নটি পাতলা ছিপছিপে, রং ফর্সা, মুখশ্রী সুন্দর। শীঘ্রই

বিলাতে যেতে চান। মিঃ চ্যাটো এঁকে এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিয়েছেন। এঁর কোন পূর্ব্বপুরুষ নাকি আগে "রাজা" ছিলেন এবং সেই দাবীতে ইনিও নিজের নামের আগে "কুমার" কথাটি ব্যবহার করেন। সেন-গিন্নী এঁকে নিজের জামাই-পদে প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং সে কথাটা ইনিও জানেন। এঁকে সবাই "কুমার-বাহাদুর" ব'লে ডাকেন।

এই ক-জনের পরিচয়ই আপাতত যথেষ্ট।... ...

রতন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবামাত্র বিনয়-বাবু বললেন, "আমি এই ছেলেটির কথাই আপনাদের বলছিলুম।"

সকলেই রতনের দিকে চেয়ে দেখলেন। এতগুলো চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে রতন জড়সড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল! সে বুঝতে পারছিল, এই বিদ্যুৎ আলোকে উদ্ভাসিত কক্ষে এই সাজসজ্জা, জাঁক-জমকের মধ্যে আধ-ময়লা মোটা খদ্দরের জামা-কাপড়-পরা তাকে নিতান্তই একটা অকিঞ্চিৎকর পদার্থের মতন দেখাচ্ছে।

একজন বললেন, "এই লোকটিই আপনার মোটরের তলায় পড়েছিল?"

বিনয়-বাবু বললেন, "হ্যাঁ!"

আর-একজন একটু চেঁচিয়ে বললেন, "ভো বিশ্ববাসী! তোমরা সকলে আশ্চর্য্য হয়ে নিরীক্ষণ কর, আধুনিক ডাক্তাররা নর-

অগারক! জ্যান্ত মানুষ তাঁদের হিংস্র মোটরের
প'ড়ে বেঁচে ওঠে!"

হেসে উঠ্লেন।

বাবু বল্লেন, "না, আমার দ্বারা রতনের কোন অনিষ্ট যে
অত্যন্ত সুখের কথা। রতন, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে
না।…… …আপনারা বোধ হয় জানেন না যে, রতন
নয়াস?"

বল্লেন, "কি রকম?"

তন খুব ভালো ছবি আঁক্তে পারে, গান গাইতে
াবার আমার এক বন্ধুর কাছে শুন্লুম্, সে নাকি
চুদরের কবি—মাসিক পত্রে প্রায়ই তার কবিতা
য়।"

পোষাকের দিকে একবার আড়-চোখ বুলিয়ে নিয়ে,
বললেন, "বিলাতে যাদের বলে amateur poets.
সেই দলেরই একজন?"

বললেন, "ছবি বা কবিতা বোঝ্বার চেষ্টা আমি
নি। কিন্তু ইনি যদি একটি গান ধরেন, তবে আমি
আছি। ওঃ, গান আমি ভারি ভালোবাসি"—
চেয়ারের উপরে আড় হয়ে প'ড়ে শীস দিয়ে একটি
র সুর ধরলেন—"The Bing Boys Are Here!"

বিনয়-বাবু বললেন, "আচ্ছা, গান-টান একটু পরে হবে অ... ...দেখুন মিঃ ঘোষ, রতন একজন ভালো আর্টিষ্ট, কিন্তু তাকে পয়সা দেয় না।"

মিঃ ঘোষ বললেন, "ওটা আর্টের দস্তুর—শুধু এখানে কো সব দেশেই!"

বিনয়-বাবু বললেন, "কিন্তু বাংলা দেশের মতন আর কোথাও আর্টিষ্টের দারিদ্র্য এতটা নিশ্চিত নয়! অন্য দেশে ক্যারুসোর মতন অনেক গায়ক, সার্জেন্টের মতন অনেক চিত্রকর টাকার পাহাড়ের ওপরে ব'সে থাকেন। এল্লা হুইলার উইলকক্স একজন নিম্নশ্রেণীর কবি ছিলেন, কিন্তু তিনিও যে টাকাটা রোজগার করতেন, খ্যাতির চরমে উঠেও আমাদের রবীন্দ্রনাথ কেবল বাংলা কবিতা লিখে এখনো কি তেমন উপার্জ্জন করতে পারছেন?"

একজন বললেন, "এর আসল কারণ বাঙালীর দারিদ্র্য। যারা নিজেরা খেতে পায় না, তারা আবার আর্টিষ্টকে খাওয়াবে কি ক'রে?"

বিনয়-বাবু বললেন, "হ্যাঁ, দেশের দারিদ্র্য আর্টিষ্টের দুরবস্থার একটা কারণ বটে, কিন্তু এ-কারণের দোহাইও সব জায়গায় দেওয়া চলে না। এই তো ঘরে আমরা এতগুলো লোক রয়েছি, আমাদের যে শিক্ষা আর অর্থের অভাব আছে, তাও বলতে পারি

না। কিন্তু বাঙালী আর্টিষ্টের প্রাণরক্ষার জন্যে আমরা কে কতটুকু চেষ্টা করেছি ?"

মিঃ বাসু দাঁতে একটা মোটা চুরুট চেপে ধ'রে বললেন, "য়ুরোপের আর্টের কথা যদি ধরেন, তা হ'লে বলতে পারি—I am very fond of—"

বিনয়-বাবু বাধা দিয়ে হেসে বললেন, "Of course you are! So are we all! আমরা বিলাতী আর্টের ভক্ত, কিন্তু স্বদেশী আর্টের কদর বুঝি না।"

মিঃ চ্যাটো বললেন, "তার কারণ এ দেশের আর্টিষ্টরা আর্ট নিয়ে যা করেন, তার নাম হচ্ছে ছেলেখেলা। আমার নিজের মতে বাঙালী আর্টিষ্টকে প্রশ্রয় দেওয়া মহা পাপ ছাড়া আর কিছু নয়।"

মিঃ ঘোষ বিরক্তিভরে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালেন। শোনা যায় কি-না যায় এমন মৃদু অস্পষ্ট স্বরে তিনি বললেন—"Vulgar hound!"

রতন এতক্ষণ পরে কথা কইলে। মিঃ চ্যাটোর দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্‌লে, "আপনার যে একটা নিজস্ব মত আছে তা শুনে খুসি হলুম। অধিকাংশ ইঙ্গ-বঙ্গের তা থাকে না। তাঁদের মত আমদানি হয় সমুদ্রের ওপার থেকে।"

কুমার-বাহাদুর টেবিলের উপরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "ঐ 'ইঙ্গ-বঙ্গ' কথাটায় আমার দস্তুর-মতন আপত্তি আছে।"

মিঃ চ্যাটো চ'টে বল্লেন, "How dare you insult me?"

রতন স্থিরভাবেই বল্লেন, "না, আমি আপনাকে অপমান করিনি!"

মিঃ চ্যাটো চড়া গলায় বল্লেন, "Then what the hell do you mean—"

বিনয়-বাবু বাধা দিয়ে বল্লেন, "ছিঃ, মিঃ চ্যাটো! ভদ্রসমাজে এ-রকম ভাষা চলা উচিত নয়। তর্ক হচ্ছে, তর্ক হোক্—রাগা-রাগি কেন?"

রতন তেম্নি হাস্তে হাস্তে বল্লে, "চট্টোপাধ্যায়-মশাই, আপনি মাতৃভাষায় কথা কইলেই আমি খুসি হব। অধিকাংশ বাঙালীরই বিলাতী বুলি এখনো আমার ধাতস্থ হয় না।"

মিঃ চ্যাটো মুখ বিকৃত ক'রে বল্লেন, "Stop your preaching!"

রতন বল্লে, "আমি এটা কিছুতেই বুঝ্তে পারি না, বাঙালীর ছেলে হ'য়ে কথাবার্ত্তায় আমরা এত ইংরেজী বুক্‌নি ব্যবহার করি কেন! এটা যদি শিক্ষার লক্ষণ হয়, তবে এ শিক্ষা তো ভালো নয়!"

মিঃ বাসু হা হা ক'রে হেসে উঠে বল্লেন, "মিঃ সেন, আপনি দেখ্‌চি গান্ধীর একটি শিষ্যের পৃষ্ঠপোষক হয়েচেন!"

রতন উত্তেজিত স্বরে বল্লে, "বিনয়-বাবু, আমি এই মাত্র

আপনার বাড়ীর ভিতর থেকে আসচি। সেখানে আপনার শ্বশুর-মশাইকে দেখে এলুম। একালের আব-হাওয়ায় যেন সেকালের একটি মূর্ত্তিমান্ সংস্করণ। তিনি চেয়ারে বসেন না, মাথায় টিকি রাখেন, মেয়েদের পায়ে জুতো দেখলে চটে যান, নারীদের মধ্যে একটু স্বাধীনতা দেখ্‌লেই শিউরে উঠেন, আপনার মেয়েকে আমার মতন কোন লোকের সঙ্গে এক্‌লা মিশতে দেখ্‌লে সর্ব্বনাশ মনে করেন! তাঁর মন এখনো সেই মনু-রঘু-নন্দনের যুগেই বন্ধ হ'য়ে আছে। আমি সইতে পার্‌লুম না, ভয়ে পালিয়ে এলুম। কিন্তু নীচে, এখানে এসে দেখ্‌চি আর এক উল্টো ব্যাপার। এখানে যাঁরা ব'সে আছেন, তাঁদের কারুর ভদ্রতায় আমি সন্দেহ প্রকাশ কর্‌চি না,—কিন্তু আসলে তাঁরা কি? আপনার শ্বশুরমশাইকে বরং বোঝা যায়—কিন্তু এঁরা সকলেই এক-একটি মূর্ত্তিমান্ প্রহেলিকা! এঁরা না হিন্দু, না মুসলমান, না ক্রীশ্চান! এঁরা বাঙালীও নন, সায়েবও নন! বাঙালীও এঁদের নিজের সমাজে নেবে না, সায়েবরাও তাই। আপনি হয়তো আমার স্পষ্ট সত্য কথায় রাগ কর্‌চেন বিনয়-বাবু, কিন্তু উপায় নেই। আমি কখনো মন ঢাকা দিয়ে কথা কইতে শিখিনি। আমি বেশ বুঝ্‌চি, আপনার শ্বশুরমশাই আর মিঃ চ্যাটো আর মিঃ বাগ্ প্রভৃতি, এঁদের কারুর দ্বারাই দেশের একতিল উপকারের সম্ভাবনা নেই। এঁরা সবাই আগাছার মত,

বাঙলার উর্ব্বর জমিকে খালি পোড়ো ক'রে তুলচেন মাত্র ! এই মিঃ চ্যাটো বা মিঃ বাসুর কাছ থেকে আর কোন কথা আমি শুনতে চাই না !"

রতনের মতন লোকের মুখ থেকে যে এমন তীব্র সত্য বেরুতে পারে, ঘরের মধ্যে কেউ তা কল্পনা করতে পারে নি—এমন কি বিনয়-বাবুও না ! সকলে স্তম্ভিতের মতন স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন।

কিন্তু সব-চেয়ে ক্ষাপ্পা হয়ে উঠলেন, মিঃ বাসু। রাগে কাঁপতে কাঁপতে একলাফে দাঁড়িয়ে, মুখের চুরোটটা একদিকে সজোরে নিক্ষেপ ক'রে তিনি ব'লে উঠলেন, "You won't hear any more from me ? Who in thunder are you, anyhow ? A beggar ! That is what you are ! A beggar !"

বিনয়-বাবুও তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "Gentlemen ! Gentlemen ! Mr. Basu, sit down. রতন, you forget yourself."

রতন স্থির কণ্ঠে বললে, "না, আমি নিজেকে ভুলিনি ! আমি ভিক্ষুক নই। আপনার বাড়ীতে আমি ভিক্ষা করতে আসিনি। আমি সত্য বলবই। আপনার আপত্তি থাকে, আজ থেকে আমি আর এখানে আসব না !" এই ব'লে রতন দাঁড়িয়ে উঠল।

বিনয়বাবু দুঃখিত স্বরে বললেন, "রতন, আমি তো তোমাকে মন্দ কথা কিছু বলিনি! আমি জানি, তুমি ভিক্ষুক নও! তুমি নিজের পরিশ্রমেই জীবিকা অর্জ্জন কর। কেন তুমি আমার বাড়ীতে আস্‌বে না?"

রতন বল্‌লে, "আমি গরিব। দারিদ্র্য কি অপরাধ? অন্তত আপনার ঐ ধনী বন্ধুদের কথা শুন্‌লে তাই মনে হয়। ওঁরা টাকা দিয়ে মনুষ্যত্ব কিন্‌তে চান। কিন্তু মনুষ্যত্ব তো সর্‌কারী খেতাব নয়, টাকার জোরে তাকে লাভ করা যায় না।"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "আমি তা জানি রতন, আমি তা জানি। তুমি আজ উত্তেজিত হয়েচ, আজ এখান থেকে যাও। কিন্তু কাল যদি আবার না আসো, আমি নিজে গিয়ে তোমাকে জোর ক'রে ধ'রে আন্‌ব। বুঝ্‌লে?"

মিঃ ঘোষ এতক্ষণে তাঁর আরাম-চেয়ার ছেড়ে উঠে' দাঁড়ালেন। হাতের পাইপটা একটা ত্রিপায়ার উপরে রেখে দিলেন। তার পর একটা হাই তুলে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বল্‌লেন, "রতন-বাবু, আপনি কাল বৈকালে একটু সময় ক'রে আমার ওখানে যেতে পারবেন?"

রতন বিস্মিত স্বরে বল্‌লে, "কেন?"

—"আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌ব।"

—"আপনার কি কোন দর্‌কার আছে?"

—"হ্যাঁ, আমি মানুষের সঙ্গে কথা কইতে ভালোবাসি।"

কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে রতন অবাক্ হ'য়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল।

মিঃ ঘোষ রতনের চোখের উপরে চোখ রেখে বল্‌লেন, "মনুষ্যসমাজে আজকাল মানুষের বড় অভাব হয়েছে।... ... ... তুমি কিন্তু নকল নও, একেবারে আসল, সত্যিকারের মানুষ। তাই আমি তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে চাই।... ...কেমন, যাবে তো?"

মাথা নামিয়ে সলজ্জ স্বরে রতন বল্‌লে, "যাব।"

ছয়

পরদিন ঠিক্ সময়েই রতন মিঃ ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল।

চাকর এসে রতনকে নিয়ে উপরে গেল। কার্পেট-পাতা সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে রতন দেখ্‌লে, সিঁড়ির দেওয়ালের গায়ে যে-সব ছবি ঝোলানো রয়েছে, সেগুলি কেবল নামজাদা পটুয়াদের আঁকা নয়, সেগুলি যথার্থই সুনির্ব্বাচিত। প্রথমেই গৃহস্বামীর সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের এই পরিচয় পেয়ে সে বুঝ্‌লে, এখানে তার অবস্থাটা অন্তত পক্ষহীন পক্ষীর মতন অসহায় হবে না।

চাকর তাকে একেবারে ছাদের উপরে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে রতন অবাক্ হয়ে দেখ্‌লে, সমস্ত ছাদটাই অপূর্ব্ব এক বাগানে পরিণত হ'য়ে গেছে! কোথাও ছোট ছোট সবুজ ঘাস-জমি, কোথাও ঘাস-জমিতে মর্‌সুমী ফুল, কোথাও চমৎকার লতা-কুঞ্জ, কোথাও বা আবার মাঝারি গোছের গাছ পর্য্যন্ত রয়েছে। এ সমস্ত উদ্ভিদ কাঠের পায়া-ওয়ালা দরকার-মত ছোট-বড় তক্তা বা নানা আকারের কাঠের আধারের মধ্যে জন্মেছে, তাই ছাদের কোন ক্ষতি হয় নি বা বর্ষাকালে সেখানে জল-নিকাশেও কোন বাধা হয় না। তা ছাড়া, ছোট বড় মাঝারি টবেও যে কত

রকমের ফুলগাছ সাজানো রয়েছে, তা আর গুণ্‌তিতে আসে না! হঠাৎ দেখলে মনে হয়, চারিদিকের এই শুক্‌নো ইটের মরু-ক্ষেত্রের মধ্যে যেন কার বিচিত্র কুহকে রামধনুকের রঙীন স্বপ্ন সজাগ হ'য়ে উঠেছে!

মিঃ ঘোষ একখানি কাঁচি হাতে ক'রে একটি ফুলগাছের অংশ-বিশেষ ছেটে দিচ্ছিলেন। মুখ তুলে' রতনকে দেখে বল্‌লেন, "এস রতন, এস!"

রতন তাঁকে নমস্কার ক'রে বল্‌লে, "আপনার ছাদ দেখে' আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি!"

মিঃ ঘোষ হেসে বল্‌লেন, "ছাদ দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছ? কেন? আমি কঠোর ডাক্তার, ব্যাধি আর মৃত্যু আর যন্ত্রণা নিয়েই আমার কার্‌বার, অথচ আমিই সম্রাট্-কবি সাজাহানের মতন ছাদের ওপরে বাগান বানিয়েচি দেখে'ই তুমি বুঝি আশ্চর্য্য হয়েচ?"

রতন বল্‌লে, "সত্যি কথা বল্‌তে কি মিঃ ঘোষ, আপনার কাছ থেকে আমি এতটা কবিত্বের আশা করিনি।"

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "দেখ রতন, আমাদেরই মত লোকের অবসরকালে কবিত্ব উপভোগ করা উচিত। এদেশের লোক এই স্বাভাবিক সত্যটি জানে না, তাই আরাম-বিশ্রামের আসল সুখটুকুও ভোগ কর্‌তে পারে না। আমাদের দেশে বৈঠকখানাদের [illegible]

কেরাণী তার আপিসের গল্প করে, পণ্ডিত খালি পুঁথির কথা নিয়েই মেতে থাকে, উকিল তার মামলার প্রসঙ্গই তোলে,—আর এইজন্যেই বাঙালীর বৈচিত্র্যহীন জীবন আরো বেশী এক-ঘেয়ে হ'য়ে ওঠে। কার কি ব্যবসা, অবসর-কালে সেটা একেবারেই ভুলে যাওয়া উচিত, বিশ্রামের সময়ে সম্পূর্ণ উল্টো বিষয়ের চর্চ্চা করা দরকার, নইলে মস্তিষ্ক শ্রান্ত হ'য়ে পড়বে, মন বুড়িয়ে যাবে, কর্ম্মের শক্তি ক'মে আসবে।"

রতন বল্লে, "ঠিক বলেচেন। কাজের সময় খেলা আর খেলার সময়ে কাজের কথা ভাবলে কাজ আর খেলা দুইই ব্যর্থ হ'য়ে যায়, আর সেই ব্যর্থতার সুযোগে অকাল-বার্দ্ধক্য চুপিচুপি এসে আমাদের মনের মধ্যে ঢুকে' পড়ে।"

মিঃ ঘোষ বল্লেন, "হ্যাঁ, তাই আমি কর্ম্মক্ষেত্রে ডাক্তার, আর অবসরে ফুলের কবি। রতন তো কবিতা লিখে' থাকো তুমি, কিন্তু বল দেখি, আমার এই ফলগুলির নরম বুকে, রাঙা হাসিতে আর তাজা গন্ধে তোমার কবিতায় চেয়ে কি কম কবিত্ব আছে?"

রতন বল্লে, "ফুল হচ্ছে বিশ্ব-কবির রচনা, ওর সঙ্গে আপনি আর আমার কবিতার তুলনা করবেন না!"

ছাদের মাঝখানে দুখানি বেতের আসন ছিল। মিঃ ঘোষ তার একখানিতে রতনকে বসিয়ে, আর-একখানা আসনে নিজে ব'সে বল্লেন, "রতন, তুমি চা খাও?"

রতন বল্লে, "কখনো-সখনো। আমার অবস্থা কখনো আমাকে ও-নেশাটির বশীভূত হ'তে দেয় নি।"

—"তার মানে?"

—"মাঝে আমার অবস্থা এমন হ'য়েছিল যে, চা-খাওয়াকেও আমি দুর্লভ বিলাসিতা ব'লে ভাব্তুম; পেটে ভাত জুটত না, চা খাব কি?"

মিঃ ঘোষ বল্লেন, "অনেক গরিব নিজের গরিবানা ঢাক্বার চেষ্টা করে। কিন্তু তুমি দীনতাও দেখাও না, নিজের গরিবানাও লুকোও না, তোমার এই গুণটি আমার বড় ভালো লাগ্চে। তবে একটা কথা ভেবে আমি একটু আশ্চর্য্য হচ্চি। তোমার গান বা কবিতা বা ছবি তোমাকে পয়সা দিতে পারে না বটে, কিন্তু তুমি তো লেখাপড়া জানো, আপিসে একটি ছোটখাটো কেরাণী-গিরিও তোমার জোটেনি কেন?"

—"একসময়ে কেরাণীগিরি কর্তুম। তার পর সে চাক্‌রি যায়, আর নতুন কাজ জোটেনি।"

—"মুরুব্বির অভাবে?"

—"মুরুব্বির অভাব তো ছিলই, তার ওপরে আরো এক কারণ ছিল। শেষে যে-আপিসে কাজের চেষ্টায় যাই, সেখানকার বড়-সায়েবের সঙ্গে আমার কথায় কথায় বচসা হয়। সায়েব আমাকে আর বাঙালী জাত্‌কে সম্বোধন ক'রে কতকগুলো

কুৎসিত গালাগাল দেয়, আমিও তার মুখের মত উত্তর দিই। তাইতেই ক্ষেপে' গিয়ে সায়েব রুল দিয়ে আমাকে মারে, আমিও তাকে তুলে' ধ'রে ছুঁড়ে ফেলে দি, সে একেবারে সিঁড়ির 'রেলিং' টপ্‌কে দোতালা থেকে একতালায় গিয়ে প'ড়ে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। তাই নিয়ে পুলিস-হাঙ্গামা হয়। তার পর আমি কোন গতিকে খালাস পেলুম বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে এমন বিখ্যাত হ'য়ে গেলুম যে, আর কোন আপিসে আমার চাক্‌রি জুট্‌ল না!"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বছর-দেড়েক আগে খবরের কাগজে আমি এই ঘটনাটা পড়েছিলুম বটে! তুমিই কি সেই লোক? যে সায়েবের কথা কথা বল্‌লে, তার নাম কি উড্‌ওয়ার্ড্?" ইংশ

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" দের

—"উড্‌ওয়ার্ড্‌কে আমি চিনি। তার আকার যে তোমার-দ্বিগুণ, তাকে তুমি কি ক'রে ছুঁড়ে' ফেলে দিয়েছিলে? তোমার, চেহারা দেখ্‌লে তো বোঝা যায় না যে, তোমার গায়ে এ জোর আছে!"

—"কিন্তু আমি রোজ ব্যায়াম করি।"

—"বটে, বটে! রতন, একটি বিষয়ে আমার বড়ই কৌতুহল হচ্ছে!"

—"কি, বলুন।"

—"তোমার জামা খুলে ফেল, আমি তোমার দেহটি দেখ্‌তে চাই!"

রতন লজ্জিত ভাবে বল্‌লে, "না, না, থাক্—"

—"এতে আর লজ্জা কি রতন? বিধাতার দান সুন্দর দেহ, বাংলা দেশে যা দুর্লভ, তা যে একটি মস্ত দেখ্‌বার জিনিষ!"

অগত্যা রতন আস্তে আস্তে উঠে' দাঁড়িয়ে নিজের পাঞ্জাবী আর গেঞ্জিটা খুলে' ফেল্‌লে।

মিঃ ঘোষ দেখলেন, রতনের দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ, আর বলবান্ লোকের যা প্রধান লক্ষণ—তার দুই কাঁধের মাংসপেশী খুব পরিপুষ্ট, কিন্তু তা ছাড়া তার শরীরে অসাধারণ শক্তির আর কোন স্পষ্ট ছাপ নেই।

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "রতন, তুমি দেহকে শক্ত কর তো!"

রতন হাসি-মুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে বুক ও দেহের সমস্ত মাংসপেশী ফুলিয়ে দাঁড়াল। চকিতে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! রতন যেন আর সে মানুষই নয়—তার সমস্ত দেহটাই যেন হঠাৎ দুগুণ বেড়ে উঠল, গলা, কাঁধ, বাহু, বুক ও বিশেষ ক'রে পেটের উপরে লোহার মতন দেখতে, শক্ত ডুমো ডুমো দৃঢ়বদ্ধ অসংখ্য পেশী আত্মপ্রকাশ কর্‌লে! রতনের পেটের উপর হাত দিয়ে মিঃ ঘোষের মনে হ'ল, সে-পেটের উপরে ছুঁড়্‌লে থান-ইটও যেন ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যাবে! এ যেন গ্রীক্-ভাস্করের গড়া অ্যাপোলোর মূর্ত্তি—হাল্‌কা ছিপ্‌ছিপে, কিন্তু সরল সৌন্দর্য্যের

ঐশ্বর্য্যে পরম রমণীয়। কতটা সাধনা থাক্‌লে যে মানুষ এমন-ভাবে দেহকে গ'ড়ে তুল্‌তে পারে, শরীর-তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ মিঃ ঘোষের তা বুঝ্‌তে আর বিলম্ব হ'ল না!

মিঃ ঘোষ উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন, "চমৎকার!"

রতন আবার গায়ে জামা পর্‌তে লাগ্‌ল।

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "রতন, শুনেচি দারিদ্র্যের জন্যে তুমি একদিন আত্মহত্যা কর্‌তে গিয়েছিলে। কিন্তু এই কি দারিদ্র্যের মূর্ত্তি? রাজভোগেও যে এমন শরীর তৈরি হয় না!"

রতন বল্‌লে, "মিঃ ঘোষ, শরীর তৈরির জন্যে রাজভোগ চাই, এটা হচ্চে এদেশী পালোয়ানদের মস্ত কুসংস্কার। অধিকাংশ কুলি-মুটের দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌বেন, রাজভোগে-পুষ্ট ধনীদের চেয়ে তাদের দেহ কতটা তৈরি, সুগঠিত আর পেশীবদ্ধ! কেবল-মাত্র শারীরিক পরিশ্রমের গুণেই তাদের দেহ হয়েচে অমনধারা, অথচ তারা নিয়মিত, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে ব্যায়াম-হিসাবে কিছুই করে না, আর বেশীর-ভাগই খায় খালি ভাত আর নুন—বড়-জোর সেই সঙ্গে আলু-ভাতে বা অম্‌নিতরো একটা-কিছু। বাঙালীর দুর্ব্বলতার কারণ বলা হয় দারিদ্র্য। আমি তা মানি না। আসল কারণ, ব্যায়ামে অনিচ্ছা। সাধারণ গৃহস্থ বাঙালী রোজ যা খায়, দেহ-গঠনের পক্ষে তাইই যথেষ্ট। দামি খাবার কি অতিরিক্ত আহার শরীর-পুষ্টির কারণ নয়।"

মিঃ ঘোষ বললেন, "তোমাকে দেখে আমারও তাই মনে হচ্চে।...কিন্তু কথায় কথায় ভুলে যাচ্চি, রতন, আজ কি তোমার চা খেতে আপত্তি আছে?"

রতন বল্লে, "আমি নিজের পয়সায় চা খাই না। আপনি যখন খাওয়াতে চাইচেন, তখন আমার আপত্তি থাক্‌বার কোনই কারণ নেই।"

মিঃ ঘোষ ডাক্‌লেন, "পূর্ণিমা!"

ছাদের এক কোণের ঘর থেকে মৃদুস্বরে উত্তর এল—"যাই বাবা!"

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "অম্‌নি এলে হবে না মা, বেয়ারাকে—না, বেয়ারা নয়, তুমি নিজেই আমাদের দুজনের জন্যে চা নিয়ে এস!"

দুজনে খানিকক্ষণ কোন কথা হ'ল না। স্বল্পভাষী মিঃ ঘোষকে রতন যদি আগে থেকে চিন্‌ত তবে বুঝ্‌তে পার্‌ত যে, তাকে মিঃ ঘোষের বড়ই ভালো লেগেছে, নইলে তার সঙ্গে তিনি আজ কখনই এত বেশী কথা কইতেন না। বাড়ীর বাইরে মিঃ ঘোষ মুখ খোলেন খালি বিনয়-বাবুর কাছে, তাও তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে নয়।

একটু পরেই ছাদের ঘর থেকে চায়ের 'ট্রে' হাতে ক'রে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল, তার বয়স সতেরো আঠারোর বেশী হবে না।

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "রতন, এই আমার মেয়ে পূর্ণিমা—এ-ছাড়া সংসারে আমার আর কেউ নেই। পূর্ণিমা, ইনি হচ্চেন রতনবাবু —আমার একটি নবীন বন্ধু। এঁর গায়ে যেমন, মনেও তেমনি জোর! ইনি গান গাইতে পারেন, কবিতা লিখ্‌তে পারেন, ছবি আঁক্‌তে পারেন, আর—"

পূর্ণিমা হেসে বল্‌লে, "আর,—কি বাবা থাম্‌লে কেন, আর কি পারেন?"

—"আর, কিছু বেচাল দেখ্‌লে আমাদের মুখের ওপরেই ইনি স্পষ্ট দু-কথা শুনিয়ে দিতেও পারেন!"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "তা হ'লে এরি মধ্যে আমার রীতিমত বেচাল হ'য়ে গেছে বাবা!"

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "গরম-জলে চা দিতে ভুলে গেছিস্ বুঝি?"

পূর্ণিমা ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "না, তা কেন, 'ট্রে' নিয়ে আমার হাত জোড়া, তুমি পরিচয় করিয়ে দিলে, রতন-বাবু আমাকে নমস্কার কর্‌লেন, কিন্তু আমি ওঁকে নমস্কার কর্‌তে পারচি না তো!"

মিঃ ঘোষ বল্‌লেন, "তাতে কি হয়েচে বাছা, রতনকে মন থেকে নমস্কার কর্। বাইরে, কপালে হাত ছুঁইয়ে যে লোক-দেখানো নমস্কার, সে তো আমরা ভদ্রতার খাতিরে শত্রুকেও ক'রে থাকি! তার মূল্য কি?"

পূর্ণিমা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "বেশ, আমি মন থেকেই নমস্কার

করচি। কেমন রতনবাবু, আপনি বাবার ব্যবস্থা মানবেন, না, মুখের ওপরে আমাকে স্পষ্ট দু-কথা শুনিয়ে দেবেন?"

রতন সলজ্জ মুখে ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "না, মানলুম বৈকি, মানলুম্ বৈকি! পূর্ণিমা দেবী, আপনার নমস্কার আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেচি! আর, আমার স্পষ্ট কথার সম্বন্ধে আপনি যা শুনলেন, ও-সব হচ্চে মিঃ ঘোষের অত্যুক্তি।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "না, অত্যুক্তি নয়। কালকের ব্যাপারের কথা আমি যে বাবার মুখে সব শুনেচি। কিন্তু যাক্ সে কথা, চা যে এদিকে জুড়িয়ে গেল!"—এই ব'লে সে 'ট্রে'-খানা রেখে, একটা পেয়ালায় চা ঢেলে রতনকে জিজ্ঞাসা করলে, "রতনবাবু, দুধ আর কতটা দেব?"

রতন বল্‌লে, "ও-বিষয়ে আমি নির্ব্বিকার, আমার কোন মত নেই। চা বড়-একটা খাই না, চায়ের আদব-কায়দাও জানি না—যেমন দেবেন, তাতেই আমি রাজি।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "বুঝেচি। আপনাকে তা হ'লে দুধ আর চিনি বেশী ক'রে দিতে হবে।"

... ...চা-পান শেষ হ'ল। রতন উঠে' দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "মিঃ ঘোষ, আজ তা' হ'লে আমাকে বিদায় দিন।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "সে কি, এরি মধ্যে! এখনো যে আপনার গান শোনা হয়নি!"

রতন বললে, "আমার গান যদি নিতান্তই শোন্‌বার যোগ্য ব'লে মনে করেন, তবে আর একদিন এসে সে পরীক্ষা দেওয়া যাবে। বিনয়-বাবুর বাড়ীতে আমার একটি ছাত্রী এখন আমার অপেক্ষায় আছেন, আজ আমাকে দয়া করে রেহাই দিন!"

মিঃ ঘোষ বললেন, "আচ্ছা, আস্‌চে রবিবারে আমার এখানে তোমার রাত্রের খাওয়ার নিমন্ত্রণ রইল। কেমন, আস্‌বে তো? না, তোমার ঠিকানায় গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে আস্‌ব?"

রতন বললে, "আমি আপনার বাড়ীতে ব'সেই নিমন্ত্রণ নিতে পারি—কিন্তু এক সর্ত্তে। আমি আপনাকে আর মিঃ ঘোষ ব'লে ডাক্‌তে পার্‌ব না—আমি চাই খাঁটি বাঙালী নামে আপনাকে ডাক্‌তে।"

মিঃ ঘোষ সহাস্যে বল্‌লেন, "বেশ তো, আমার তাতে একটুও অমত নেই।"

—"কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আমি আপনার নাম জানি না!"

—"আমার নাম আনন্দপ্রসাদ ঘোষ।"

—"হ্যাঁ, আনন্দ-বাবু নামে ডাক্‌তে পেলে বাস্তবিকই আমার মনে আনন্দ হবে! আপনাদের ঐ মিঃ অমুক, মিঃ তমুক শুন্‌লে, কেন জানি না, আমার গায়ে যেন জ্বর আসে!"

সাত

সন্তোষ ঘরে ঢুকে' বল্‌লে, "সুমি, রতন কোথায় ?"

সুমিত্রা আলমারির বইগুলো গোছাচ্ছিল। মুখ তুলে' বিরক্ত স্বরে বললে, "বল রতন-বাবু।"

সন্তোষ একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে, "বেশ, ধর তাই।"

সুমিত্রা বললে, "তিনি এখনো আসেননি। হঠাৎ তাঁর খোঁজ কর্‌চ কেন ?"

সন্তোষ বললে, "তার সঙ্গে আজ আমার একটু বোঝাপড়া আছে।"

সুমিত্রা বললে, "তার মানে ?"

সন্তোষ বললে, "সে আমাদের কুমার বাহাদুরকে অপমান করেচে।"

—"কবে ?"

—"কাল।"

—"ওঃ, সে কথা আমি শুনেচি। বাবা কাল মা'র কাছে রতন-বাবুর সৎসাহসের সুখ্যাতি কর্‌ছিলেন।"

—"সুখ্যাতি কর্‌ছিলেন ?"

—"হ্যাঁ।"

—"দেখ্‌ছি, ও-লোকটাকে নিয়ে বাড়ী শুদ্ধ সকলের মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।"

—"হ্যাঁ, কেবল তুমি ছাড়া। তোমার ও-মাথা খারাপ হবার জিনিষ নয়।"

সন্তোষ এ ব্যঙ্গ গায়ে না মেখে'ই বল্‌লে, "একটা পথ-থেকে-তুলে-আনা কাঙালকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি কেন? আজ যদি আমি তাকে পেতুম, তা-হ'লে নিশ্চয়ই এমন গোটাকতক কথা শুনিয়ে দিতুম, যা শুন্‌লে মোটেই সুখ্যাতি ব'লে মনে হ'ত না।"

—"রতন-বাবুর ওপরে তোমার অতটা জোর কেন বল দেখি?"

—"সে আমাদের চাকর। চাকর, চাকরের মতন থাক্‌বে—তার মুখে অত লম্বা কথা মানায় না।"

এমন সময়ে কুমার-বাহাদুর ঘরের ভিতর প্রবেশ কর্‌লেন—পিছনে পিছনে সুনীতি। কুমার-বাহাদুর ঘরে ঢুকেই বল্‌লেন, "নিশ্চয়! আমিও তোমার কথায় সায় দি সন্তোষ! কালকের কথা হচ্চে বুঝি?"

সন্তোষ বল্‌লে, "হ্যাঁ। সে অসভ্যটা এখনো আসেনি।"

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "বাস্তবিক, কাল আমার ধৈর্য্যশক্তি দেখে' আমি নিজেই অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলুম। একঘর লোকের সাম্‌নে একটা মাইনে-করা চাকর অত বড় অপমানটা—"

কুমার-বাহাদুরকে বাধা দিয়ে, মুখ রাঙা ক'রে সুমিত্রা বল্‌লে, "দেখুন, আপনি যাঁর কথা বলচেন, তিনি আমার শিক্ষক আর ভদ্র-লোকের ছেলে। দয়া ক'রে এটুকু মনে রেখে কথা কইবেন।"

কুমার-বাহাদুর সবিস্ময়ে অল্পক্ষণ সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তার পর সুনীতির দিকে ফিরে বল্‌লেন, "আপনিও এই দলে নাকি?"

সুনীতি বল্‌লে, "আমি দলাদলিতে নেই। আমি কেবল শ্রোতা।"

সন্তোষ ক্ষাপ্পা হ'য়ে বল্‌লে, "সুমি, তুই, কি আমাদের চেয়ে সেই অভদ্র ছোটলোকটাকে বড় মনে করিস্? বেশ, তা হ'লে তাকে ব'লে দিস্ যে—"

সুমিত্রাও জ্ব'লে উঠে বল্‌লে, "রতনবাবুকে যা বল্‌বার, তুমিই বোলো। আমার যা বল্‌বার আমি তা এখুনি বাবার কাছে গিয়ে বলচি"—ব'লেই সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

সুনীতি তাড়াতাড়ি সুমিত্রার হাত ধ'রে বল্‌লে, "লক্ষীটি, ঠাণ্ডা হ! বাবার কাছে আর এ-সব কথা বলতে হবে না। দাদা, তুমি কি পাগল হ'য়ে গেছ? তিলকে তাল ক'রে কেন মিথ্যে গোল-মাল পাকিয়ে তুলচ?"

ঠিক এই মুহূর্ত্তেই রতন এসে উপস্থিত হ'ল।

কিন্তু বাবার নামে সন্তোষ তখন নরম হ'য়ে পড়েছে। সে আর কোন কথা না ব'লেই তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—

সঙ্গে সঙ্গে গেলেন কুমার-বাহাদুরও। রতন হাসিমুখে তাঁদের নমস্কার করলে, কিন্তু তাঁরা যেন দেখেও দেখলেন না।

এটা সুমিত্রারও চোখ এড়াল না। এই অপ্রিয় ব্যাপারটাকে ঢাকা দেবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি সহজ গলায় বললে, "রতন-বাবু, আজ আপনার এত দেরি যে?"

রতন সে কথার জবাব না দিয়ে আহত স্বরে বললে, "গরিবের নমস্কারও নগণ্য! বেশ, আমারও শিক্ষা হ'ল, এবার থেকে ধনী' আগে নমস্কার না করলে আমিও কপালে হাত তুলব না!"

সুনীতি বললে, "আপনি কিছু মনে করবেন না। মিনতি-ওঁরা নিশ্চয়ই আপনার নমস্কার দেখতে পাননি!" না আমার ছবি-

রতন তেমনি স্বরেই বললে, "দেখতে, আপনি যেন দয়া কিন্তু গরীবকে প্রতি-নমস্কার করাটা করবেন না!"

সুনীতি বললে, "দেখুন রত এইবার বুঝি ছোট'র পালা?" মন খারাপ করলে চলবে কেন আপনিই তো এইমাত্র বললেন—

—"সুনীতি দেবী, ছো

সময়ে ছোট ব্যাপারেই গেই হার মানচি।"

—"আচ্ছা, আর কথাই নেই।......দেখুন দেখি, এ পদ্মটা ক'দেখা হয়েছে?"

তন দেখে হেসে বললে, "এটা কি পদ্ম?"

মিত্রা গম্ভীর মুখে বললে, "আমার তো তাই বিশ্বাস!"

—"আমার বিশ্বাস অন্যরকম। এটা কিম্ভুতকিমাকার।"

—"তাই সই। কিন্তু কেমন আঁকা হয়েচে, বলুন।"

—"কিম্ভুতকিমাকারের আর ভালো-মন্দ কি? আপনি কি সত্যই পদ্ম আঁক্‌বার চেষ্টা করেচেন?"

—"কি যে আঁক্‌বার চেষ্টা করেছিলুম তা জানি না। তবে এঁকে যা দাঁড়িয়েচে, তারই নাম দিয়েচি পদ্ম।"

—"তা বেশ করেচেন। কিন্তু আমি আপনাকে আজ গেলাস আঁক্‌তে ব'লে গিয়েছিলুম, গেলাস এঁকেচেন কি?"

—"না রতন-বাবু, গেলাস আঁক্‌তে ভালো লাগল না!"

—"আপনি এতটা স্বাধীন হ'লে তো আমার এখানে মাষ্টারি করা পোষাবে না সুমিত্রা দেবী! তা হ'লে আমার মনে হবে, আমি আপনার বাবাকে ঠকিয়ে মাইনে নিচ্চি!

সুমিত্রা কাচুমাচু মুখে বললে, "আমাকে মাপ করুন। আমি এখুনি গেলাস আঁক্‌চি!" এই ব'লে সে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বস্‌ল। কিন্তু খানিকক্ষণ চেষ্টা ক'রেই বললে, "আজকে আমাকে ছুটি দিন। আমার আঁক্‌তে মন বস্‌চে না।"

—"তা হ'লে আজ আমিও যাই।"

—"যাবেন কেন, বসুন না,—একটু গল্পস্বল্প করি।"

—"গল্প কর্‌বার জন্যে আপনার বাবা আমাকে রাখেন নি।"

—"কেন, আপনি কি আমাদের বন্ধুও নন?"

—"না। বন্ধু হ'লে আপনাদের কাছ থেকে মাইনে নিতুম না। আমি আপনাদের চাকর।"

সুমিত্রা মুখ ভার ক'রে বল্‌লে, "আপনি বড় শক্ত শক্ত কথা বলেন রতন-বাবু! কবিদের কথা এতটা নিষ্ঠুর হওয়া উচিত নয়!"

রতন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে চুপ ক'রে রইল। মনে যা আসে, মুখে তাই ব'লে ফেলা তার চিরকেলে স্বভাব—এজন্যে অনেক বারই সে মুস্কিলে পড়েছে, তবু এ-স্বভাব শুধ্‌রাতে পারে-নি। দুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে, মুখের কথায় মনকে চাপা দেওয়া এবং এই লুকোচুরির খেলা যে যত ভালো ক'রে খেল্‌তে পারে, পৃথিবীতে সে ততই ভালো লোক ব'লে নাম কেনে। রতন তা জান্‌ত, কিন্তু তা কর্‌তে পার্‌ত না।

সুমিত্রা বল্‌লে, "আপনাকে আমি একটি কথা বল্‌তে চাই। আপনি কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে মিশ্‌বেন না!"

রতন কৌতুহলী হ'য়ে বল্‌লে, "কেন বলুন দেখি?"

—"আপনার সঙ্গে তাঁর মোটেই বন্‌বে না।"

—"আপনি তা কি ক'রে বুঝ্‌লেন?"

—"আমি জানি। যাদের টাকা নেই, তিনি তাদের ছোট-লোক মনে করেন। তার ওপরে আপনি কাল কি-সব বলে-ছিলেন, তাই নিয়ে তিনি মা আর দাদার কাছে আপনার নামে লাগিয়েছেন।"

—"কি লাগিয়েচেন ?"

সুমিত্রা একটু ইতস্তত: ক'রে তার-পর বল্‌লে, "আপনি নাকি কুমার-বাহাদুর আর আমার দাদামশাইকে গালাগাল দিয়েচেন।"

রতন উত্তেজিত হ'য়ে বল্‌লে, "গালাগাল দিয়েচি কি-রকম ? আমি তো খালি বলেচি—এই দু-দলের কারুর দ্বারাই দেশের একতিল উপকারের সম্ভাবনা নেই !"

—"কুমার-বাহাদুর কিন্তু কথাগুলো এমন ঘুরিয়ে বলেছিলেন যে, মা ভারি রেগে উঠেছিলেন। তার-পর বাবা এসে সব বুঝিয়ে বল্‌বার পর মা একটু ঠাণ্ডা হয়েচেন। দাদা কিন্তু এখনো চ'টে আছেন। রাগের মাথায় দাদা যদি আপনাকে কোন অন্যায় কথা ব'লে ফেলেন, তা হ'লে আপনি যেন কিছু মনে কর্‌বেন না ! দাদা ঐ-রকম মানুষ—ভারি কাণ-পাৎলা !"

রতন স্তব্ধ হ'য়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল। এরি মধ্যে তাকে নিয়ে এত কাণ্ড হ'য়ে গেছে ! এই জন্যেই সে আজ প্রতি-নমস্কার থেকেও বঞ্চিত হয়েছে ! সুমিত্রা বালিকা, তাই সরল মনেই ভিতরের কথা তাকে ব'লে ফেল্‌লে !...রতন বেশ বুঝ্‌লে, এই পরম-আধুনিক ধনী-পরিবারের সঙ্গে বনিবনাও ক'রে বেশীদিন টিঁকে থাকা তার পক্ষে সহজ হবে না ! সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "এই কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে আপনাদের কিসের সম্পর্ক ?"

সুমিত্রা বল্‌লে, "মা তাকে জামাই কর্‌তে চান।"

—"আপনার দিদির সঙ্গে বুঝি তাঁর বিয়ে হবে?"

—"এইরকম তো কথা হচ্চে। আমি কিন্তু ওঁকে দু-চোখে দেখ্‌তে পারি না!

—"কেন?"

—"কেন তা জানি না। আমার ভালো লাগে না।"

হঠাৎ দরজার কাছ থেকে একটা বিরক্ত-কণ্ঠস্বর এল— "সুমিত্রা!"

দুজনে মুখ তুলে দেখ্‌লে, দরজার কাছে হরিহর দাঁড়িয়ে আছেন।

হরিহর রতনের দিকে একবার অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে, গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন, "সুমিত্রা! চলে এস!"

সকৌতুকে রতনের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ-টেপা হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে সুমিত্রা তার দাদামশাইয়ের কাছে উঠে গেল। হরিহর তার হাত ধ'রে অন্দরের দিকে যেতে যেতে বল্‌লেন, "দেখ, যে ক'টা দিন এই সেকেলে বুড়োটা তোমাদের বাড়ীতে আছে, চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্তত সে ক'টা দিনও তোমরা যার-তার সঙ্গে মিশো না! আমি এ কিছুতেই সইতে পারি না—এ-সব চোখে দেখাও পাপ!"

হরিহর এমন গলা চড়িয়ে নাতনীর উপরে উপদেশ বৃষ্টি

কর্‌লেন যে রতনও তা স্পষ্ট শুন্‌তে পেলে। নিজের মনেই সে বল্‌লে,—"আচ্ছা মুস্কিলেই পড়া গেল যা-হোক্! এই দোটানার মুখে প'ড়ে এখন প্রাণ যে যায়!"

আট

ইদানীং গুরুতর পরিশ্রমে বিনয়-বাবুর শরীর বড় কাহিল হ'য়ে পড়েছিল! সব কাজেই ছুটি আছে, কিন্তু ডাক্তারীতে যিনি নাম কেনেন অবকাশ তাঁর দুরাশা মাত্র। হাতের রোগীকে যমের মুখে ফেলে এবং দক্ষিণার লোভ ছেড়ে, মরিয়া হয়ে পলায়ন ভিন্ন ডাক্তারের আর মুক্তির দ্বিতীয় উপায় নেই!

বিনয়-বাবু ঠিক করেছেন, বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাবেন। কিন্তু কোথায় যাওয়া উচিত, তাই নিয়ে আজ সকাল থেকেই বাদানুবাদ হচ্ছে।

সুনীতি বললে, "বাবা, দার্জ্জিলিং চল।"

বিনয়-বাবু প্রবল ভাবে মস্তক আন্দোলন ক'রে বললেন, "ওরে বাস্ রে, এই শীতকালে দার্জ্জিলিং গেলে আমরাও সজীব বরফে পরিণত হয়ে যাব—শীত আমি মোটেই ভালোবাসি না।"

সেন-গিন্নী বললেন, "আমার বড় সাধ, একবার কাশী বেড়িয়ে আসি।"

বিনয়-বাবু হেসে বললেন, "আমার মতন ম্লেচ্ছের সঙ্গে থেকেও বাবা বিশ্বনাথের ওপরে তোমার এখনো ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে? শুনে আশ্চর্য্য হলুম।"

সেন-গিন্নী মুখ ভার ক'রে বল্লেন, "কেন, বাবা বিশ্বনাথের ওপরে ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা কি অপরাধ ?"

—"অপরাধ নয় মা, কুসংস্কার !" বলতে বলতে সন্তোষ এসে ঘরের ভিতরে ঢুকল—পিছনে পিছনে এলেন কুমার-বাহাদুর। আজকাল এরা দুটিতে যেন মাণিক-যোড় হয়ে দাঁড়িয়েছে—কেউ কারুকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

সেন-গিন্নী আরো বেশী চ'টে বল্লেন, "সন্তোষ, তোর কাছে আমি ধর্ম্মশিক্ষা করতে চাই না—দিন-কে-দিন তুই বড় জ্যাঠা হয়ে উঠ্‌চিস্ !"

কুমার-বাহাদুর সেন-গিন্নীর পক্ষ অবলম্বন ক'রে বল্লেন, "হ্যাঁ, মায়ের সঙ্গে তোমার এমন ভাবে কথা কওয়া উচিত নয় সন্তোষ !"

সেন-গিন্নী খুসি হয়ে কুমার-বাহাদুরের দিকে চাইলেন।

সন্তোষ বল্লে, "বেশ, উচিত যদি না হয় তো আমি এই চুপ কর্লুম।"

সুমিত্রা এতক্ষণ নীরবে সব শুন্‌ছিল। এখন সে বিনয়-বাবুর কাছে গিয়ে বল্লে, "তাহলে কোথায় যাবে ঠিক কর্লে বাবা ?"

বিনয়-বাবু বল্লেন, "ঠিক আর কৈ হোলো মা, এখন তো খালি ঝগড়াই হচ্ছে !"

সুমিত্রা বল্লে, "বাবা, রবি-বাবুর কবিতায় আমি সমুদ্রের

চমৎকার বর্ণনা পড়েছি, কিন্তু সমুদ্র কখনো চোখে দেখি-নি। তুমি পুরীতে বেড়াতে যাও তো বেশ হয়।"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "ঠিক বলেচিস্‌! পুরী জায়গাও ভালো, সেখানে শীতের অত্যাচারও নেই। হ্যাঁগা, তোমার কি মত্‌?"—বিনয়-বাবু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন—কারণ ঐ শ্রীমুখ থেকে হুকুম না নিয়ে কোন-কিছু স্থির করা তাঁর অভ্যাস নয়।

সেন-গিন্নী বল্‌লেন, "আমার মত্‌ আর নেওয়া কেন? আমি যদি বলি পুরী যাব, অম্‌নি তুমি বল্‌বে জগন্নাথ নিশ্চয়ই আমার ইষ্ট-দেবতা, আর তোমার ছেলেও বল্‌বে তা কুসংস্কার, কাজেই আমি কোন মতামতই দিতে চাই না।"

বিনয়-বাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "আমি আর কিছু বল্‌ব না, তুমি ক্রোধ সংবরণ ক'রে মত্‌ দাও। পুরীতে যেতে তোমার আপত্তি নেই তো?"

সেন-গিন্নী তখনো যে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন নি, সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন, "যেতে চাও যাও, আমার আর আপত্তি কি?"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "বেশ, তোমার কোন আপত্তি না থাক্‌লেই হোলো। তাহ'লে আমরা পুরীতেই যাব।"

সুমিত্রা পুলকিত হয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "ওহো, কি মজা দিদি, এইবারে আমরা সমুদ্র দেখব! হ্যাঁ বাবা, সমুদ্রের ঢেউ কত উঁচু?"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "তা সাত-আট ফুট উঁচু হবে '

সুমিত্রা কেতাবে পড়েছিল, সমুদ্রের তরঙ্গ পর্ব্বত-প্রমাণ। সে ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্‌লে, "মোটে সাত-আট ফুট? পুরীর সমুদ্র তা'হলে খুব ছোট বুঝি?"

—"জিওগ্রাফিতে পড়নি, পুরীর সমুদ্রকে 'বে-অফ বেঙ্গল' বলে? বড় বড় সমুদ্রের তুলনায় পুরীর সমুদ্র ছোট বৈকি! কিন্তু খালি-চোখে তুমি পুরীর সমুদ্রকেও ছোট ব'লে বুঝতে পার্‌বে না। আর ছোট হ'লেও পুরীর সমুদ্রের মত ঢেউ অনেক বড় বড় সমুদ্রেও নেই। ঝড় হ'লে তার ঢেউ আবার আরো ঢের বেশী উঁচু হয়ে ওঠে।"

সুমিত্রা কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বল্‌লে, "তাহলে আমরা কবে যাব বাবা?"

—"আগে বাড়ী ঠিক হোক্, তবে তো যাওয়ার কথা!"

এমন সময়ে চাকর এসে খবর দিলে, মাষ্টারবাবু এসে ব'সে আছেন।

বিনয়বাবু বল্‌লেন, "কে, রতন-বাবু? আচ্ছা, বাবুকে এই-খানে নিয়ে আয়, আমার দরকার আছে।"

খানিক পরে রতন এসে ঘরে ঢুকে সকলকে অভিবাদন কর্‌লে।

বিনয়-বাবু বললেন, "রতন, দয়া ক'রে আমার একটা উপকার কর্‌বে?"

রতন বললে, "কি, বলুন।"

—"আমার শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে পড়েচে, মনে কর্‌চি কিছু দিন পুরীতে গিয়ে হাওয়া বদ্‌লে আস্‌বো। কিন্তু সমুদ্রের ঠিক ধারেই একখানা বেশ ভালো বাড়ী চাই। তুমি নিজে গিয়ে দেখে-শুনে একখানা বাড়ী ঠিক ক'রে আস্‌তে পার্‌বে? অবশ্য, তোমার যদি অসুবিধে হয়, তাহ'লে আমি—"

—"না, না, এতে আর আমার অসুবিধে কি? কবে যেতে হবে, বলুন।"

সুমিত্রা বললে, "রতনবাবু, দয়া ক'রে আজকেই যান, সমুদ্রের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে আমার প্রাণটা যেন আন্‌চান্ ক'রে উঠ্‌চে, আর একটুও তর সইচে না!"

সেন-গিন্নী বিরক্ত স্বরে বল্‌লেন, "সুমি, তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাকো! সব-তাতে হা-হুতাশ লাপনা আমার ভালো লাগে না।"

মায়ের কাছে ধমক খেয়ে সুমিত্রার মুখ কাঁচুমাচু হয়ে গেল। সে আস্তে আস্তে বিনয়-বাবুর কাছ ঘেঁসে গিয়ে বস্‌ল।

রতন সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে, "বেশ, আমি আজকেই যাব।"

বিনয়বাবু বল্‌লেন, "আচ্ছা, তাহ'লে ষ্টেশনে যাবার আগে আমার বাড়ী হয়ে যেও। আজ এইখানেই তোমার খাওয়ার

নিমন্ত্রণ। ইতিমধ্যে তোমার জন্যে আমি একখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটও আনিয়ে রাখ্‌ব।"

রতন বল্‌লে, "আপনার নিমন্ত্রণ আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ কর্‌লুম—কিন্তু মাপ কর্‌বেন, টিকিট আমি নিতে পার্‌ব না!"

—"কেন রতন?"

—"টিকিট আমি নিজেই কিন্‌ব—তবে সেকেণ্ড ক্লাসের নয়, থার্ড ক্লাসের।"

বিনয়-বাবু হাসি-হাসি মুখে খানিকক্ষণ রতনের মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বল্‌লেন, "আচ্ছা রতন, টিকিট তুমি নিজেই কিনো।"

রতন চ'লে গেলে পর সন্তোষ বল্‌লে, "বাবা, লোকটার জাঁক দেখেচ! আমার তো আর সহ্য হচ্ছিল না!"

বিনয়-বাবু ভুরু কুঁচ্‌কে বল্‌লেন, "জাঁক? রতনের জাঁক আবার কিসে দেখ্‌লে?"

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "আপনি ওকে নিজে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে দিতে চাইলেন, ও কিন্তু তা নিতে রাজি হোলো না। আবার জাঁক জানিয়ে বলা হোলো, আমি নিজে থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনে যাব!"

সন্তোষ বল্‌লে, "চাকর হয়ে মনিবের মুখের ওপরে কথা!"

বিনয়-বাবু অসন্তুষ্ট স্বরে বল্‌লেন, "সন্তোষ, এমন অন্যায় কথা

আর কখনো বোলো না। রতন আমার চাকর নয়, আমিও ওর মনিব নই।"

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "কি-রকম, রতন কি আপনার মাইনে খায় না?"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "আমি যেমন রতনকে টাকা দি, তেম্‌নি তার বদলে রতনের শক্তির দানও কি আমি গ্রহণ করি না? এ তো বিনিময় মাত্র! আর, রতন যে বিনামূল্যে সেকেণ্ড্‌ ক্লাসে যাবার লোভও ত্যাগ কর্‌লে, এতে তো বরং তার মনুষ্যত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এ যদি জাঁক হয়, তবে আমার মতে এমন জাঁক প্রত্যেক মানুষেরই থাকা উচিত।"

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "কি জানি, এ ব্যাপারে মনুষ্যত্বের পরিচয় আমি তো কিছুই পেলুম না।"

বিনয়-বাবু অল্প-একটু হেসে বল্‌লেন, "তা যদি না পেয়ে থাকেন, তাহ'লে আপনাকে আর বুঝিয়েও কোন ফল নেই।"

সেন-গিন্নী লক্ষ্য কর্‌লেন, তাঁর স্বামীর কথা শুনে কুমার-বাহাদুরের মুখ কেমন ভার-ভার হয়ে এল।

তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেবার জন্যে, স্বামীর দিকে চেয়ে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "আচ্ছা, পুরীতে আমরা কে কে যাব?"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "আমরা সকলেই।...আচ্ছা, রতনকেও

যদি আমি সঙ্গে যাবার জন্যে অনুরোধ করি, তাতে তোমার অমত নেই তো? ছেলেটিকে আমার বড় ভালো লাগে।"

সেন-গিন্নী বল্‌লেন, "কিন্তু রতন তোমার অনুরোধ হয় তো রাখ্‌বে না। ছেলেটির সব ভালো, কিন্তু কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া ভাব, আমাদের সঙ্গে যেন ভালো ক'রে মিশ্‌তে রাজি নয়।"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "সেজন্যে আমরাই হয় তো দায়ী, আমাদের মধ্যে রতন হয় তো সমযোগ্যের মত মেশ্‌বার সুযোগ পায় না, সেও তাই তফাতে তফাতে থাকে। অথচ আনন্দের মুখে শুনেচি, তার বাড়ীতে রতন মাসখানেকের মধ্যেই ঘরের ছেলের মত হয়ে পড়েচে। আনন্দের বাড়ীতে সে যখন অমন মন খুলে মেলামেশা করে, তখন এখানেও তা পারে না কেন? এর নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।"

সকলে কিছুক্ষণ নীরবে ব'সে রইলেন।

কুমার-বাহাদুর স্তব্ধভাবে সুনীতির মুখের পানে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তার পর তিনি বল্‌লেন, "বিনয়বাবু, আপনারা তাহ'লে সত্যি-সত্যিই পুরীতে চল্‌লেন?"

—"তা চল্‌লুম বৈকি! দিন-রাত রোগ আর মৃত্যু দেখে দেখে মন একেবারে জীর্ণ হ'য়ে পড়েচে!"

—"কতদিন থাক্‌বেন?"

—"মাস-ছয়েক—অবশ্য মন যদি টেকে।"

—"তাহ'লে এই মাস-ছয়েক আমাকে এখানে একলা প'ড়ে থাক্‌তে হবে ?"

—"কেন, আপনিও আমাদের সঙ্গী হোন না !"

বিনয়-বাবুর মুখ থেকে ঠিক এই কথাটি বার কর্‌বার জন্যেই কুমার-বাহাদুর পুরী যাওয়ার প্রসঙ্গটি তুলেছিলেন। মনে মনে নিজের সাফল্যে অত্যন্ত খুসি হয়ে তিনি বল্‌লেন, "আমার তাতে বিশেষ-কিছু অমত নেই।"

নয়

বৈকালে চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুকটি দিয়েই আনন্দ-বাবু পরমানন্দে উচ্চারণ করলেন একটি সুদীর্ঘ আ!

—সঙ্গে সঙ্গে রতন এসে দরজার সাম্‌নে আবির্ভূত হোলো।

আনন্দবাবু বল্‌লেন, "আরে, রতন যে! পুরী থেকে কবে ফিরলে?"

—"আজ সকালে।"

—"বিনয়ের জন্যে বাড়ী ঠিক করেচ?"

—"হ্যাঁ, একেবারে সমুদ্রের উপরে।"

—"বোসো, বোসো! ক'দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়-নি! পূর্ণিমা, রতনের জন্যে—"

—"এক 'কাপ' চা চাই তো বাবা? এই এনেচি"—বল্‌তে বল্‌তে হাসি-মুখে পূর্ণিমা ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

রতন আশ্চর্য্য স্বরে বললে,—"একি ভোজবাজি? আমি আস্‌তে না আস্‌তেই আমার জন্যে চা প্রস্তুত!"

পূর্ণিমা হেসে বললে, "ভোজবাজি নয় রতনবাবু! আপনি যখন রাস্তা দিয়ে আস্‌ছিলেন, আমি জান্‌লা দিয়ে আপনাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলুম যে।"

—"আঃ! আপনারা দুজনে মিলে আমাকে জোর ক'রে প্রথম শ্রেণীর 'চা'তাল ক'রে তুললেন দেখ্‌চি! এখন চা না খেলে মন আমার উস্‌খুস কর্‌তে থাকে।"

আনন্দবাবু বল্‌লেন, "ক্ষতি কি? এর জন্যে তোমাকে যখন অর্থ ব্যয় কর্‌তে হচ্চে না, তখন বাক্য ব্যয় কর্‌বারও প্রয়োজন নেই।"

—"কিন্তু আনন্দবাবু, আপাতত মাস-দুয়েকের জন্যে পূর্ণিমা দেবীর স্বহস্তে প্রস্তুত তপ্তকাঞ্চনবর্ণ মধুমধুর চায়ের আস্বাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত থাক্‌তে হবে।"

—"কেন রতন, তোমার এ কথার মানে কি?"

—"বিনয়বাবু আমাকে নিমন্ত্রণ করেচেন, তাঁর সঙ্গে পুরী যাবার জন্যে!"

পূর্ণিমা বললে, "আপনি তো ভারি স্বার্থপর রতন-বাবু! কলকাতার এই ধুলো ধোঁয়া আর গণ্ডগোলের ভেতরে আমাদের ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে আপনার লজ্জা হবে না?"

রতন বললে, "আমি এখানে থাক্‌লেও কলকতার ধুলো ধোঁয়া আর গণ্ডগোল তো কিছুমাত্র কম্‌বে না!"

পূর্ণিমা বললে, "কিন্তু আপনার গান গল্প আর কবিতা আবৃত্তি শুন্‌তে শুন্‌তে কলকাতার ওই আপদগুলিকে আমরা যে অনায়াসেই ভুলে যেতে পারি!"

আনন্দবাবু বললেন, "রতন, পূর্ণিমার হাতের চা থেকে তোমাকেও বঞ্চিত হ'তে হবে না, তোমার সঙ্গ থেকে আমরাও বঞ্চিত হব না। আমি এক উপায় আবিষ্কার করেচি।"

পূর্ণিমা বললে, "কি উপায় বাবা? রতনবাবুকে বন্দী ক'রে রাখবেন?"

—"উঁহু, আমরাও পুরী যাত্রা করব।"

পূর্ণিমা সানন্দে বাবার একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে বললে, "বাবা, তাহলে আমি যে কি খুসিই হব! আমি কখনো কলকাতার বাইরে যাই নি!"

—"বিনয়ও আমাকে পুরী যাবার জন্যে ক'দিন ধ'রে অনুরোধ করচে। আমিও যাব শুনলে সেও খুব খুসি হবে। কিন্তু রতন, বিনয়ের জন্যে যেখানে বাড়ী ঠিক ক'রে এসেচ, তার কাছাকাছি সমুদ্রের ধারে আর কোন ভালো বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাবে তো?"

—"তা কেন যাবে না? পুরীতে গিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েচে, বলেন তো তাঁকে চিঠি লিখে এখনি সব ঠিক ক'রে ফেলি।"

—"বেশ, তাই কর—আমরা সকলে একসঙ্গেই যাব।"

—"কিন্তু আপনাদের মতন দু-দুজন বড় ডাক্তার একসঙ্গে কলকাতা ত্যাগ করলে রোগী-সমাজে আর্তনাদ প'ড়ে যাবে যে!"

—"সে আর্ত্তনাদ শোন্‌বার জন্তে এখনো ঢের লোক সাগ্রহে অপেক্ষা করুচে। আমরা চ'লে গেলে তারা ছদিন আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে।"

পূর্ণিমা বল্লে, "রতন-বাবু, আপনার হাতে ওখানা কি বই?"

—"মুলারের 'My System for Ladies,'—আপনার জন্তেই এনেচি।"

—"আমার জন্তে? কৈ, দেখি?" রতনের হাত থেকে বইখানি নিয়ে, খানকয়েক পাতা উল্টে পূর্ণিমা বল্লে, "এই বই আপনি আমার জন্তে এনেচেন? এ তো দেখচি ব্যায়ামের বই!"

—"হাঁ, মেয়েদের ব্যায়ামের বই।"

—"এ বই প'ড়ে আমার কি লাভ হবে?"

—"খালি প'ড়ে কোন লাভ নেই, কিন্তু ঐ বইয়ের কথা-মত ব্যায়াম করলে আপনি যথেষ্ট উপকার পাবেন।"

পূর্ণিমা কৌতুক-ভরে হেসে উঠে বল্লে, "ব্যায়াম? আমি ব্যায়াম করব? কেন রতন-বাবু, আমি তো কোনদিন আপনার কাছে পালোয়ান হবার জন্তে লোভ প্রকাশ করিনি!"

—"ব্যায়াম তো খালি পালোয়ানেরই জন্তে নয়! ব্যায়ামের আসল উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্যের উন্নতি। প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায়

আমাদের দেহ-যন্ত্রে যে ক্ষয় হয়, ব্যায়াম তা পূরণ করে। এতে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার।"

—"কিন্তু রতন-বাবু, ব্যায়াম না ক'রেও তো আমি বেশ সুস্থ আছি।"

—"এখন হয়তো আছেন, কিন্তু দুদিন পরেই আপনাকে অকাল-জরা আক্রমণ করতে পারে। আর, আপনার ও-সুস্থতা হয়তো মনের ভ্রম। আপনার দেহের পরিপূর্ণতা লাভে আরো যে কতটা অভাব আছে, কিছুদিন ব্যায়াম করলেই সেটি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।"

আনন্দ-বাবু বললেন, "রতন, তুমি যা বলচ তা যুক্তিপূর্ণ বটে। কিন্তু যে-দেশে পুরুষরাই ব্যায়ামের কথা হেসে উড়িয়ে দেয়, সে-দেশে মেয়েরা তোমার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারবে না।"

রতন বললে, "য়ুরোপ-আমেরিকার মেয়েরা নিয়মিতরূপে পথে-ঘাটে বিচরণ করে। কিন্তু বাংলাদেশে খুব স্বাধীন পরিবারেও মেয়েদের সেটুকু অঙ্গসঞ্চালনের বা আলো-হাওয়া উপভোগের সুযোগ নেই। তাই এদেশেই মেয়েদের সর্ব্বাগ্রে ব্যায়াম করা উচিত। আমাদের সহরে শিক্ষিত মেয়েদের দেহগুলি দেখেচেন তো? নাকে চশমা, চোখ নিষ্প্রভ, রং পাণ্ডু, দেহ জীর্ণ-শীর্ণ, কোলকুঁজো—সবাই যেন এক-একটি মূর্ত্তিমান কেতাব-পড়া যন্ত্র! এঁরা কখনোই আদর্শ মাতাও হ'তে পারবেন না, আর

স্তানের জননী হবার জন্যে যে বিপুল জীবনী-শক্তির দরকার,
াও এঁদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সম্ভব নয়। হিসাব
বলে দেখ্‌বেন, মাতৃত্ব লাভের সময়ে শিক্ষিত-মেয়েদের মধ্যেই
রাগ আর মৃত্যুর সংখ্যা হয় বেশী। দেহের দিকে মন না দেওয়ার
রুন্, লেখাপড়ার চাপে তাঁদের স্বাস্থ্য আরো শীঘ্র ভেঙে যায়।"

পূর্ণিমা মন দিয়ে রতনের কথা শুন্‌ছিল। সে বল্‌লে, "আচ্ছা
তন-বাবু, আপনি কি সত্যি-সত্যিই আমাকে ব্যায়াম কর্‌তে
লেন?"

রতন পরিপূর্ণ স্বরে বল্‌লে, "শুধু আপনাকে নয়, আমি
নিখিল বঙ্গের নারী-সমাজে এই আবেদন জানাতে চাই। কিন্তু
আমি একাকী, আমার ক্ষীণ স্বর অতদূর পৌঁচচ্ছে না! য়ুরোপ-
আমেরিকা আজ এই সত্য বুঝ্‌তে পেরেচে, তারা জেনেচে যে,
নারীত্বকে সবল ক'রে তুল্‌তে না পার্‌লে দেশের পুরুষত্বও সবল
হতে পারে না। দুর্ব্বল মায়ের ছেলে রুগ্ন ছাড়া আর কি হবে?
বিশেষ ক'রে জার্ম্মানীতে আজকাল নারী-বিদ্যালয়ে দেহ-চর্চ্চার
উৎসাহ জেগে উঠেচে। কেবল জাতি-গঠনের দিক্ দিয়ে নয়,
সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়েও ব্যায়ামের একটা মস্ত উপযোগিতা আছে।
বাঙালীর মেয়েদের মধ্যে ভালো গড়ন চোখে পড়ে খুব কম।
ব্যায়াম এই কদর্য্যতা দুদিনেই দূর ক'রে দেবে—স্বাস্থ্য আর শক্তির
সঙ্গে এই সৌন্দর্য্য লাভের সম্ভাবনাও বড়-একটা কম কথা নয়!"

আনন্দ-বাবু বল্লেন, "পূর্ণিমা, রতন তোমাকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন, কিন্তু এ প্রলোভনে পড়্লে কিছুমাত্র অপকারের ভয় নেই। তুমি কিছুদিন পরীক্ষা ক'রে দেখ না!"

পূর্ণিমা বল্লে, "আচ্ছা বাবা।"

দশ

সমুদ্র !

সমুদ্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, সে কী বিচিত্র !

সুমিত্রার মনে হোলো, এ যেন এক বিরাট বিস্ময় তার চোখের সামনে মুর্ত্তিমান হয়ে বিশ্ব জুড়ে থৈ থৈ করছে ! সে যেন সৃষ্টিকে গ্রাস কর্‌তে চায়, পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিতে চায় ! তার এ মুর্ত্তিও যেমন কল্পনাতীত, তার এ ধ্বনিও তেম্‌নি ধারণাতীত,—সব দিক্ দিয়েই সে অপূর্ব্ব, তুলনারহিত !

সুমিত্রাও আজ সমুদ্রকে দেখে খানিকক্ষণের জন্যে তার বাচালতা ভুলে গেল। অবাক আর তন্ময় হ'য়ে নিষ্পলক নেত্রে সেই সীমাহীন কৃষ্ণাভ নীল জলরাশির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ যেন একটা নূতন জল-জগৎ,—সৃষ্টির প্রথম দিনের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যে, স্বপ্নের মত আচম্বিতে তার সাম্‌নে জেগে উঠল !

রতন সুধোলে, "সমুদ্রকে কেমন লাগ্‌চে, সুমিত্রা দেবী ?"

বিহ্বল স্বরে সুমিত্রা বল্‌লে, "জানি না ! আমার মনে আনন্দ হচ্চে, আবার ভয়ও হচ্চে !"

সন্ধ্যার আকাশ যতক্ষণ-না তিমিরের প্রলেপে চারিদিক ঢেকে

দিলে, সুমিত্রা সে-দিন অভিভূতের মত ততক্ষণ সেখানে বসে' রইল। বাড়ীতে ফিরে এসেও অনেক রাত পর্য্যন্ত তার কাণের কাছে একটা অশ্রান্ত, অপূর্ব্ব ধ্বনি বাজ্‌তে লাগ্‌ল—যেন জলধির বিপুল আলিঙ্গনে আবদ্ধ পৃথিবীর অব্যক্ত আর্ত্ত ভাষা!

সকালে বিনয়-বাবু বাড়ীর সকলকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে বেড়াতে বেরুলেন। বিনয়-বাবু ও সেন-গিন্নী আগে আগে, তার-পরে সন্তোষ, কুমার-বাহাদুর ও সুনীতি এবং সর্ব্বশেষে রতন ও সুমিত্রা।

খানিকপরে আনন্দবাবু ও পূর্ণিমার সঙ্গে দেখা,—তাঁরাও বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আনন্দবাবু, বিনয়-বাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, "ওহে, আজ সকালে রোগীও নেই দক্ষিণাও নেই!"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "কিন্তু সমুদ্রের সাদর সম্ভাষণ আছে!"

পূর্ণিমা এসে প্রথমে সুনীতি তারপর সুমিত্রার সঙ্গে কথা কইলে। সুনীতি তার সঙ্গে কুমার-বাহাদুরের পরিচয় করিয়ে দিলে। তারপর রতনের কাছে গিয়ে অনুযোগের স্বরে পূর্ণিমা বল্‌লে, "আজ সকালে আমাদের ওখানে যাবেন ব'লেও গেলেন না যে?"

রতন বল্‌লে, "সকাল তো এখনো উত্তীর্ণ হয়ে যায়-নি, পূর্ণিমা দেবী! বেড়িয়ে ফিরে যেতুম।"

কুমার-বাহাদুর চুপিচুপি সন্তোষের কাণে কাণে বল্‌লেন, "মিঃ ঘোষের মেয়ে যে এত সুন্দরী, তা জানতুম না!"

সন্তোষ বল্‌লে, "খালি সুন্দরী নয়, মিঃ ঘোষের সমস্ত টাকা ঐ পূর্ণিমাই পাবে।"

প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে পূর্ণিমার দিকে আর একবার চেয়ে দেখে কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "পূর্ণিমার সঙ্গে তোমাদের রতনের খুব ঘনিষ্ঠতা আছে দেখ্‌চি। ও-লোকটাকে তোমার বাবা কেন যে আমাদের সঙ্গে টেনে আনেন, তা জানি না! ও কি আমাদের সঙ্গে মিশ্‌বার উপযুক্ত?"

সন্তোষ বল্‌লে, "ঐ তো বাবার দুর্ব্বলতা! যাকে পছন্দ হবে, তাকে একেবারে মাথায় তুল্‌বেন!"

সকলে ক্রমে স্বর্গদ্বারের কাছে এসে পড়্‌লেন। সেখানে খুব জনতা! তীর্থযাত্রীরা দলে দলে সমুদ্রের জলে গিয়ে নাম্‌ছে এবং প্রবল তরঙ্গের ধাক্কায় বার বার ওলট-পালট খেয়ে পড়্‌ছে।

পূর্ণিমা বল্‌লে, "রতনবাবু, এখানে ভারি ভিড়! কল্‌কাতা থেকে এসে এখনি আবার জনতার ভিতরে গিয়ে পড়্‌তে ভালো লাগ্‌চে না—চলুন, যে-দিকে লোকজন নেই সেই দিকে বেড়িয়ে আসি!"

রতন বল্‌লে, "চলুন।"

তারা দুজনে একদিকে চ'লে গেল—সুমিত্রা নীরবে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুনীতি বললে, "তুইও যা না ওদের সঙ্গে!"

সুমিত্রা একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললে, "না!" ব'লেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে সে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সুনীতি অবাক্ হয়ে গেল সুমিত্রার ভাব-গতিক দেখে, এবং কুমার-বাহাদুর নিজের মনে একটুখানি মুখ টিপে হাসলেন।... ...

পরদিন বৈকালে বাড়ীর সাম্‌নের চাতালে বিনয়-বাবুদের চায়ের বৈঠক বসেছে। রতন ছাড়া আর সবাই সেখানে উপস্থিত ছিল।

কথা হচ্ছিল সমুদ্র-স্নানের এবং কবে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে কুমার-বাহাদুর একবার একজন জলমগ্ন লোককে ডাঙায় টেনে তুলেছিলেন, সেই গল্পটা তিনি বেশ রসিয়ে সবিস্তারে বর্ণন করছিলেন।

বিনয়-বাবু বললেন, "লোকটা কতদূর ভেসে গিয়েছিল?"

কুমার-বাহাদুর বললেন, "ঢেউএর ওপারে। একরকম তলিয়ে গিয়েছিল বললেই হয়।"

সুনীতি বিস্মিত হয়ে বললে, "ওখানে যেতে আপনার ভয় হোলো না?"

কুমার-বাহাদুর গর্ব্বিতভাবে বললেন, "ভয়? ভয় কাকে বলে আমি জানি না—বিপদের মুখে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমার কেমন আনন্দ হয়!"

কুমার-বাহাদুর তাঁর বীরত্বের ও সাহসের নমুনা দিবার জন্যে আর এক নূতন গল্প ফেঁদে বল্লেন—লাঠি চালিয়ে কবে তিনি একবার বাঘ তাড়িয়েছিলেন, গল্পটা তারই। সেন-গিন্নী তাঁর বীরত্বে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, সন্তোষ বার বার তাঁকে তারিফ কর্‌তে লাগ্‌ল, বিনয়বাবু শুনতে শুনতে চোখ মুদে বেতের চেয়ারের উপরে আড় হয়ে পড়্‌লেন। সুমিত্রার কিন্তু আর সহ্য হোলো না, সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল এবং উৎসাহিত কুমার-বাহাদুর যখন আবার এক নতুন বাহাদুরির ইতিহাসের গৌরচন্দ্রিকা সুরু কর্‌লেন, সেও অমনি সেই ফাঁকে সকলের অজ্ঞাতসারে সেখান থেকে স'রে পড়্‌ল!

সুমিত্রা একেবারে সমুদ্রের ধার ঘেঁসে দাঁড়াল। সমুদ্রের ফুৎকারে তার দুই পা ভিজে গেল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক-ক্ষণ নীলের বুকে চঞ্চল কৃষ্ণবিন্দুর মত জেলে-ডিঙিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজের মনে ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে সমুদ্রের ধার ধ'রে এগিয়ে চল্‌ল।

অনেকক্ষণ পরে তার আঁচল যখন নানা আকারের ছোট-বড় ঝিনুকে ভ'রে উঠ্‌ল, তখন সে আবার বাড়ীর দিকে ফির্‌ল। কিন্তু হঠাৎ দুটি লোককে দেখে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল!... ... তার দিকে পিছন ফিরে, সমুদ্রের তীরে ব'সে ব'সে গল্প কর্‌ছে রতন আর পূর্ণিমা।

সুমিত্রা তাদের ডাক্‌তে গেল, কিন্তু কি ভেবে আর না ডেকেই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে এল; বাড়ীতে এসে দেখ্‌লে, সবাই বেড়াতে চ'লে গেছেন। বাইরের ঘরে ঢুকে, ঝিনুকগুলো একটা টেবিলের উপরে রেখে, সে শ্রান্তভাবে একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে শুয়ে পড়ল এবং দুই চোখ মুদে চুপ ক'রে রইল।··· ···

প্রায় আধঘণ্টা পরে রতন যখন ফিরে এল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। সুমিত্রাকে একলা ঐ ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে একটু বিস্মিত হয়ে বললে, "এমন সময়ে তুমি শুয়ে যে?" সুমিত্রার অনুরোধেই আজকাল সে তাকে আর 'আপনি' বলা ছেড়ে দিয়েছে।

রতনের গলা পেয়ে সুমিত্রা চোখ খুললে। মৃদুস্বরে শুধু বললে, "হুঁ।"

—"আর সবাই কোথায়?"

—"বেড়াতে গেছেন।

—"তুমি যাও-নি কেন?"

—"আমি আগেই বেড়িয়ে ফিরেছি।"

—"একলা?"

—"হুঁ। দোক্‌লা কোথায় পাব বলুন?"

—"তোমার বাবার সঙ্গে যাওনা কেন?"

—"কুমার-বাহাদুর ব'কে ব'কে মাথা ধরিয়ে দেন।"

—"বেশ, এবার থেকে তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যেও।"

—"আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতে আপনার ভালো লাগ্‌বে কি?"

—"তার মানে?"

—"তার মানে, আমি তো পূর্ণিমা নই।"

রতন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে সুমিত্রার মুখের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে রইল। তার পর আস্তে আস্তে বল্‌লে, "তুমি যে পূর্ণিমা নও, আমি তা জানি। কিন্তু তোমার বেড়াতে যাওয়ার সঙ্গে ও-নামটির সম্পর্ক কি?"

—"আপনি পূর্ণিমার সঙ্গে যখন বেড়াতে যান, তখন আমাকে ডাকেন কি?"

রতন হেসে ফেলে' বল্‌লে, "ও, এইজন্যে তোমার বুঝি অভিমান হয়েচে? তোমার বুদ্ধি দেখ্‌চি এখনো পাঁচ বছরের শিশুর মত কাঁচা, নইলে এত সহজে অভিমান কর! আচ্ছা, আচ্ছা, কাল থেকে বেড়াতে যাবার সময়ে তোমাকেও ডেকে নিয়ে যাব। কেমন, তা হ'লেই হবে তো?"

সুমিত্রা অধীর ভাবে ব'লে উঠ্‌ল, "না, না, না! আপনাকে আর অতটা দয়া কর্‌তে হবে না, আমি বেড়াতে যেতে চাই না!"

রতন একটু হতভম্ব হ'য়ে বললে "সুমিত্রা, আমি তোমার কথায় তো কোন হদিস্ পাচ্ছি না ।" .

সুমিত্রা মাথা নেড়ে বললে, "আমি আর ছবি আঁকাও শিখ্‌ব না ।"

—"কেন ?"

—"আমার ভালো লাগে না ।"

রতন হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বললে, "বেশ, তা হ'লে কালকেই আমি কল্‌কাতায় চ'লে যাব ।"

সুমিত্রা মুখ শুকিয়ে বললে, "কেন, আপনি চ'লে যাবেন কেন ?"

—"আমি তো তোমাদের ঘরের লোক নই, যে-জন্যে তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, সে-সম্পর্ক উঠে গেলে আমার আর এখানে থাক্‌বার দর্‌কার কি ?"

সুমিত্রা স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইল। রতন টেবিলের উপরের ঝিনুকগুলো নিয়ে আন্‌মনে নেড়েচেড়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ চাতালের উপরে গলার সাড়া পেয়ে সুমিত্রা দেখ্‌লে, বাড়ীর সকলে বেড়িয়ে ফির্‌ছেন। সে ব্যস্তভাবে বললে, "রতনবাবু ."

রতন মুখ তুলে' বললে, "বল ।"

—"বাবার কাছে যেন আর যাবার কথা বলবেন না ।"

—"না বল্‌লে যাব কি ক'রে ?"

—"যাবেন আবার কোথায়, যেতে দিলে তো ! আমি ছবি-আঁকা শিখব।"

রতন না হেসে থাক্‌তে পার্‌লে না !

এগারো

পরদিন বৈকালে রতন সুমিত্রাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুল। আগে আনন্দবাবুর ওখানে পূর্ণিমার খোঁজ নিতে গেল। সুমিত্রা বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, কিছুতেই ভিতরে যেতে রাজি হোলো না।

রতন বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দেখলে, আনন্দবাবু একলা ব'সে ব'সে কি লিখছেন। তাকে দেখে আনন্দবাবু লেখা বন্ধ ক'রে বল্‌লেন, "একটু বোসো রতন, হাতের কাজটা সেরে নিই।"

রতন বল্‌লে, "আপনি কাজ করুন, আমি আপনাকে ব্যস্ত কর্‌ব না। আমি বেড়াতে যাচ্ছি, পূর্ণিমা দেবীকে ডাক্‌তে এসেচি।"

আনন্দবাবু বল্‌লেন, "পূর্ণিমা যে অনেক আগে বেরিয়ে গেছে!"

—"একলা?"

—"না, সন্তোষ আর কুমার-বাহাদুর আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলেন। শুন্‌লুম, তাঁরা পুরীর ভেতরটা দেখতে যাচ্চেন। পূর্ণিমাও যেতে চাওয়াতে তাঁরা সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। আমাকে কতকগুলো জরুরি চিঠি লিখতে হবে ব'লে আমি আর যেতে পার্‌লুম ন।

—"তা হ'লে এখন আমি আসি, বাইরে সুমিত্রা দাঁড়িয়ে আছেন" এই ব'লে রতন চ'লে এল।

তাকে একলা ফিরতে দেখে সুমিত্রা বললে, "পূর্ণিমা কৈ?"

—"পূর্ণিমাকে নিয়ে তোমার দাদা আর কুমার-বাহাদুর সহর দেখতে গেছেন।"

সুমিত্রা একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে, "কুমার-বাহাদুর! তিনি এখানেও এসে জুটেচেন নাকি?"

রতন কোন জবাব দিলে না। তারও মনের ভিতরে কেমন একটা বিরক্তির আভাস জেগে উঠছিল। কেন, সে কি পূর্ণিমাকে সহর দেখিয়ে আনতে পারত না, কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে যাওয়া কেন? এই কথাই বার বার তার মনে হ'তে লাগল! এদিকে পথ চলতে চলতে সুমিত্রা তার সঙ্গে অনর্গল কথা কয়ে যাচ্ছে, সে তার কিছুই শুনছিল না—কেবল মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ভাবে এক-একটা হাঁ বা না বলছিল মাত্র!

শেষটা তার মনে হোলো, পূর্ণিমার উপরে সে অন্যায় অভিমান করছে! কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে বেড়াতে গেছে ব'লে পূর্ণিমার উপরে তার এত রাগ করবার কি অধিকার আছে? পূর্ণিমার সঙ্গে সে বেড়াতে যায় ব'লে সুমিত্রাও কাল তার উপরে রাগ করেছিল, আর এই লঘুচিত্ততা দেখে' সে খুব কৌতুকের হাসি হেসেছিল। অথচ আজ কিনা সে নিজেই ঠিক তেমনি ছেলে-

মানুষীর পরিচয় দিচ্ছে! মানুষ কি যুক্তিহীন জীব! রতন এবার নিজের উপরেই চ'টে গেল!

রতনের ভাবগতিক দেখে সুমিত্রা শেষে বললে, "আচ্ছা রতন-বাবু, আজ আপনি এমন মুখভার ক'রে আছেন কেন বলুন দেখি? আমার সঙ্গে বেড়াতে বুঝি ভালো লাগচে না?"

রতন একটু থতমত খেয়ে বললে, "এ আবার কি কথা! তোমার সঙ্গে বেড়াতে ভালো লাগবে না কেন?"

সুমিত্রা দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে, "ভালো না লাগবার কারণ আছে রতনবাবু! পূর্ণিমা আমাদের সঙ্গে নেই!"

সুমিত্রা যে-রকম মুখফোঁড় মেয়ে, হয়ত এখনি আরো কি ব'লে বসবে, এই ভেবে রতন সে প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললে, "আঃ! আবার পাগলামি সুরু করলে?...ঐ দেখ, জেলেরা ডাঙায় জাল তুলেচে! চল, কি ধরেচে দেখে আসি।"

জেলেরা হরেক-রকমের সামুদ্রিক মাছ তুলে বাছাই করছিল,—এমন রকম-বেরকমের মাছ সুমিত্রা আর কখনো দেখেনি। এক-একটা মাছের আকার আবার এমনি বেয়াড়া ও অদ্ভুত যে, সুমিত্রার ভারি হাসি পেতে লাগল।... ...একটা রাঙা, পিণ্ডাকার পদার্থ দেখে সে বললে, "এটা কি রতনবাবু?"

—"জেলি ফিস্। এরা এখনো সৃষ্টির প্রায় প্রথম স্তরেই

আছে। সমুদ্রের ঢেউ ওদের যেদিকে খুসি ব'য়ে নিয়ে যায়, ওদের নিজেদের মধ্যে গতিশক্তি কিছুই নেই।"

—"ওমা, এ আবার কি মাছ—মুখের ডগায় অত বড় করাত!"

—"ও হচ্চে খাঁড়া-মাছ। আকারে ওরা আরো ঢের বড় হয় আর ঐ খাঁড়া দিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে। ওদের দলবদ্ধ আক্রমণে তিমিমাছ পর্য্যন্ত ভয় পায়"—বলতে বলতে রতনের চোখ হঠাৎ একটু দূরে আকৃষ্ট হোলো।

সেখানটা হচ্ছে ইংরেজদের স্নানের জায়গা। রতন দেখলে, তীরের উপরে স্নানের পোষাকে দুইজন শ্বেতাঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তাদেরই সুমুখ দিয়ে আস্‌ছে আগে আগে পূর্ণিমা, পিছনে কুমার-বাহাদুর ও সন্তোষ। হঠাৎ একজন সাহেব পূর্ণিমার দিকে ফিরে কি যেন বললে—কি বললে রতন তা দূর থেকে শুনতে পেলে না বটে, কিন্তু পূর্ণিমার ভাবভঙ্গি দেখে বেশ বোঝা গেল, কথাটার অর্থ নিশ্চয়ই ভদ্র নয়।

কুমার-বাহাদুরও আপত্তি জানিয়ে কি-একটা কথা বল্‌লেন—কিন্তু সাহেব মুখ খিঁচিয়ে একটা হুম্‌কি দিতেই তিনি ঘাড় হেঁট ক'রে পূর্ণিমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। সন্তোষ সাহেবটার সাম্‌নে গিয়ে বোধ হয় আবার তার ব্যবহারের প্রতিবাদ করলে, সঙ্গে সঙ্গে সাহেবটা পা তুলে তাকে এক লাথি মারলে—সন্তোষও দু-হাতে পেট চেপে মাটির উপরে ব'সে পড়ল।

রতন আর দাঁড়াল না—তীরের মত ঘটনাস্থলে ছুটে গেল তারপর কোন কথা বল্‌বার আগেই যে লোকটা সন্তোষকে পদাঘাত করেছিল, ঠিক তার নাকের উপরে এমন এক প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিলে যে, গোড়া-কাটা কলাগাছের মত সে মাটির উপরে সটান লম্বা হোলো। দ্বিতীয় সাহেবটা পিছন থেকে রতনকে চেপে ধর্‌লে। রতন কিন্তু এত সহজে কাবু হবার ছেলে নয়,— সেও চোখের নিমেষে নিজের পিছনে দুই হাত চালিয়ে লোকটার ঘাড় ও মাথা সজোরে চেপে ধ'রে, হঠাৎ এক হ্যাঁচ্‌কা দিয়ে সাম্‌নের দিকে এমন কৌশলে হেঁট হোলো যে, সাহেবের দেহটা রতনের দেহের উপরে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে, পিছন থেকে একেবারে সাম্‌নে এসে ধপাস্ ক'রে মাটির উপরে গিয়ে পড়ল!

সমুদ্র-তীরে মহা হৈ চৈ প'ড়ে গেল! আরো জন দশ-বারো সাহেব জলে নেমে স্নান কর্‌ছিল—তারা বেগে ডাঙার দিকে উঠে আস্‌তে লাগ্‌ল।

সুমিত্রাও এই-ব্যাপারটা এতক্ষণ আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল। কিন্তু যখন সে দেখ্‌লে জলের সাহেবরাও ডাঙার দিকে আস্‌চে, তখন সে বুঝ্‌লে এখনি একটা ভয়ানক খুনোখুনি কাণ্ড বাধ্‌বে। তাদের বাড়ী এখান থেকে খুব কাছে—সে বিদ্যুতের মতন বাড়ীর দিকে ছুটল।

বিনয়বাবু স্ত্রী ও সুনীতিকে নিয়ে বেরুবার উদ্যোগ কর্‌ছেন,

।মন সময়ে সুমিত্রা ছুটতে ছুটতে এসে বল্‌লে, "বাবা, বাবা—
ীগ্‌গির চাকর-দারোয়ান নিয়ে আমার সঙ্গে এস!"

—"কেন, কেন, কি হয়েচে?"

—"পরে সব শুনো—শীগ্‌গির চল, শীগ্‌গির! নইলে
ায়েবরা দাদা আর রতনবাবুকে এখনি মেরে ফেল্‌বে! এই!
ারোয়ান—দারোয়ান!"

সেন-গিন্নী হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠ্‌লেন—বাড়ীতে প্রায়
বারো-চৌদ্দ জন দ্বারবান ও চাকর ছিল, তারা সবাই তখনি বিনয়-
বাবুর হুকুমে লাঠিসোটা নিয়ে সমুদ্রের ধারে ছুটল—সঙ্গে সঙ্গে
বিনয়বাবু, সুমিত্রা ও সুনীতি! সেন-গিন্নী ধপাস্ ক'রে সেই-
খানেই ব'সে প'ড়ে বারংবার হাতজোড় ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন—

"হে বাবা জগন্নাথ, রক্ষে কর—তোমাকে পাঁচশো টাকার
পূজো দেব, হে বাবা জগন্নাথ!" আজ বহু—বহু বৎসর
পরে সেন-গিন্নী দেবতাকে পূজার লোভ দেখালেন—অন্তত
প্রকাশ্যে!

এদিকে প্রাণপণে ছুটে গিয়ে খানিক তফাৎ থেকেই বিনয়বাবু
দেখ্‌লেন, সমুদ্রের ধারে বিষম জনতা! একদিকে একদল
সাহেব দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সাম্‌নে ভিড় ক'রে আছে
প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন 'নুলিয়া'। সাহেবরা এগিয়ে আস্‌তে চাইছে,
কিন্তু নুলিয়ারা তাদের বাধা দিচ্ছে। লাঠিসোটা নিয়ে হঠাৎ

এতগুলো লোককে ছুটে আসতে দেখে, সাহেবরা বেগতিক বুঝে হঠাৎ অন্তর্হিত হোলো।

ভিড়ের ভিতরে গিয়ে বিনয়বাবু দেখ্‌লেন, বালির উপরে রক্তাক্ত দেহে রতন ব'সে আছে, আর তার দুই পাশে সন্তোষ ও পূর্ণিমা। রতনের মাথা ও নাক দিয়ে রক্ত ঝর্‌ছে, সন্তোষ ও পূর্ণিমা সেই রক্ত বন্ধ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে!

বিনয়বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "রতন, একি কাণ্ড! দেখি, কোথায় লেগেচে?"

রতন হেসে বল্‌লে, "না, এমন কিছু লাগেনি। একটা সায়েব নৌকোর দাঁড় দিয়ে আমাকে মেরেছিল, তাইতেই দু-এক জায়গায় একটু কেটে গিয়েচে!"

বিনয়বাবু বল্‌লেন, "কেন এমন ব্যাপার হোলো?"

রতন বল্‌লে, "সে-সব বাড়ীতে গিয়ে শুন্‌বেন অখন। চার-দিকে ক্রমেই ভিড় বেড়ে উঠ্‌চে, এখানে আর ব'সে থাক্‌বার দর্‌কার নেই।"

বিনয়বাবু বললেন, "হ্যাঁ, আগে তোমার কাটা জায়গাগুলো দেখ্‌তে হবে, তারপর অন্য কথা। ওরে, তোরা রতনকে কোলে ক'রে বাড়ীতে নিয়ে চল্ তো।"

বিনয়বাবুর লোকজনরা এগিয়ে এল। রতন কিন্তু মাথা নেড়ে বল্‌লে, "না, না, আমি এখনো এতটা কাবু হ'য়ে পড়িনি!

চলুন, আমি নিজেই হেঁটে যেতে পারব" এই ব'লে সে উঠে' দাঁড়াল। সকলে বাড়ীর দিকে এগুলেন।

রতনের মাথা ও নাকে ওষুধ ও ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়ে বিনয়-বাবু বললেন, "তুমি খুব বেঁচে গেছ রতন! মাথার চোটটা আর একটু হ'লেই সাংঘাতিক হ'ত।"

রতন বল্লে, "তাতে দুঃখ কিছুই ছিল না। মান রাখ্‌তে না হয় প্রাণটা যেত।"

বিনয়বাবু বল্লেন, "কিন্তু আমি যে এখনো ব্যাপারটা শুনিনি!"

সন্তোষ বল্লে, "আমরা ওখান দিয়ে আসছিলুম—আমাদের সঙ্গে ছিলেন পূর্ণিমা। একটা সায়েব পূর্ণিমাকে লক্ষ্য ক'রে অভদ্র ঠাট্টা করে। কুমার-বাহাদুর আর আমি প্রতিবাদ করতেই সায়েবটা হঠাৎ আমাকে লাথি মারে, আমি প'ড়ে যাই। রতনবাবু কোথায় ছিলেন জানি না, কিন্তু তিনি এই ব্যাপার দেখে ছুটে এসে দুটো সায়েবকে একলাই মেরে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।"

বিনয়বাবু বিস্মিত স্বরে বল্লেন, "অ্যাঁঃ, রতনের গায়ে যে এত জোর, আমি তো তা জানতুম না!"

সন্তোষ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্লে, "জোর ব'লে জোর, তুমি দেখলে অবাক্ হ'য়ে যেতে বাবা! তার পর দশ বারোটা সায়েব

এসে রতনবাবুকে আক্রমণ ক'রেও সহজে কাবু করতে পারেনি। তিনিও মার খাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু যাকে একবার ধরছিলেন, তাকেই তুলে' আছাড় না দিয়ে ছাড়েননি। আমার বোধ হয় উনি বক্সিংও জানেন, যুযুৎসুও জানেন। কেমন, নয় কি রতন-বাবু?"

রতন মৃদু স্বরে বল্লে, "ভালো জানি না, তবে কিছু কিছু শিখেচি বটে।"

সন্তোষ বল্লে, "রতনবাবু যে-রকম আশ্চর্য্য কায়দায় বার বার তাদের মার এড়িয়ে স'রে আস্‌ছিলেন, সে এক দেখবার ব্যাপার! কিন্তু অতগুলো লোকের সঙ্গে একটা মানুষ আর কতক্ষণ যুঝ্‌তে পারে! রতনবাবু ক্রমেই কাহিল হ'য়ে পড়্‌তে লাগ্‌লেন, তিনি তখন পালালেও কেউ তাঁকে নিন্দে কর্‌তে পার্‌ত না,—কিন্তু তবু তিনি পালালেন না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে লাগ্‌লেন।"

বিনয়বাবু অসন্তুষ্ট হ'য়ে বল্‌লেন, "তুমি কেন তখন রতনকে সাহায্য কর্‌লে না? তোমাকে বাঁচাতে গিয়েই তো রতনের এই বিপদ!"

সন্তোষ বল্লে, "বাবা, সায়েবটা আমার পেটে লাথি মেরে-ছিল, পেটের ব্যথায় আমি তখন উঠতে পার্‌ছিলুম না!"

—"কুমার-বাহাদুর?"

—"তিনি কোথায় ছিলেন আমি দেখিনি।"

কুমার-বাহাদুর এতক্ষণ চুপ ক'রে এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, এখন নিজের মুখরক্ষার জন্যে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লেন, "আমার সঙ্গে ছিলেন পূর্ণিমা, সে-সময়ে আমি তাঁকে একলা ফেলে' এগিয়ে যাওয়া উচিত মনে করিনি!"

বিনয়বাবু সে-কথা কাণে না তুলে' বল্‌লেন, "আচ্ছা সন্তোষ, তার পর কি হোলো?"

—"যে সায়েবটার জন্যে এই বিপদ্, সে হঠাৎ সমুদ্রের ধার থেকে জেলে-ডিঙির একখানা দাঁড় তুলে' এনে রতনবাবুর মাথার ওপরে মার্‌লে—সঙ্গে সঙ্গে তিনিও প'ড়ে গেলেন। সায়েবগুলো তখনি বোধ হয় রতনবাবুকে মেরে ফেল্‌ত—কেবল পূর্ণিমার জন্যে তা পার্‌লে না।"

সবিস্ময়ে বিনয়বাবু বল্‌লেন, "পূর্ণিমার জন্যে?"

—"হ্যাঁ। রতনবাবু পড়ে' যাবা মাত্র সায়েবগুলো তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। এমন সময়ে পূর্ণিমা বিদ্যুতের মত ছুটে' এসে দু-হাতে রতনবাবুর দেহ আগ্‌লে ধর্‌লে—ইংরেজীতে চেঁচিয়ে বল্‌লে, 'তোমরা এমন কাপুরুষ যে, এতজনে মিলে' একজনকে মারচ?' একটা সায়েব পূর্ণিমাকে হাত ধ'রে টেনে সরিয়ে দিতে গেল। মুলিয়ারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখ্‌ছিল। কিন্তু পূর্ণিমাকে টানাটানি করবামাত্র তারা সবাই ছুটে গিয়ে বাধা দিলে। তারপরেই তোমরা গিয়ে পড়্‌লে।"

বিনয়বাবু বললেন, "রতন আর পূর্ণিমার সাহস ধন্য! কিন্তু ঐই সায়েবগুলো কি কাপুরুষ! বাস্তবিক, এদের লজ্জা হোলো না?"

রতন বললে, "বিনয়বাবু, বিশ-পঁচিশজন মানুষ মিলে একটা মাত্র বন্য জন্তু মারাও সঙ্গত ব'লে মনে করা হয়। সায়েবদের চোখে আমরা—কালা আদমিরা বুনো পশু ছাড়া আর কিছু নই। তাই মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতায় সভ্যসমাজে যে বিধি-নিষেধ বাঁধা আছে, সামান্য 'পশু' বধের সময়ে শ্বেতাঙ্গরা সে-সব মানা কিছুমাত্র দরকার মনে করে না। খবরের কাগজে বিলিতী মনস্তত্ত্বের এমনি দৃষ্টান্ত হামেসাই দেখবেন।"

কুমার-বাহাদুর-বললেন, "এ সত্যটা আমি বিলক্ষণই মানি। সেইজন্যেই গোড়াতেই আমি বেগতিক বুঝে সাবধান হবার চেষ্টা করেছিলুম। যদিও রতন-বাবুর সাহস প্রশংসার যোগ্য, তবু আমার মতে, এক্ষেত্রে কতকগুলো অভদ্র কাপুরুষের হাতে নিজের মূল্যবান জীবনকে এমন ভাবে বিপন্ন করা এঁর পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি।"

—"হ্যাঁ, বুদ্ধিমানের কাজ যে হয় নি, সে কথা ঠিক!"

সবাই ফিরে দেখলেন, আনন্দ-বাবু ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "কিন্তু কুমার-বাহাদুর, রতন যদি তখন নারীর প্রতি অপমানও গায়ে মেখে শান্তভাবে চলে আসত, তবে সে ব্যাপারে

বাঙালী-সুলভ চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও, মানুষোচিত বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যেত না একটুও। এত বুদ্ধিমান হয়েও বাঙালী তবু সায়েবের বুট থেকে নিজের প্লীহাকে রক্ষা করতে পারে না কেন বলুন দেখি ?"

এই আকস্মিক আক্রমণে কুমার-বাহাদুর একেবারে বোবা হয়ে গেলেন।

আনন্দ-বাবু গাঢ় স্বরে বলিলেন, "রতন ! প্রার্থনা করি, তুমি যেন কখনো আমাদের আর-দশজনের মত বুদ্ধিমান না হও ! আজ তুমি মার খেয়েচ, তোমার মারা পড়্‌বার সম্ভাবনাও ছিল সম্পূর্ণ। কিন্তু অন্যায়-অপমানের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারাই হচ্চে খাঁটি মানুষের কাজ—মার খেলে বা মারা গেলেও সে মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয় না। আমি আগেই চিনেছিলুম তোমাকে মানুষ ব'লে। আমার ধারণা যে ভুল নয়, আজ ভালো ক'রেই বুঝ্‌তে পার্‌লুম। তাই আমি তোমাকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে এসেচি"—এই ব'লে তিনি রতনের দুখানি হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের উপরে চেপে ধরলেন, তাঁর দুই চোখ প্রাণের আবেগে ও আনন্দে সজল হয়ে উঠ্‌ল !

বারো

সেদিনকার সেই মারামারির পর থেকে, কুমার-বাহাদুরের অবস্থাটা হ'য়ে উঠ্‌ল দস্তুরমত অসহনীয়। বিনয়-বাবুদের কেউ মুখে বা ব্যবহারে তাঁর প্রতি কিছুমাত্র অনাদর প্রকাশ না কর্‌লেও কুমার-বাহাদুর মনে-মনে এটা বেশ অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লেন যে, সকলের চোখে অকস্মাৎ তিনি অনেকটা নীচে নেমে পড়েছেন! যে চায়ের আসরে ব'সে প্রতিদিন সকলে অবাক্ হ'য়ে তাঁর স্বমুখে কথিত পল্লবিত বীরত্ব-কাহিনী শুনৃত আর বাহবা দিত, আজ সেখানে শুধু রতনের নামেই বাহবা শোনা যায়,—আর সব-চেয়ে যা অসহ্য ব্যাপার, সেই বাহবায় চক্ষুলজ্জার খাতিরে তিনি কোন আপত্তি পর্য্যন্ত কর্‌তে পারেন না! রতনকে আগে তিনি গরিব ব'লে ঘৃণা ও উপেক্ষা কর্‌তেন, আজকাল তাকে পরম শত্রু ব'লে মনে কর্‌তে লাগলেন।

সেন-গিন্নী এখন রতনকে ছেলের মতন আদর-যত্ন করেন। তিনি যখন-তখন বলেন, "ভাগ্যে সেদিন রতন ছিল! নইলে আমার সন্তোষকে সায়েবরা হয়ত মেরেই ফেল্‌ত!"

সন্তোষ পর্য্যন্ত রতনের মোসাহেব হ'য়ে পড়েছে দেখে' কুমার-

বাহাদুরের মনে দুঃখের আর অবধি ছিল না! সন্তোষ এখন প্রায়ই রতনের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, রতন সম্বন্ধে তার মনের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেছে। আজকাল সে আবার রতনের কাছ থেকে মুষ্টিযুদ্ধ ও যুযুৎসুর কস্‌রৎ শিক্ষা কর্‌ছে।

অথচ এই ভাবান্তরের কোনই সঙ্গত কারণ নেই! সেদিন কুমার-বাহাদুর যে ব্যবহার করেছিলেন, সেইটেই তো স্বাভাবিক! সঙ্গে ছিলেন মহিলা, আর বিরুদ্ধে অতগুলো অভদ্র সায়েব। অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়্‌তে গেলে সেদিন পূর্ণিমার উপরে অত্যাচার হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। রতন যা করেছে, সে তো পাগলের আচরণ! আজ যারা তাঁকে কাপুরুষ ব'লে ভাব্‌ছে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাক্‌লে তারা নিজেরাই কি কর্‌ত? নিশ্চয়ই তিনি যা করেছেন, তাই! তবে?

সব-চেয়ে অসহ্য এই সুমিত্রা! আজ সকালে সে তাঁকে মুখের উপরে একরকম অপমান পর্য্যন্ত কর্‌তেও লজ্জিত হয়নি। সে হঠাৎ এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌ল—"কুমার-বাহাদুর, আজ-কাল আপনি এমন-ধারা মন-মরা হ'য়ে থাকেন কেন?"

তিনি বল্‌লেন, "তার মানে?"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আগে আপনি আমাদের সঙ্গে কত গল্প কর্‌তেন, কত কথা কইতেন, কিন্তু আজকাল যে হিমালয়ের চেয়েও গম্ভীর হ'য়ে উঠেচেন!"

তিনি বললেন, "গম্ভীর হ'য়ে উঠেচি? কৈ, না তো! কি গল্প শুনতে চান, বলুন!"

সুমিত্রা ঠোঁট-টেপা হাসি হেসে বললে, "সেই লাঠি মেরে ব্যাঘ্র-বধের গল্পটা আমার ভারি ভালো লেগেছিল, আর একবার শুনতে বড় সাধ হচ্চে!"

কুমার-বাহাদুরের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল! সুনীতি সামনে ব'সে কার্পেটের উপরে ফুল তুলছিল, সে ধমক দিয়ে বললে, "সুমি, তোর বড় বাড় হয়েচে দেখ্‌চি!"

সুমিত্রা বললে, "হ্যাঁ দিদি, কুমার-বাহাদুর কি আমাদের পর গা? তাঁর বীরত্বের গল্প আমার ভালো লাগে, সেজন্যে তুমি ধমক দিচ্চ কেন বল দেখি?"

সুনীতি রেগে বললে, "সুমি, ফের যদি তুই একটা কথা বলিস্, তোর সঙ্গে আমি কখনো কথা কইব না!"

সুমিত্রা বললে, "বেশ দিদি, বেশ! তুমি যখন এত-বড় একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে বসলে, তখন দরকার নেই আমার আর বাঘ-মারার গল্প শুনে।" ব'লেই সে ভঙ্গীভরে দু-হাত দুলিয়ে চ'লে গেল।

কুমার-বাহাদুর দুঃখিতের মত চুপ ক'রে ব'সে রইলেন।

সুনীতি বললে, "সুমি'র কথায় আপনি যেন রাগ করবেন না, সকলের পেছনে লাগাই ওর স্বভাব।"

কুমার-বাহাদুর ভারি-ভারি গলায় বল্লেন, "রাগ আর কার
রে কর্‌ব বলুন! আমার অপরাধ, সেদিন আমি গোঁয়ার্তুমি
র আত্মহত্যা কর্‌তে চাইনি। তাই আজ এই অপমান সহ্য
তে হচ্চে!"

সুনীতি ব্যস্ত ভাবে বল্লে, "না, না, সুমি নিশ্চয়ই আপনাকে
মান কর্‌বার জন্যে এ-কথা বলেনি. এত সাহস ওর হবে না!"

কুমার-বাহাদুর বল্লেন, "যাক্‌, ও-কথা নিয়ে আর
লোচনার দর্‌কার নেই। আমার আর পুরীতে থাক্‌তে ভালো
গ্‌চে না, ভাবচি দু-চার দিনের মধ্যেই কল্‌কাতায় চ'লে যাব।"

সুনীতি বল্লে, "যখন এসেচেন, আরো কিছুদিন থেকে যান
! এখানকার হাওয়া খুব ভালো।"

—"তা আমি জানি। কিন্তু হাওয়া খেতে আমি তো এখানে
সিনি!"

—"তবে কি জন্যে এসেচেন?"

—"তা কি আপনি জানেন না?"

—"আমি? আমি কি ক'রে জান্‌ব?"

—"আপনি কি জানেন না যে, কি সম্পর্কে আমি আপনাদের
র এমন ভাবে মেলামেশা করি?"

এতক্ষণে সুনীতি বুঝ্‌তে পার্‌লে! সে শুনেছে বটে! কিন্তু
ার-বাহাদুরের মুখে এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এর আগে সে আর-

কখনো শোনেনি। লজ্জায় তার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, সে কোন জবাব দিতে পার্‌লে না।

কুমার-বাহাদুরও আত্মপ্রকাশের এই প্রথম সুযোগটা ছাড়্‌তে পারলেন না, এর জন্যে অনেক দিন ধ'রেই তিনি যে অপেক্ষা ক'রে আছেন! চেয়ারখানা সুনীতির আরো কাছে টেনে এনে তিনি বস্‌লেন; তার পর সাম্‌নের দিকে হেঁট হ'য়ে, কোমল স্বরে ধীরে ধীরে বল্‌লেন, "তোমার কাছে কাছে থাক্‌তে পাব ব'লেই আমি পুরীতে এসেচি। আজ যে এত অপমান স'য়েও এখান থেকে যেতে আমার মন উঠ্‌চে না, সে কেবল তোমার জন্যেই! এ-কথা কি তুমি জানো না সুনীতি?"

সুনীতির বুকের ভিতরটা কেমন ধুক্‌পুক্‌ করতে লাগল— সে যেন সেখান থেকে এক ছুটে পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচে!

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "এতে তোমার বাবা আর মায়ের মত আছে— অন্ততঃ আমি এইরকমই শুনেচি। এখন কেবল তোমার মতের অপেক্ষা। তোমার মত পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। তা হ'লে—"

—"দিদি, তোমাকে আর কুমার-বাহাদুরকে বাবা ডাক্‌চেন" বল্‌তে বল্‌তে সুমিত্রা এসে আবার সে ঘরে ঢুক্‌ল।

কুমার-বাহাদুর তাড়াতাড়ি সোজা হ'য়ে ব'সে দু-চারবার

কেশে' বল্‌লেন, "বিনয়-বাবু আমাকে ডাক্‌চেন? কেন, কি দরকার?"

—"আনন্দ-বাবু এসেচেন আমাদের নেমন্তন্ন কর্‌তে।"

—"আচ্ছা, যাচ্চি" ব'লে কুমার-বাহাদুর উঠে' দাঁড়ালেন। তার পর এমন সুযোগটা নষ্ট ক'রে দিলে ব'লে মনে-মনে সুমিত্রার উপরে আরো-বেশী চ'টে ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সুমিত্রা দুষ্টুমি-ভরা হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে এগিয়ে এসে বল্‌লে, "দিদি, কুমার-বাহাদুর প্রস্থান করেচেন, সুতরাং এখন তোমার সঙ্গে নির্ভয়ে কথা কইতে পারি?"

সুনীতি ভয়ে ভয়ে সন্দেহপূর্ণ স্বরে বল্‌লে, "তোর আবার কি কথা আছে?"

সুমিত্রা চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, "বা রে, কুমার-বাহাদুরের তোমার সঙ্গে কথা থাক্‌তে পারে, আর আমার নেই বুঝি?"

সুনীতি বুঝ্‌লে সুমিত্রা কিছু সন্দেহ করেছে! সে তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে বল্‌লে, "সর্, সর্, বাবা কেন ডাক্‌চেন শুনে আসি।"

সুমিত্রা দিদির একখানা হাত ধ'রে বল্‌লে, "আহা, অত তাড়াতাড়ি কিসের, আগে আমার কথাটাই শুনে' যাও না!"

বেকায়দায় প'ড়ে সুনীতি বল্‌লে, "আচ্ছা, কি বল্‌বি বল্!"

খুব চুপিচুপি সুমিত্রা বল্‌লে, "লক্ষ্মী দিদিটি আমার! কুমার-বাহাদুর অমন ভিখিরির মতন মুখ ক'রে তোমাকে কি বলছিলেন, আমাকে তা বল্‌তেই হবে!"

—"সে একটা বাজে কথা!"

—"উঁহু! কুমার-বাহাদুর নিশ্চয়ই জান্‌তে চাইছিলেন, তাঁর গলায় তুমি মালা দিতে রাজি আছ কি না!"

সুমিত্রার গালে ঠাস্‌ ক'রে এক চড় বসিয়ে দিয়ে সুনীতি সে ঘর থেকে চ'লে গেল!

সুমিত্রা তবু ছাড়্‌লে না—সঙ্গে-সঙ্গে যেতে-যেতে বল্‌লে, "তুমি কি জবাব দিলে দিদি, বলোনা!"

তেরো

আজ সকালে এক নূতন বিস্ময়! ইজি-চেয়ারে বসতে গিয়ে একটা ছারপোকার কামড় খেয়ে বিনয়-বাবু বেয়ারাকে মৌখিক শাসনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁর যুক্তি এই যে, কল্‌কাতার ধুলো-ধোঁয়া হট্টগোল যখন এখানে নেই, তখন কল্‌কাতার ছারপোকাই বা এখানে এসে কোন্ অধিকারে তাঁকে দংশন করবে? বেয়ারা এই অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে না পেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুল্‌কোচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ বাড়ীর আঙিনার উপরে দেখা গেল, কল্‌কাতার আরো দুটি মূর্ত্তিমান্ বিশেষত্বকে!

বিনয়-বাবু আশ্চর্য্য হয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "অ্যাঁ, মিঃ চ্যাটো! মিঃ বাসু!...আপনারা এখনো জীবিত আছেন?"

—"অত্যন্ত। কল্‌কাতায় আপনাদের মত বিখ্যাত ডাক্তারের অভাবে আমরা কিছুতেই মরতে পারিনি!"—

মিঃ বাসুর সঙ্গে করমর্দ্দন করতে করতে বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "কবে এলেন? কোথায় আছেন?"

মিঃ বাসু বল্‌লেন, "এসেচি কাল সন্ধ্যায়। আছি হোটেলে! বড়দিনের ছুটিটা এখানেই কাটিয়ে যাব।"

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, "আপনারা কল্‌কাতা অন্ধকার ক'রে এসেচেন, আমরাও তাই আলোকের সন্ধানে পুরীতে এসেচি।"

—"কিন্তু ইলেক্‌ট্রিকের আলোকের অভাব এখানে অত্যন্ত। আপনাদের মন উঠ্‌বে কি?"

—"সেই পরীক্ষাই তো কর্‌তে চাই!"

তার পর পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বিনয়-বাবু বেয়ারাকে চা আন্‌বার হুকুম দিলেন।...

মিঃ চ্যাটোকে পেয়ে কুমার-বাহাদুরও যেন বর্ত্তে' গেলেন! তিনি বেশ বুঝ্‌লেন, এইবার তাঁর দল ভারি হোলো—আর তাঁকে কোণঠাসা হ'য়ে থাক্‌তে হবে না। ক'জনের ইংরেজী বুক্‌নিতে অকস্মাৎ বিনয়-বাবুর বাড়ী মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল, আমরা কিন্তু ভবিষ্যতের কথোপথনের ভাষা থেকে সে বুক্‌নিগুলি বাদ দিয়েই লিখ্‌ব।

সন্ধ্যার মুখে মিঃ চ্যাটো কুমার-বাহাদুরকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। তিনি ক্রমেই সমুদ্রতীরের নির্জ্জন অংশের দিকে যাচ্ছেন দেখে কুমার-বাহাদুর বল্লেন, "এদিকে কেন?"

মিঃ চ্যাটো বল্লেন, "তোমার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে।... এস, এইখানে বোসো।"

কুমার-বাহাদুর কলের পুতুলের মতন মিঃ চ্যাটোর সঙ্গে এগিয়ে সমুদ্রের ধারে একখানা উল্‌টানো ডিঙির উপরে গিয়ে বস্‌লেন।

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "তার পর? আসল খবর কি?"

কুমার-বাহাদুর ম্রিয়মাণ স্বরে বল্‌লেন, "বিশেষ কিছু সুবিধে করে উঠ্‌তে পারিনি।"

—"অর্থাৎ?"

—"এখানে এসে পর্য্যন্ত বিবাহের কথা আর ওঠেনি।"

মিঃ চ্যাটো ক্রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লেন, "নরেন, তুমি একটি গণ্ডমূর্খ! তোমার জন্যে আমার যা কর্‌বার, প্রাণপণে করেচি। তোমাকে গাছের উপরে তুলে দিয়েচি, তবু তুমি ফল পাড়্‌তে পার্‌চ না? মূর্খের সঙ্গে আমি আর কোন সম্পর্ক রাখ্‌তে চাই নে!"

কুমার-বাহাদুর কাতর ভাবে বল্‌লেন, "আপনি যদি আমার অবস্থা বুঝ্‌তেন, তা হ'লে আমার উপরে কখনই রাগ কর্‌তেন না!"

কুমার-বাহাদুরের কাতর মিনতিতে কর্ণপাত না ক'রে তেম্‌নি উগ্রভাবেই মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "জানো, আজ পর্য্যন্ত তোমার পিছনে আমার কত টাকা খরচ হয়েচে? আট হাজার টাকা! পুরী থেকে বার-বার তুমি আরো টাকা চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেচ! আমি কি টাকার পাহাড়? এ গুরু ভার চিরকাল যদি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে রাখ্‌তে চাও, তা হ'লে সরে দাঁড়ানো ছাড়া আমার আর উপায় নেই!"

—"কিন্তু আমার দশা কি হবে তা হ'লে?"

—"সে ভাবনা তুমি ভেব। হয় আত্মহত্যা, নয় ভিক্ষা—এই তোমার শেষ পরিণাম।"

—"আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে আর কিছুদিন সাহায্য করুন।"

—"অর্থাৎ আমাকে আরো টাকা দিতে হবে—তোমার বিলাসী জীবনকে অন্ন-বস্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যে! কেমন, তুমি এই বল্‌তে চাও তো? কিন্তু তার পর যদি তুমি বিফল হও, আমার টাকা কে দেবে? একটা মাটির ভাঁড়ের যে দাম, তোমাকে বেচ্‌লেও তো সে দাম আদায় হবে না!"

—"মিঃ চ্যাটো, আমি এত দিনে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হতুম, কিন্তু ঐ রতন ছোঁড়াই মাঝে থেকে আমার সাধে বাদ সাধ্‌চে।"

মিঃ চ্যাটো অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লেন, "সে কি! এরা কি রতনের সঙ্গে সুনীতির বিবাহ দিতে চায়?"

—"না, না, তা কেন?"

—"রতন কি তবে তোমার গুপ্তকথা জান্‌তে পেরেচে?"

—"না, তাও নয়। আসল কথা কি জানেন? এখানে রতন ক্রমেই দেবতার মত হ'য়ে উঠ্‌চে, আর আমি ক্রমেই পিছনে স'রে যাচ্চি।"

—"তার মানে, তোমাকে ঠেলে' ফেলে' রতন তোমার শূন্য আসনে উঠে বস্‌বার চেষ্টা করচে?"

—"আমার তো সেই সন্দেহ হয়!

—"এর দ্বারা প্রমাণ হচ্চে, রতন তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান্!"

—"না, তা আমি মানি না। দৈব তার সহায়।"—এই ব'লে কুমার-বাহাদুর বিশেষ ক'রে যে-ঘটনার জন্তে রতনের আদর বেড়ে উঠেছে, আদ্যোপান্ত তা বর্ণনা কর্‌লেন। তার পর সুনীতির কাছে কাল যে-ভাবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এই-সঙ্গে মিঃ চ্যাটোকে সেটাও জানিয়ে দিলেন।

মিঃ চ্যাটো সমস্ত শুনে' চিন্তিত মুখে অনেকক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে রইলেন। কুমার-বাহাদুরও কিছুক্ষণ নীরব থেকে বল্‌লেন, "আজ আবার মিঃ ঘোষ রতনের জন্তে এক সম্মান-ভোজের আয়োজন করেচেন, আমারও নিমন্ত্রণ আছে।"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "তাই তো, পথ-থেকে-কুড়িয়ে-আনা একটা কাঙালকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়্‌তে হ'ল দেখ্‌চি!"

কুমার-বাহাদুর হতাশ ভাবে বল্‌লেন, "ওর জন্তে আমি হ'য়ে আছি রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতন। ওকে না সরাতে পার্‌লে আর উপায় নেই!"

মিঃ চ্যাটোর মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল! তিনি বল্‌লেন, "ইতিমধ্যে কল্‌কাতায় থাক্‌তে রতনের এক গুপ্তকথা আমি আবিষ্কার করেচি। একদিন সুবিধে বুঝে সেইটেকেই কাজে লাগাতে হবে!"

কুমার-বাহাদুর সাগ্রহে ব'লে উঠ্‌লেন, "কি, কি গুপ্তকথা ?"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "যথাসময়ে শুন্‌তে পাবে। আপাততঃ তোমার কর্ত্তব্য শোনো। রতনের সঙ্গে তুমি সন্ধি স্থাপন কর। সে যাতে তোমাকে বন্ধুভাবে নেয়, সেই চেষ্টায় থাক। তার মনের কথা যত জান্‌তে পার ততই ভালো। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে দরকার, তোমাকে সুনীতি ভালোবাসে কি না সেইটে জান্‌তে পারা।"

—"বোধ হয়, বাসে।"

—"বোধ হয় বল্‌লে চল্‌বে না—আগে এ-বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে হবে। কারণ সুনীতির মত থাক্‌লে তার বাপ-মায়েরও অমত হবে না, এ আমি ঠিক জানি। তুমি একবার যখন কথা তুলেচ, তখন দ্বিতীয় বার কথা তোলা বেশ সহজই হবে ব'লে মনে করি!"

—"কিন্তু আমার পকেট যে একেবারে খালি! হাত-খরচও চালাতে পার্‌চি না!"

—"আচ্ছা, আরো মাস-দুয়েক আমি তোমার খরচ চালাব—তার পর আর আমার ক্ষমতায় কুলোবে না, এটা কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রেখো!"

—"মিঃ চ্যাটো, এ-জগতে আপনিই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু! আপনার ঋণ এ-জীবনে আমি পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব না!"

কিন্তু মিঃ চ্যাটো এ কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে ভুল্‌লেন না। পাকা

সওদাগরের মত শুষ্ক, ওজন-করা ভাষায় বল্‌লেন, "পরিশোধ কর্‌তে পার্‌বে না কি?' পরিশোধ কর্‌তেই হবে! তুমি বেশ জেনো, মনে-মনে আমরা কেউ কারুর বন্ধু নই—স্বার্থই আমাদের এক ক'রে রেখেচে। আমি কল্‌কাতার সম্ভ্রান্ত ধনী-সমাজে শিকার খুঁজে' বেড়াই—এই আমার ব্যবসা। তুমি আমার পণ্যের মতন। এমন পণ্য আমি আরো বিকিয়েচি। আমি জানি, মিঃ সেন একজন খুব ধনবান্‌ লোক। ডাক্তারিতে আর নানা ব্যবসায়ে অংশীদার হ'য়ে তিনি অনেক টাকা জমিয়েচেন। তিনি সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করেন। তাঁর এই দুর্ব্বলতাই আমার সহায়। আমি আরো জানি, মিঃ সেনের মত নির্ব্বোধের মতন উদার। তিনি মেয়ে আর ছেলের দাবি সমান ব'লে ভাবেন। সুনীতির বিবাহে তিনি যৌতুক-রূপে যে সম্পত্তি দেবেন, তার অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক তোমার। এই আমার সর্ত্ত। এই সর্ত্তের একটু এদিক্‌-ওদিক্‌ হ'লে বিবাহের পরেও তোমার সুখস্বপ্ন আমি ভেঙে দিতে পার্‌ব। বুঝেচ নরেন? পাছে তুমি ভুলে যাও, তাই সমস্ত ব্যাপারটা আর-একবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলুম। আমি তোমাকে মাথায় তুলেচি, আবার দরকার হ'লে আমিই তোমাকে পায়ের তলায় ফেল্‌তে পারি!"

কুমার-বাহাদুর দুঃখিত ভাবে বল্‌লেন, "মিঃ চ্যাটো, আমি আপনাকে নিশ্চয়ই ঠকাব না, কিন্তু আপনি বড় হৃদয়হীনের মত

কথা কইচেন! আমি সত্যিই আপনার উপকৃত বন্ধু—আমাকে বিশ্বাস করুন!"

মিঃ চ্যাটো কঠিন হাস্য ক'রে বল্‌লেন, "প্রেম, বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতা—ও-সব কাব্যের কথা, ব্যবসা-ক্ষেত্রে একেবারে অকেজো! সংসারটা হচ্চে মস্ত এক ব্যবসা-ক্ষেত্র—এখানে সব-চেয়ে যা উচ্চ, সেই মাতৃস্নেহই নিঃস্বার্থ নয়! মাও নিজের রক্ত-মাংসে গড়া সন্তানের কাছ থেকে প্রতিদানের আশা রাখেন। যে স্বার্থহীন প্রেমের কথা বলে, আমার মতে সে হয় কপট, নয় নির্ব্বোধ। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না—খালি তোমাকে কেন, কারুকেই না! বিশ্বাস কর্‌লেই আমি ঠক্‌ব। ততক্ষণই বন্ধুত্বের প্রাণ, যতক্ষণ দুই পক্ষের কেউ কারুর স্বার্থে বাধা না দেয়! তুমি আমাকে বন্ধুত্বের কথা শোনাচ্চ? হা, হা, হা, হা!" মিঃ চ্যাটো উচ্চস্বরে উপহাসের হাসি হাস্‌তে লাগ্‌লেন!

কুমার-বাহাদুর অবাক্ হ'য়ে মিঃ চ্যাটোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর নিম্নমুখী মনের গতিও এই অদ্ভুত ও কুৎসিত যুক্তি শুনে' যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেল!

চৌদ্দ

আনন্দ-বাবুর বাড়ীর সাম্‌নের চাতালে, চেয়ারের উপরে ব'সে ব'সে সবাই কথাবার্ত্তা কইছেন।

একদিকে বিনয়-বাবু ও সেন-গিন্নী পাশাপাশি ব'সে আছেন, তাঁদের সাম্‌নে একটা বেতের টেবিল,—পূর্ণিমার হাতে-বোনা কারুকার্য্য-করা প্রচ্ছাদনীতে ঢাকা। টেবিলের ও-ধারে আনন্দ-বাবু, তাঁর দুপাশে রতন ও সন্তোষ। কুমার-বাহাদুর একটু তফাতে একখানা ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় আছেন। সুনীতি ও সুমিত্রা বাড়ীর ভিতরে—পূর্ণিমা যেখানে রান্নাঘরে ব্যস্ত হ'য়ে আছে, সেখানে সাহায্য করতে গেছে।

সাম্‌নেই সমুদ্র—সীমা থেকে অসীমে, অসীম থেকে সীমায় ক্রমাগত ব্যস্তভাবে আনাগোনা কর্‌ছে—তালে তালে, গতি-লীলার ছন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে! আজ পূর্ণিমা তিথি, সাগরের কালো বুকে আলোর দোলা দুলিয়ে আকাশ-সায়রে চাঁদ স্থির হ'য়ে আছে।

কথা হচ্ছিল সাহসের। কুমার-বাহাদুর একটু আগেই মত প্রকাশ করেছিলেন, "সাধারণতঃ ইংরেজেরা দেশী লোকের চেয়ে সাহসী।"

রতন বল্‌লে, "আমার তাতে সন্দেহ আছে। কোন্ যুক্তিতে আপনি এ মত্ প্রকাশ কর্‌লেন?"

—"দেখুন, পথে-ঘাটে ইংরেজ কথায়-কথায় দেশী লোককে আক্রমণ করে। প্রায়ই সে মারে, কিন্তু মার খায় না। কল্‌কাতার গড়ের মাঠে ফুটবল খেলায় জনকতক ইংরেজের ভয়ে আমি হাজার হাজার দেশী লোককে পালাতে দেখেচি। এথেকে কি প্রমাণিত হয়?"

—"কিছুই প্রমাণিত হয় না। একজন মাত্র ইংরেজকেও আমরা ব্যক্তিগত ভাবে দেখি না, দেখি সমগ্র রাজশক্তির মূর্ত্তিমান্ প্রকাশের মত। কারণ এটা প্রায়ই দেখা গেছে যে, একজন মাত্র ইংরেজকে আঘাত ক'রে অনেককে বিরাট্ রাজশক্তির প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য কর্‌তে হয়েচে—অর্থাৎ নিষ্পেষিত হ'তে হয়েচে। প্রত্যেক ইংরেজও আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে দেখে না, সেও জানে যে, নামেই সে একা, আসলে তার পিছনে দেহরক্ষীর মত সমগ্র রাজশক্তি সতর্কভাবে জেগে আছে। সে 'নেটিভ'কে খুন কর্‌লেও তার ফাঁশি হবে না—এই দীর্ঘকালের ব্রিটিশ রাজত্বে আজ পর্য্যন্ত তা হয়নি। এই সচেতনতাই তাকে সাহায্য করে, আর আমাদের পিছনে হটিয়ে দেয়। আমাদের স্বদেশেও স্বজাতির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত আছে অসংখ্য। বলবান্ ভৃত্যও দুর্ব্বল প্রভুর হাতের মার নীরবে হজম করে, শত শত গরীব প্রজাকে জমিদার-পক্ষের এক-

জন মাত্র কর্ম্মচারী অবাধে নির্য্যাতন ক'রে আসে,—কিন্তু এ-সব কি সাহসের পরিচয়, না কাপুরুষতার অভিনয় ?"

কুমার-বাহাদুর বল্লেন, "কিন্তু আমার মতে, আমরা যদি প্রকৃত সাহসী হতুম, তা হ'লে এত ভেবে-চিন্তে কাজ করতে পারতুম না। মিঃ ঘোষ সেদিন ঠিক কথাই বলেছিলেন।······ বেশী বুদ্ধিমান্ হ'য়েই আমরা নিজেদের সর্ব্বনাশ করেচি। এই ধরুন, আপনার কথাই ; আমি ভীরু নই, কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে তবু তো সেদিন আমিও রুখে' দাঁড়াতে পারলুম না! আপনি কিন্তু প্রকৃত সাহসী, তাই একলা অতগুলো ইংরেজকেও বিরুদ্ধে দেখে' ভয় পেলেন না! হাঁ, একেই বলি সাহস!"

আনন্দ-বাবু ও বিনয়-বাবু অবাক্ হ'য়ে কুমার-বাহাদুরের মুখের দিকে তাকালেন এবং সব-চেয়ে বিস্মিত হ'ল সন্তোষ—কারণ রতন সম্বন্ধে তাঁর মত সেইই বেশীরকম জানত। তাঁরই মুখে আজ রতনের সুখ্যাতি!

রতন কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হ'ল না, সে বল্লে, "মাপ করবেন কুমার-বাহাদুর, আলোচনায় যখন নিজেদের কথা ওঠে, তখন তা বন্ধ করাই উচিত।"

কুমার-বাহাদুর বল্লেন, "আমি সত্য কথাই বলচি, আপনাকে লজ্জিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আপনার সম্বন্ধে আমার যা ধারণা—"

রতন বাধা দিয়ে বল্‌লে, "আমার সম্বন্ধে আপনার এই উচ্চ ধারণার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু দয়া ক'রে অন্য প্রসঙ্গ তুলুন—সুখ্যাতি শুনে' শুনে' আমি শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি!"

এমন সময়ে সুনীতি ও সুমিত্রাকে নিয়ে পূর্ণিমা সেখানে এসে দাঁড়াল।

আনন্দ-বাবু একবার সমুদ্র ও একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "কি চমৎকার রাত্রি! রতন, এখন কথা বন্ধ ক'রে একটি গান গাও।"

রতন বল্‌লে, "তাতে আমি নারাজ নই! আজ আমারও গান গাইতে সাধ হচ্ছে!"

—"পূর্ণিমা, হার্মোনিয়ামটা আন্‌তে ব'লে দে তো মা!"

—"না, না, প্রকৃতির এই স্বাভাবিক উৎসব-সমারোহের মধ্যে একটা কৃত্রিম যন্ত্রের আওয়াজ সব মাধুর্য্য নষ্ট ক'রে দেবে! তার চেয়ে এই পরিপূর্ণ পূর্ণিমাতে যদি পূর্ণিমা দেবীও আমার সঙ্গে তাঁর মধুর কণ্ঠ মেলান, তবে গানটি যথার্থই সকলের ভালো লাগ্‌বে!"

আনন্দ-বাবু বার-বার মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "অবশ্য, অবশ্য!"

বিনয়-বাবু উৎসাহিত হ'য়ে বল্‌লেন, "চমৎকার প্রস্তাব!"

পূর্ণিমা কিন্তু লজ্জিত-মুখে নারাজ হ'য়ে বল্‌লে, "আমি পার্‌ব না!"

সেনগিন্নী বল্‌লেন, "গাও না মা পূর্ণিমা, লজ্জা কি ?"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "উনি একে গাইয়ে মানুষ, তার ওপরে কি গান ধর্‌বেন, আমি পার্‌ব কেন ?"

রতন বল্‌লে, "আমি আপনার জানা-গানই গাইব। আমার গান তো এখানে সবাই শুনেচেন, আজ আপনিও প্রমাণ ক'রে দিন যে, ও-বিদ্যাটি এখানে খালি আমারই একচেটে নয় !"

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "বাজে তর্কে চাঁদের আলো ব'য়ে যাচ্চে —পূর্ণিমা, আমি আর অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌চি না !"

অগত্যা বাধ্য হ'য়ে রতনের সঙ্গে পূর্ণিমা গান ধর্‌লে—

"ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মর্ ফিরে…"

যুক্ত কণ্ঠের মুক্ত সুরের কুহক-মন্ত্রে আকাশে বাতাসে সাগরে চাঁদের আলোতে যেন এক স্বপ্নলোকের কল্পনা-পুলক জেগে উঠ্‌ল —সাম্‌নের ঐ শত তরঙ্গের হিন্দোলায় যেন সেই পুলকই বিশ্ব-কবির ভাষায় আপনার প্রাণের কথা ছন্দে ছন্দে প্রকাশ ক'রে বল্‌ছে আর বল্‌ছে !…সকলেই স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন।

পূর্ণিমা বল্‌লে, "বাবা, সেই বিকেল থেকে রান্নাঘরের গরমে ব'সে আছি, মাথাটা বড় ধরেচে, একবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে বেড়িয়ে আস্‌ব ?"

—"একলা ?"

—"একলা না যেতে দাও, রতন-বাবু আমার সঙ্গে চলুন !"

—"বেশী দূরে যাস্‌নে যেন!"

—"না, এখনি ফিরে আস্‌চি! আসুন রতন-বাবু!"

পূর্ণিমা ও রতন চ'লে গেল। সুমিত্রা নীরবে তাদের দিকে চেয়ে রইল!

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। হঠাৎ আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বিনয়, রতনের মতন ছেলেকে তোমার জামাই করতে সাধ যায় কি না?"

বিনয়-বাবু বিস্ময়-ভরে বল্‌লেন, "হঠাৎ তোমার এ প্রশ্ন কেন?"

—"যা জিজ্ঞাসা করলুম আগে তার জবাব দাও।"

—"এ-কথা তো আমি কখনো ভেবে দেখিনি, এক কথায় কি ক'রে জবাব দিই? তবে রতন যে সুপাত্র, তাতে আর সন্দেহ নেই।"

—"সুধু সুপাত্র নয় বন্ধু, দুর্লভ পাত্র! রূপে-গুণে প্রায় অদ্বিতীয়!"

সেনগিন্নী বল্‌লেন, "কিন্তু বংশগৌরব নেই, আর বড় গরীব। স্ত্রীকে পালন করতে পারবে না।"

কুমার-বাহাদুর আগ্রহের সঙ্গে উৎকর্ণ হ'য়ে সব কথা শুনছিলেন! এখন সেন-গিন্নীর মত্ জেনে তাঁর ঠোঁটের কোণে সকলের অগোচরে আশ্বস্তির একটি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল!

তাঁর বুক থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। রতন্ তা হ'লে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পার্‌বে না।

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "বেশী টাকা আর বেশী গরীবানা, এই দুই-ই মানুষের চরিত্রকে নষ্ট করে। কিন্তু দারিদ্র্যের নিম্ন-স্তরে নেমেও রতন তার চরিত্র হারায়নি, সুতরাং দারিদ্র্য তার পক্ষে সম্মানের।··· সে গরীব কি ধনী আমাদের তা দেখ্‌বার দর্‌কার নেই। আমার তো মনে হয়, রতনের যখন চরিত্র আর মনুষ্যত্ব আছে, আমি অনায়াসে তার হাতে কন্যা সম্প্রদান কর্‌তে পারি। তার যদি পয়সার অভাব থাকে, আমি যা যৌতুক দেব তাইতেই তার সে অভাব মিটে যাবে।"

সকলের মধ্যেই বেশ-একটু উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল—আনন্দ-বাবু রতনের সঙ্গে পূর্ণিমার বিবাহ দিবেন!···সুমিত্রা ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌লে, দূরে চন্দ্রকরোজ্জ্বল সাগরসৈকতে রতন ও পূর্ণিমা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে!

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "কিন্তু রতনের আত্মসম্মানবোধ কি-রকম জান তো? তোমার দেওয়া যৌতুকের টাকার উপর নির্ভর ক'রে সে যে পূর্ণিমাকে বিবাহ কর্‌তে রাজি হবে, আমার তো তা বিশ্বাস হয় না।"

—"আমিও অবশ্য তাই মনে করি। সে-ক্ষেত্রে আমি তাকে সাহায্য কর্‌ব। তার প্রতিভা আছে, পৃষ্ঠপোষকের অভাবেই সে

খালি রোজগার কর্‌তে পার্‌চে না। আমি তার পৃষ্ঠপোষক হব।"

—"তুমি কি সত্যিই রতনকে তোমার জামাই কর্‌বে ব'লে স্থির করেচ?"

আনন্দ-বাবু মস্তক আন্দোলন কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লেন, "স্থির আমি কিছুই করিনি,—যা বল্‌লুম কথার কথা মাত্র! আমি খালি বল্‌তে চাই, রতন আমার জামাই হ'লে আমি খুব সুখী হব। এ কথা রতন বা পূর্ণিমা কেউই জানে না। বিশেষ, রতন আর পূর্ণিমা দুজনেই দুজনের বন্ধু বটে, কিন্তু তারা পরস্পরকে বিবাহ কর্‌তে রাজি হবে কি না, আমিও তা জানি না—অথচ, তাদের সম্মতি আগে দর্‌কার। তবে তারা রাজি হ'লে আমি বাধা দেব না। এ প্রসঙ্গ আর নয়, ঐ ওরা আস্‌চে!"

রতন ও পূর্ণিমা সমুদ্রের ধার থেকে ফিরে এল। সকলেই তাদের দিকে কেমন এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বারংবার তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। রতন তা লক্ষ্য কর্‌লে, কিন্তু কারণ বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

কুমার-বাহাদুর হতাশ ভাবে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, আমি এখনো অগাধ জলে তলিয়ে আছি, কিন্তু এই রতন লোকটা কি ভাগ্য-বান্! এখনো এ জানে না, কি সৌভাগ্য এর জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে! মিঃ ঘোষের সমস্ত সম্পত্তি, আর পূর্ণিমার মত সুন্দরী! এ পেলে আমি এখনি সুনীতিকে ছাড়্‌তে রাজি আছি!"—

ভগবানের অন্যায় পক্ষপাতিতা দেখে কুমার-বাহাদুর একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ কর্‌লেন।

রতনের হঠাৎ সুমিত্রার কথা মনে পড়্‌ল। কিন্তু এদিকে ওদিকে চেয়ে কোথাও তাকে দেখ্‌তে পেলে না!... ... ...রতন ও পূর্ণিমা ফিরে আস্‌বা মাত্র, সকলের অজ্ঞাতে সুমিত্রা সেখান থেকে উঠে' গেছে!

পনেরো

সমুদ্রের উপর দিয়ে রৌদ্রের জ্বলন্ত বন্যা বহে যাচ্ছে—জলধির বিপুল হিন্দোলাকে কল্পনাতীত মণি-মাণিক্যে বিচিত্র ক'রে তুলে'। দুপুর-বেলায় চারিদিকে যেন এক রৌদ্রময়ী রাত্রির নির্জ্জনতা খাঁ খাঁ করছে,—কিন্তু প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব নাট্যশালায় দর্শকের অভাবে সমুদ্র একটুও নিরুৎসাহ হয়ে পড়েনি, তার মত্ত তাণ্ডবের অভিনয়, গম্ভীর স্বর-সাধনা আর প্রবল উচ্ছ্বাস সমানই চলেছে—আর চলেছেই!

রতন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবছে,—হাঁ, আর্টিষ্ট বটে, এই সমুদ্র! আমরা মানুষ-আর্টিষ্ট, বাহবা না পেলে দমে' যাই, টিট্‌কিরি দিলে ভেঙে পড়ি, সমজদার না থাকলে কাজ বন্ধ ক'রে বসি। সমুদ্র কিন্তু এ-সবের কোন ধারই ধারে না, তুমি ভালোই বল আর মন্দই বল সে তাতে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার, সে চায় খালি নিজের মনে নেচে-গেয়ে আপনাকে এই বিরাট বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে বহে যেতে। তার উৎসাহ আসে নিজের ভিতর থেকে,—বাইরে থেকে নয়। এই তো খাঁটি আর্টিষ্টের লক্ষণ! তুমি বাধা দিলেও তার নাচ-গান বন্ধ হবে না, তুমি হাততালি দিলেও

সে বাড়াবাড়ি কর্‌বে না। সমুদ্রকে দেখে আমরা অনেক শিখ্‌তে পারি।

সমুদ্রের পানে চেয়ে রতন অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল।

জান্‌লার ধারে ব'সে সুমিত্রা একখানা ছবির উপরে রঙের তুলি বুলিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মুখ তুলে' ফিরে দেখে' সে বল্‌লে, "কি ভাব্‌চেন রতনবাবু?"

রতন বললে, "বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা কর্‌চি।"

—"কি-রকম?"

—"তুমি ধ্যানী-বুদ্ধের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখেচ?"

—"হুঁ, মিউজিয়মে দেখেচি।"

—"সেই মূর্ত্তির সঙ্গে কখনো সমুদ্রের তুলনা ক'রে দেখেচ?"

—"না, আপনার মত আমি তো দার্শনিক নই, অতটা কষ্ট-কল্পনা কর্‌বার বাতিক আমার নেই।"

—"শোনো সুমিত্রা, এ একটা মৌলিক 'আইডিয়া'! ধ্যানী-বুদ্ধের শিলা-মূর্ত্তি,—নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মতন স্থির। আর এই সমুদ্র—এ হচ্চে গতি-চাঞ্চল্যের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্যে কি নিয়ে তুলনা চলে বল দেখি?"

—"আমি জানি না, আপনার পূর্ণিমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন।"

পূর্ণিমার নামে রতন আহত দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে চাইলে। কিন্তু তার পরেই সহজ স্বরে বল্‌লে, "ধ্যানী-বুদ্ধের মূর্ত্তি নির্ব্বাণ

লাভের জন্যে সাধনায় স্থির। আর সমুদ্রের বিশাল মূর্ত্তি গতির সাধনায় অস্থির! কিন্তু এই স্থিরতা আর অস্থিরতার মধ্যে আশ্চর্য্য একটি মিল আছে, আপন আপন সাধন-সীমার বাইরে অন্য কোন-কিছুর বিষয়েই এরা কেউ একটুও সচেতন নয়। বুদ্ধের স্থিরতাও গম্ভীর, আর সমুদ্রের অস্থিরতাও গম্ভীর। বিশ্ব-ভরা বিপ্লবেও এই স্থিরতা অস্থির বা এই অস্থিরতা স্থির হবে না।...এই দুই বৈচিত্র্যই হচ্চে জগৎসৃষ্টির মূল—এই দুই সাধনার মধ্য দিয়েই মানুষের সভ্যতা চিরকাল সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হ'তে চাইচে। বুঝ্‌লে সুমিত্রা ?"

সুমিত্রা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "উহুঁ! অত বড় বড় কথা আমার এই ছোট মাথায় ঢুক্‌বে না, রতন-বাবু! আপনার পূর্ণিমাও বোধ হয় এ-সব তত্ত্ব শুন্‌তে রাজি হবে না।"

রতন একটু অসন্তুষ্ট ভাবে বল্‌লে, "বার বার তুমি পূর্ণিমার নাম কর্‌চ কেন ?"

—"বার বার তাকে মনে পড়ে ব'লে! সে যে ভারি সুন্দরী।"

রতন বিরক্ত মুখে স্তব্ধ হ'য়ে রইল।

সুমিত্রা বল্‌লে, "আচ্ছা রতনবাবু, আপনি কি বলেন ? সত্যিই কি পূর্ণিমা সুন্দরী নয় ?"

রতন বল্‌লে, "আঃ! কি যে বাজে বক, তার ঠিক নেই!"

—"দোহাই রতনবাবু, আপনি পূর্ণিমার রূপের কিছু উপমা দিন!"

—"উপমা?"

—"হ্যাঁ। এই যেমন বুদ্ধদেবের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা কর্‌লেন, তেম্‌নি আর কোন-কিছুর সঙ্গে তুলনা ক'রে বুঝিয়ে দিন, পূর্ণিমার রূপ কত সুন্দর! বলুন, পূর্ণিমাকে দেখ্‌তে কার মত? আকাশের চাঁদের মত, না বাগানের গোলাপের মত, না রবিবাবুর মানস-সুন্দরীর মত?"

—"সুমিত্রা, দিনে দিনে তোমার মুখ বড় বাচাল হ'য়ে উঠ্‌চে…নাও, এখন দুষ্টুমি বন্ধ ক'রে ছবিখানা তাড়াতাড়ি এঁকে ফেল।"

—"পূর্ণিমা যে জ্যান্ত ছবি, তার কাছে এ তুলির ছবি তুচ্ছ!… পূর্ণিমাকে আমি সুন্দরী বল্‌চি ব'লে আপনি রাগ কর্‌চেন কেন, রতনবাবু? সুন্দরকে সুন্দর বল্‌ব না?"

—"হঠাৎ পূর্ণিমাকে সুন্দর বল্‌বার জন্যে তোমার এতটা আগ্রহ হ'ল কেন বল দেখি?"

—"কেন, পূর্ণিমা কি সুন্দরী নয়?"

—"আমি কি সে-কথা অস্বীকার কর্‌চি?"

—"তবে পূর্ণিমার রূপের উপমা দিতে এমন আপত্তি কর্‌চেন কেন?"

—"উপমা আবার দেব কি ?"

—"তবে কি আপনি বল্‌তে চান্‌, পূর্ণিমার রূপের উপমা নেই ?"

—"আমি কিছু বল্‌তে চাই না।"

—"না, আপনাকে বল্‌তেই হবে"—ব'লে সুমিত্রা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে আবার বল্‌লে, "আচ্ছা, পূর্ণিমা কি আমার দিদির চেয়ে সুন্দরী ?"

—"আমি জানি না।"

—"আমার চেয়ে ?"

—"তুমিও সুন্দর, পূর্ণিমাও সুন্দর। কেমন, তোমার আগ্রহ মিট্‌ল ত ?"

—"এ-কথা আপনি আমার সামনে চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে বল্‌চেন !"

—"না, আমি সত্যি কথাই বল্‌চি।"

—"কিন্তু কে বেশী সুন্দর—আমি, না পূর্ণিমা ?"

—"জানি না। সৌন্দর্য্য আনন্দের জিনিষ, তা নিয়ে তুলনায় সমালোচনা চলে না।"

—"আচ্ছা, আপনি পূর্ণিমাকে খুব ভালোবাসেন,—না ?"

—"আমি পূর্ণিমাকে, তোমাকে, তোমার বাবা, মা, দাদা, আর দিদিকে—সবাইকে ভালোবাসি। কেমন, আর কিছু জান্‌তে চাও কি ?"

—"আচ্ছা, পূর্ণিমাকে আপনি বিয়ে কর্‌তে রাজি আছেন ?"

রতন একটু সচকিত হ'য়ে সুমিত্রার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। এতক্ষণ সে ভাব্‌ছিল, সুমিত্রা তার স্বভাবিক সরলতার জন্যেই বালিকার মতন অমন-সব প্রশ্ন কর্‌ছে, কিন্তু এখন তার মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগান দিলে। এ সরলতার আড়ালে যেন কোন উদ্দেশ্য আছে ! সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, সুমিত্রা কি তার মনের ভিতরে ছিপ্‌ ফেল্‌তে চাইছে ? কিন্তু, কেন ?

সুমিত্রা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "রতনবাবু, চুপ ক'রে রইলেন যে ?… …ও, বুঝেচি, পূর্ণিমাকে বিয়ে কর্‌তে আপনার আপত্তি নেই।"

রতন ক্রুদ্ধ স্বরে বল্‌লে, "অবশ্যই আছে। তুমি জান, আমি গরীব, এমন অসম্ভব কথা কোনদিন আমি মনেও ভাবিনি।"

—"কিন্তু অসম্ভবও সম্ভব হ'তে পারে।"

—"সম্ভব হ'লেও আমি রাজি হব না !"

—"কেন, রতনবাবু ?"

—"আমি গরীব।"

—"পূর্ণিমাকে বিয়ে কর্‌লে আপনি আর গরীব থাক্‌বেন না।"

—"না, আমি গরীবই থাক্‌তে চাই, ধনীর মেয়েকে বিয়ে ক'রে ধনী হবার সাধ আমার নেই।"

—"আপনি পূর্ণিমাকে ভালোবাসেন, তবু তাকে বিয়ে কর্‌বেন না ?"

—"পূর্ণিমা আমার বন্ধু, তার মধ্যে তুমি বিবাহের কথা তুল্‌চ কেন?… …আর দেখ সুমিত্রা, আমি ইচ্ছা করি না যে, এই-সব বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে তুমি কথা কও।"

—"কেন কইব না ? পূর্ণিমা আপনার বন্ধু, আর আমি বুঝি আপনার কেউ নই ?"

—"তুমি আমার ছাত্রী।"

সুমিত্রা মুখ ভার ক'রে আবার ব'সে পড়্‌ল। সে আজ সত্যসত্যই রতনের মনের ভিতরটা তলিয়ে দেখবার ফিকিরে ছিল, কিন্তু এত কথার পরেও তার চেষ্টা সফল হ'ল না।

খানিক পরে রতন বল্‌লে, "সুমিত্রা, কণারকে যাবে ?"

—"সে আবার কোথায় ?"

—"এখান থেকে আঠারো মাইল দূরে একটা জায়গা।"

—"সেখানে কি আছে ?"

—"একটা ভাঙা মন্দির।"

—"তাই দেখ্‌তে অত দূরে কে যায় ?"

—"তোমরা না যাও, আমি যাচ্চি।"

—"একলা ?"

—"না, আনন্দবাবু যাবেন, পূর্ণিমা যাবেন।"

—"কবে যাচ্চেন ?"

—"পরশু।"

সুমিত্রা হেঁট হ'য়ে ছবির উপরে রং ফলাতে লাগ্‌ল।

রতন বল্‌লে, "তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে' দেখ্‌ব, যদি তিনি যান।"

সুমিত্রা জবাব দিলে না।

রতন ঘরের কোণে গিয়ে একখানা বই নিয়ে চেয়ারের উপরে ব'সে পড়্‌ল।... ...

ছবির উপরে রঙের শেষ প্রলেপ দিয়ে, সুমিত্রা উঠে' দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "ছবিখানা কেমন হ'ল দেখুন।"

রতন হাত বাড়িয়ে সুমিত্রার হাত থেকে ছবিখানা নিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

সুমিত্রা একটু ইতস্তত ক'রে বল্‌লে, "রতনবাবু, আমিও আপনাদের সঙ্গে কণারকে যাব!"

—"হঠাৎ যে তোমার মত বদ্‌লে গেল ?"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আমার মত, আমি বদ্‌লাতে চাই বদ্‌লাব—যা-খুসি কর্‌ব, তার জন্যে আপনার কাছে জবাবদিহি কর্‌তে যাব কেন ?"

ষোলো

কিন্তু এ-বাড়ীর কেউই কণারকে যেতে রাজি হলেন না।

বিনয়-বাবুর সর্দ্দি হয়েছে, সারারাত খোলা মাঠে ঠাণ্ডা লাগাতে নারাজ। সন্তোষ চিল্কা দেখ্‌তে গিয়েছে। সেনগিন্নির যাবার ষোলআনা ইচ্ছা থাক্‌লেও স্বামীকে একলা রেখে যেতে পার্‌লেন না। কাজেই সুমিত্রা বাধা পেয়ে মুখখানি চুন ক'রে রইল! অগত্যা বিনয়-বাবু তার মুখ দেখে বল্‌লেন, "আচ্ছা সুমি, তোর যদি এতই সাধ হ'য়ে থাকে, আনন্দের সঙ্গে তুই কণারকে যেতে পারিস্‌।" বাবার হুকুম পেয়ে সুমিত্রার মুখে হাসি আর ধরে না।

মেসার্স বাসু-চ্যাটো-কুমার-বাহাদুরদের কাছেও রতন কণারকে যাবার প্রস্তাব তুলেছিল। শুনে' মিঃ বাসু গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে নির্ব্বাক্ আপত্তি জানালেন, মিঃ চ্যাটো প্রচণ্ড হাস্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লেন এবং কুমার-বাহাদুরও তাঁর দেখাদেখি হাস্‌তে সুরু কর্‌লেন—যদিও নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌লেন না যে, তিনি কেন হাস্‌ছেন।

রতন বল্‌লে, "মিঃ চ্যাটো, আপনার এই দুর্ব্বোধ হাস্যের কি কোন গূঢ় রহস্য আছে? আমি ত আপনাকে মোটেই হাসাবার চেষ্টা করিনি!"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "আঠারো মাইল মরুভূমি পার হ'য়ে, সারারাত কষ্টভোগ ক'রে কণারকে গিয়ে কি দেখ্‌ব? না, শ্মশানের মধ্যে একরাশ ভাঙা পাথর! এমন পাগ্‌লামির প্রস্তাবও কি হাস্যকর নয়?"

—"কেন, হাস্যকর কি-জন্যে?"

—"এতে লাভ হবে কি?"

—"ভারতীয় আর্টের চরমোৎকর্ষ দেখে' চোখকে সার্থক কর্‌তে পার্‌বেন!"

—"যে আর্ট অনেকদিন আগে ম'রে গেছে, যার মধ্যে আর জীবন নেই, নতুন সৃষ্টি নেই, যা আর বর্ত্তমানের কাজে লাগ্‌বে না, তাকে দেখে ফল কি, রতনবাবু?"

—"মিঃ চ্যাটো, আপনার মত শিক্ষিত লোকের মুখে এ কথা শুনে' দুঃখিত হলুম। প্রথমতঃ, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আর্ট্ কখনো মরে না, তা অমর, কালের চঞ্চল প্রবাহ তার কাছে এসে স্তম্ভিত হ'য়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, লাভ-লোক্‌সানের খাতা খুলে আর্টের বিচার চলে না, কারণ কোন টাঁকশালেই আজ পর্য্যন্ত আর্ট্ তৈরি হয়েছে ব'লে শোনা যায়নি। আর্ট আমাদের পকেট ভারি করে না, কিন্তু রসিককে স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদ দেয়। আর্ট আমাদেরকে আপিসের কাজে নামায় না, কিন্তু কাজের ছুটির সময়ে আমাদের মনের খোরাক যোগায়। আর্টের মধ্যে উদ্দেশ্য খোঁজ

কর্‌লে আপনারা হতাশ হবেন,—আর্ট হচ্ছে আর্ট—সে দালালের পণ্য, 'শেয়ার মার্কেটের শেয়ার', ব্যারিষ্টারের 'ব্রিফ', ডাক্তারের 'প্রেস্‌ক্রিপশন্‌', উমেদারের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন, ছাত্রের হিতোপদেশ বা সমাজপতির হুঙ্কার নয়—আর্টের একমাত্র পরিচয় আর্ট—ওকালতি, ডাক্তারি, কেরাণীগিরি ও সওদাগরি ছাড়াও যে মানুষের অন্য কাজ আছে, আর্ট তারই সাক্ষ্য! ভারতবর্ষ যে চির-দিন পশুর মত রক্তমাংসের সাধনা বা জীবন-সংগ্রামের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে থাকেনি, ভারতের প্রাচীন আর্টই তার জলন্ত প্রমাণ। কণারক আমাদের সেই গৌরবময় অতীতের একটি প্রধান কেন্দ্র, তাই আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত।"

মিঃ বাসু একটা হাই তুলে' মুখভঙ্গি ক'রে বল্‌লেন, "অতীত, অতীত, কেবল অতীত! এই অতীত অতীত ক'রেই আমাদের জাতিটা অধঃপতনে যেতে বসেচে!"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "আমি চাই বর্ত্তমান, আমি চাই ভবিষ্যৎ! বর্ত্তমানের সাধনা কর্‌তে পেরেচে ব'লেই য়ুরোপ আজ এত বড়।"

একটা-কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত ভেবে কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "নিশ্চয়!"

রতন বল্‌লে, "অতীত হচ্ছে বর্ত্তমানের সূতিকাগার, ভবিষ্যতের আশা! এমন দেশ দেখাতে পারেন, অতীতের সাহায্য না নিয়ে যে বড় হ'তে পেরেচে?"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "আমেরিকা!"

—"আমেরিকা? আমেরিকা কি কোন একটিমাত্র জাতির স্বদেশ? সে তো দুনিয়ার নিখিল-জাতির সমন্বয়-ক্ষেত্র বা মিলন-ভূমি! তার অতীত তাই নিজের মধ্যেই আবদ্ধ নয়—য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস খুঁজে' দেখুন, আমেরিকার অতীতকে সেই-খানেই পাবেন। য়ুরোপের অতীত থেকেই আমেরিকার বর্ত্তমান রসসংগ্রহ করে—কারণ আমেরিকার জন্ম হয়েচে য়ুরোপে। তাই ফি বৎসরেই হাজার হাজার আমেরিকান্ যাত্রী রোম, পম্পিআই ও গ্রীসের পার্থেননের ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে ছুটে' যায়। কেবল এইটুকুতেই তারা তুষ্ট নয়, সমগ্র মানব-সভ্যতার অতীতকে দেখে' শিক্ষালাভ কর্‌বার জন্যে তারা সেই সুদূর থেকে আসে ব্যাবিলনের ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপে, মিশরের জীর্ণ পিরামিডের ছায়ায়, ভারতের চূর্ণ-বিচূর্ণ বিজন পরিত্যক্ত গুহা-মন্দিরের মধ্যে। আপনারা এদের কি বল্‌তে চান্?"

মিঃ বাসু কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ কর্‌লেন, মিঃ চ্যাটো ধূমপান কর্‌তে লাগ্‌লেন, এবং কুমার-বাহাদুর রতনের কথার একটা যুৎসই জবাব দিতে গিয়ে কোন কথাই বল্‌তে পার্‌লেন না।

বিনয়-বাবু স্তব্ধভাবে ব'সে ব'সে এই আলোচনা শুনছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি বল্‌লেন, "রতন, তোমারই জিৎ, এঁরা তিন-জনেই অসম্ভব-রকম হেরে গেছেন।"

মিঃ বাসু ক্রুদ্ধস্বরে বল্‌লেন, "হেরে গেছি কি-রকম ?"

বিনয়-বাবু হেসে বল্‌লেন, "তর্কে মুখবন্ধ করা হারেরই লক্ষণ।"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "অকারণ তর্কে সময় নষ্ট করতে আমার আপত্তি আছে। এটা যদি হারের লক্ষণ হয়, তা হ'লে আমরা অবশ্য নাচার।"

কুমার-বাহাদুর যৎপরোনাস্তি গম্ভীরকণ্ঠে বল্‌লেন, "এ-কথা আমিও স্বীকার করি। আমাদের খুসি, আমরা কণারকে যাব না! এজন্যে এত জবাবদিহির দরকার হচ্ছে কেন, তা তো আমি কোনমতেই বুঝ্‌তে পার্‌চি না!"

রতন হেসে বল্‌লে, "কুমার-বাহাদুর সত্যি কথাই বল্‌চেন।"

কুমার-বাহাদুর গর্ব্বিতভাবে বল্‌লেন, "কারণ সত্যি কথা বলাই আমার স্বভাব! আমরা কণারকে যাব না, আর এটা হচ্ছে আমাদের খুসি!"

রতন বল্‌লে, "নিশ্চয়! তবে কি জানেন কুমার-বাহাদুর, অন্ধ যদি হঠাৎ কঠোর প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে—'আমি চাঁদ দেখ্‌ব না', তবে সে প্রতিজ্ঞার মধ্যে কতখানি তার খুসি, আর কতখানি যুক্তি আছে, তা বিচার ক'রে না দেখ্‌লে চলবে কেন ?"

মিঃ চ্যাটো মুখ রক্তবর্ণ ক'রে অধীর স্বরে বল্‌লেন, "রতনবাবু রতনবাবু! আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন কর্‌চেন! আপনার এ-কথার অর্থ কি ?"

—"অত্যন্ত স্পষ্ট। এজন্যে মানের বই খুল্‌তে হবে না"—এই ব'লেই রতন সেখান থেকে উঠে, আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

মিঃ চ্যাটো মনে মনে বল্‌লেন, "তোমার এই দর্প আরো কতদিন থাকে, আমি তা দেখ্‌বই দেখ্‌ব!"

সতেরো

ধূ-ধূ করছে সীমাহীন মরুভূমি! চারিদিক্ মৃত্যুর স্তব্ধ হৃদয়ের মত নীরব, মাঝে মাঝে নিঝুম রাতের কাণের কাছে বাজ্‌ছে শুধু ঝুম্ ঝুম্ ক'রে ঝিঁঝির ঝুম্‌ঝুমি, মাথার উপরে মেঘ-তোরণের সাম্‌নে স্বপ্নপুরীর প্রহরীর মত জেগে আছে কেবল চাঁদের উজ্জ্বল মুখ!

বালুকা-শয্যার বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে একটি গোযান-চক্র-চিহ্নিত সঙ্কীর্ণ পথের রেখা দৃষ্টির আড়ালে কোথায় কতদূরে তলিয়ে গেছে, তারই উপর দিয়ে ছ-খানা গরুর গাড়ী ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে কর্কশ চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে এগিয়ে চলেছে।

আনন্দবাবু, রতন, পূর্ণিমা ও সুমিত্রা,—প্রত্যেকের জন্যেই এক-একখানা গাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছে! সর্ব্ব-প্রথমের ও সর্ব্বশেষের দুখানা গাড়ীর ভিতরে আছে দুজন দরোয়ান ও দুজন চাকর।

খানিক পরেই রতন গাড়ীর ভিতর থেকে নেমে পড়্‌ল। তার দেখাদেখি নাম্‌ল পূর্ণিমা। আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "ব্যাপার কি রতন, সবাই গাড়ী ছেড়ে হঠাৎ নাম্‌লে কেন?"

রতন বল্‌লে, "গরুর গাড়ী আমাদের দেহ নিয়ে যে-রকম উৎসাহে লোফালুফি খেলা সুরু করেচে, তাতে নেমে পড়াই সুবিধে বিবেচনা করচি।"

আনন্দবাবু বল্‌লেন, "হ্যাঁ, আমরা সবাই বিংশ শতাব্দীর 'মোটর'-যুগের মানুষ, সত্যযুগের এ বিশেষত্ব আমাদের ধাতে সহ্য হবে কেন? আমি কিন্তু তবু গাড়ী ছাড়্‌তে রাজি নই, কারণ সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, বুড়ো হাড়ে আদাড়ে পাঁদাড়ে হাঁটাহাঁটি সইবে না।"

রতন আর পূর্ণিমা গাড়ী পিছনে রেখে এগিয়ে চল্‌ল—বালির উপরে জুতো প'রে চল্‌তে অসুবিধে ব'লে সুধু-পায়ে।

একটু পরেই একটা ধারাবাহিক অস্ফুট-গম্ভীর ধ্বনি শোনা গেল—সে ধ্বনি যেন আস্‌ছে বিশ্বের হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে, শুন্‌লে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে।

পূর্ণিমা সবিস্ময়ে বল্‌লে, "ও কিসের শব্দ?"

—"মরুভূমির কান্না!"

—"মরুভূমির কান্না?"

—"হ্যাঁ, কবির কানে তাই মনে হবে। কিন্তু আসলে ও হচ্ছে সমুদ্রের হাহাকার। তৃষ্ণার্ত্ত মরুকে স্নিগ্ধ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌চে সে যুগ যুগ ধ'রে, কিন্তু পার্‌চে না ব'লে অশ্রান্ত হাহাকারে ফেটে পড়্‌চে! এই হাহাকারের ভিতর দিয়েই আমাদের কণারকের শিল্প-স্মৃতি-সমাধি দেখ্‌তে যেতে হবে।"

আশে-পাশে বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি, আলো-আঁধারির রহস্য গায়ে মেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সৃষ্টির প্রথম

দিন থেকে তাদের পায়ের তলা দিয়ে কালের অদৃশ্য স্রোত বহে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে কারুরই কোন খেয়াল নেই !

পূর্ণিমা বল্‌লে, "উঃ, চারিদিক্ কি নির্জ্জন! এ নির্জ্জনতা যেন হাত দিয়ে অনুভব করা যায় !"

রতন বল্‌লে, "আমরা যেন পৃথিবীর সেই প্রথম রাত্রে ফিরে গেছি, যেদিন বিশ্বের মধ্যে একাকী ব'সে প্রকৃতি ধ্যানস্থ হ'য়ে থাক্‌ত। মাথার উপরে ঐ অনন্ত আকাশ, সাম্‌নে অনন্ত রজনী, চারিদিকে অনন্ত মরুভূমি আর ওদিকে অনন্ত সাগর, অনন্তের এই মহোৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা যেন চলেচি—"

—"সৃষ্টির সেই আদি দম্পতির মত !"

রতন ফিরে দেখ্‌লে, তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সুমিত্রা।

—"সুমিত্রা ?"

—"হ্যাঁ। কেমন রতন-বাবু, আমার উপমা ত ঠিক হয়েচে ?"

—"তুমি যে গাড়ী থেকে নেমে এলে বড় ?"

—"কেন, আপনারা নাম্‌তে পারেন, আমিও পারব না কেন ? ভগবান কি আমাকেও একজোড়া পা উপহার দেন নি ?"

—"কিন্তু তোমার ঠাণ্ডা লাগ্‌তে পারে।"

—"ঠাণ্ডা ত আমারই একচেটে সম্পত্তি নয়, যে আমিই কেবল একলা ভোগ করব। তবে আপনার যদি আপত্তি থাকে ত বলুন, আমি না-হয় ফিরেই যাচ্ছি।"

—"না, না, আপত্তি আবার কিসের! তবে—"

—"তবে আমার জন্যে আপনার কবিত্ব-স্রোতে ভাঁটা পড়তে পারে,—কেমন, আপনি এই কথা বলতে চান তো? ভয় নেই, আমি পিছনে পিছনে খালি শ্রোতাই হ'য়ে থাকব, কোন বাধা দেব না।"

রতন আর কিছু বললে না।

পূর্ণিমা হেসে বললে, "সুমিত্রা, তুমি এত কথা শিখলে কোত্থেকে?"

সুমিত্রা বললে, "জানি না। বোধ হয় গেল-জন্মে আমি তোতাপাখী ছিলুম। অন্ততঃ আমার বাবা তো প্রায়ই এ-কথা ব'লে থাকেন।"

তিনজনে পাশাপাশি চলতে লাগল—অনেকক্ষণ। রতন সুমিত্রার উপরে সত্যসত্যই চ'টে গিয়েছিল—সেই 'আদিদম্পতি' ব'লে অশোভন ইঙ্গিতের জন্যে। কাজেই কথা-বার্ত্তা আর বড় হ'ল না।... ...

পূর্ণিমা হঠাৎ বললে, "রতন-বাবু, দেখুন—দেখুন, কী ও-গুলো?"

—"হরিণ।"

শুনেই সুমিত্রা তাদের দিকে ছুটে' গেল। কিন্তু খানিক দূর যেতে না যেতেই হরিণের পাল একটা বালিয়াড়ির আড়ালে

অদৃশ্য হ'ল। সুমিত্রা ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, "হরিণগুলো ভারি দুষ্টু!"

আরো কিছুদূর এগিয়ে পূর্ণিমা বল্‌লে, "এইবার আমার পা ব্যথা করচে, গাড়ীতে ফিরে যাই।"

রতন বল্‌লে, "তুমিও যাও সুমিত্রা।"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আর আপনি?"

—"আমি এখন যাব না, আজকের এই রাত আমার বড় ভালো লাগ্‌চে।"

—"তবে আমারও সেই মত জান্‌বেন, গাড়ীর গর্ত্তের মধ্যে এত শীঘ্র আমার ঢুক্‌তে ইচ্ছে কর্‌চে না।"

পূর্ণিমা একলাই ফিরে গেল।... ...

আরো খানিকটা এগিয়ে সুমিত্রা পিছন ফিরে' দেখ্‌লে, বালু-প্রান্তরের মাঝখানে এক জায়গায় কতকগুলো তালগাছ—পাছে মরুভূমি ছিনিয়ে নেয় যেন এই ভয়েই—একসঙ্গে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরই পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে চাঁদকে—ঠিক একখানি ছবির মত!

সুমিত্রা উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল, "দেখুন রতন-বাবু!"

রতন ফিরে দেখে' বল্‌লে, "হুঁ, চমৎকার!"

—"কিন্তু এ দৃশ্য আরো চমৎকার হ'ত, পূর্ণিমা যদি এখানে থাক্‌ত। না রতন-বাবু?"

রতন রাগ ক'রে বল্লে, "সুমিত্রা, তোমার বাচালতা আর আমার ভালো লাগ্‌চে না। তুমি ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।"

সুমিত্রা বল্লে, "আমাকে যে আপনার ভালো লাগে না, আমি তো তা জানিই। আমি আস্‌বার আগে আপনি কত কথা কইছিলেন, কিন্তু আমি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি যেন মুখে তালা-চাবি দিয়ে আছেন।"

—"হ্যাঁ, তার কারণ, তুমিই এসেই এমন একটা অভদ্র ইঙ্গিত করেছিলে, যার পরে আর কথা কওয়া চলে না।"

—"অভদ্র ইঙ্গিত?"

—"হ্যাঁ, অভদ্র ইঙ্গিত। পূর্ণিমা কি মনে করেচেন, তা জানি না।"

—"ভয় নেই, পূর্ণিমা রাগ করে ত আমার উপরেই কর্‌বে, আপনার উপরে নয়। পূর্ণিমার রাগকে আপনি ভয় কর্‌তে পারেন —আমি করি না।"

রতন অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বল্লে, "সুমিত্রা! ফের তুমি ঐ সুরে কথা কইচ?"

—"হ্যাঁ, আমার খুসি, আমি এই ভাবেই কথা কইব!"

রতন দাঁড়িয়ে প'ড়ে বল্লে, "অমন অভদ্রভাবে আর একটি কথা বল্লে, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক থাক্‌বে না।"

—"সম্পর্ক রাখ্‌তে না চান, রাখ্‌বেন না।

—"বেশ!" ব'লে রতন তাড়াতাড়ি সাম্‌নের দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

খানিক পরে পিছন ফিরে' দেখ্‌লে, সুমিত্রা তার সঙ্গে নেই। প্রথমে সে ভাব্‌লে, সুমিত্রা গাড়ীতে ফিরে' গেছে। কিন্তু তার পরেই দেখ্‌লে, গাড়ীগুলোর একখানাও নজরে পড়্‌ছে না। একটা মস্ত বালির পাহাড় তার দৃষ্টিকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভয় হ'ল, সুমিত্রা যদি একলা পথ ভুলে অন্যদিকে গিয়ে পড়ে! রতন ব্যস্তভাবে আবার ফিরে' চল্‌ল।

কিন্তু বেশীদূর আর আস্‌তে হ'ল না, একটু এগিয়ে এসেই রতন অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌লে, পথের ধারেই একটা কাঁটা-ঝোপের পাশে, সুমিত্রা দুই হাঁটুর মাঝে মুখ রেখে চুপ করে' বসে' আছে!

রতন তার কাছে গিয়ে বল্‌লে, "একি সুমিত্রা, এখানে এমন ক'রে বসে কেন?"

সুমিত্রা পাথরের মূর্ত্তির মতই নিসাড় হ'য়ে ব'সে রইল।

—"সুমিত্রা! শুন্‌চ? লক্ষীটি, ওঠ!"

সুমিত্রা জবাব দিলে না, মুখও তুল্‌লে না।

অদূরে গাড়োয়ানদের গলা পাওয়া গেল। রতন ব্যস্ত কণ্ঠে বল্‌লে, "ওঠ, ওঠ—সুমিত্রা! আনন্দ-বাবু যদি দেখ্‌তে পান, তা হ'লে কি ভাব্‌বেন বল দেখি?"

সুমিত্রা আস্তে আস্তে মুখ তুললে। পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় রতন দেখ্‌লে, সুমিত্রার চোখে ও কপালে কি চক্‌চক্‌ ক'রে উঠ্‌ল! অশ্রু?

রতন সবিস্ময়ে বল্‌লে, "অঁ্যা, সুমিত্রা! তুমি কাঁদ্‌চ? কেন, আমি কি তোমাকে—"

সুমিত্রা বিদ্যুতের মতন দাঁড়িয়ে উঠে' তীব্র স্বরে বল্‌লে, "কেন আপনি আমাকে বিরক্ত কর্‌চেন? আপনার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?"—বল্‌তে বল্‌তে সে দ্রুতপদে গাড়ীর দিকে চলে গেল।

রতন হতভম্বের মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

আঠারো

মরুভূমির বুকের উপরে পরীর স্বপনের মতন অপূর্ব্ব এক তপোবন—ফলে-ফুলে শ্যামলতায় মনোরম। কণারকের কালো দেউলের ভাঙা ললাটের উপরে সূর্য্যের প্রথম হাসির আল্‌পনা ফুটে উঠেছে। মানুষ এই সূর্য্য-মন্দিরকে আজ ত্যাগ ক'রে গেছে বটে, দেবতা কিন্তু এখনো তাঁর প্রাচীন আশ্রমকে ভুল্‌তে পারেন-নি, তাই এখনো প্রতিদিন তিনি সারাবেলা এই মন্দিরের দিকে স্থির ও নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন এবং যে বিগ্রহশূন্য শিল্পবিচিত্র রত্ন-বেদীর তলায় আজ আর একটি ভক্তের মাথাও নত হয় না, এবং একটি পূজার ফুলও নিবেদিত হয় না, আজও তার উপরে প্রত্যহ তিনি নিজের আলোক-হস্তের পবিত্র স্পর্শ সস্নেহে বুলিয়ে দিয়ে যান!

মানুষ ভুলেছে, কিন্তু বনের পাখী ভোলে-নি! কণারকের বিজন শ্যামলতা তাদের স্তবগানে সুমধুর হয়ে উঠেছে।...... ডাক-বাংলোর আঙিনায় আনন্দ-বাবু একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে চুপ ক'রে ব'সে আছেন এবং তাঁর সাম্‌নে মরুভূমির বিশুষ্ক তৃষ্ণা সাগরের অনন্ত নীলিমার দিকে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছে।

আনন্দ-বাবু অভিভূত কণ্ঠে বল্লেন, "রতন, তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌ব!"

রতন বল্লে, "কেন বলুন দেখি?"

—"এমন স্বর্গের সন্ধান দিয়েচ ব'লে। এই ভাঙা দেউলের প্রাচীন স্মৃতি, মরুর বুকে এই কল্পনাতীত শ্যামলতা, আকাশের এই অগাধ নীলিমা, সূর্য্যের এই অবাধ আলো, বনের পাখীর এই স্বাধীন গান আর প্রভাতের এই অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা,—এরা সমস্ত মিলে আমাকে একেবারে বিভোর ক'রে তুলেচে! আর যে আমার ফির্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না!—স্বর্গ, স্বর্গ, এই তো স্বর্গ!"

পূর্ণিমা বল্লে, "কিন্তু বাবা, এ স্বর্গে মশার অত্যাচার বড় বেশী, কাল সারা রাত আমাদের ঘুম হয়-নি, সে-কথা কি এখনি ভুলে গেলে?"

আনন্দ-বাবু বল্লেন, "আজ সকালের এই আনন্দের প্রলেপে কালকের রাতের কষ্ট আমার তুচ্ছ মনে হচ্ছে।"

পূর্ণিমা বল্লে, "কিন্তু আমি যে ভুল্‌তে পার্‌চি না, বাবা! দেখনা আমার গায়ে এখনো মশার হুলের স্মৃতিচিহ্ন রয়েচে! আজ রাত্রে আমি আর কিছুতেই স্বর্গবাস কর্‌তে রাজি নই।"

কিন্তু মশার এমন সুতীক্ষ্ণ হুলও আনন্দ-বাবুর আনন্দকে কিছু-মাত্র দমাতে পারে-নি। তিনি মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে বার বার উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "চমৎকার জায়গা, চমৎকার

জায়গা! রতন, সেকালে এখানে যারা মন্দির গড়েছিল, তারা সকলেই নিশ্চয় কবি ছিল!"

রতন বললে, "খালি এখানে কেন আনন্দ-বাবু, ভারতের প্রাচীন শিল্পীরা সর্ব্বত্রই কবিত্বের পরিচয় দিয়েচেন। ইলোরা, অজন্তা, এলিফান্টা, কারলী, সালসতী, সাঞ্চী, ভরত, সারনাথ, গান্ধার, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, বুদ্ধগয়া—এ-সমস্তই প্রকৃতির কোলের ভিতরে সাজানো আছে। একালেই শিল্পীরা হয়েচে সহরের দোকানদারের মত—কিন্তু সেকাল ছিল কবিত্বের যুগ, আসল আর্টিষ্টের জন্ম সম্ভব হয়েছিল তাই তখনকার দিনেই।...কিন্তু সুমিত্রাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, সে কোথায় গেল?"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "সে বেড়াতে যাচ্ছি ব'লে ঐদিক্‌পানে গিয়েচে। আচ্ছা রতন-বাবু, কাল সকাল থেকে সুমিত্রা এমন মন-মরা হয়ে আছে কেন, বল্‌তে পারেন? যে মানুষ হর্‌বোলার মতন দিন-রাত বুলি না কেটে থাক্‌তে পারে না, তার মুখ হঠাৎ এমন বন্ধ হয়ে যাওয়া আশ্চর্য্য নয় কি?"

সুমিত্রার মুখ কেন যে বন্ধ হয়েছে, রতন তা ভালো-রকমই জানে। পরশু রাতের সেই ব্যাপারের পর থেকে সুমিত্রা আর রতনের সঙ্গে একটিও কথা কয়-নি—এমন-কি পূর্ণিমার সঙ্গেও আর ভালো ক'রে কথা কইছে না। সকলের মধ্যে থেকেও নিজেকে সে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে। আসল কারণ এখনো

কেউ ধর্‌তে পারে-নি বটে, কিন্তু রতন বেশ বুঝ্‌লে যে, সুমিত্রার এই অশোভন ব্যবহার আরো বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'তে দেওয়া উচিত নয়। তার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন কর্‌বার জন্যে রতন উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আপনারা বসুন, আমি সুমিত্রাকে খুঁজে নিয়ে আসি।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "শীগ্‌গির আস্‌বেন, নইলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

বাংলোর হাতা থেকে বেরিয়ে, রতন চারিদিকে তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজ্‌লে, কিন্তু সুমিত্রাকে কোথাও দেখ্‌তে পেলে না। তখন সে ভাব্‌লে, সুমিত্রা এতক্ষণে বোধ হয় অন্য পথে বাংলোতে ফিরে গিয়েছে।······সে আন্‌মনে ভাঙা মন্দিরগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল; ওদিকে চা যে ঠাণ্ডা হচ্ছে সে খেয়াল আর মোটেই রইল না।

মন্দিরের আপাদমস্তক জুড়ে লতা-পাতা-ফুল, পশুপক্ষী আর পাথরে-গড়া জনতা ভিড় ক'রে আছে—শিল্পীর বিচিত্র পরিকল্পনায় সেই জড় শিলাস্তূপ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে! শত শত ভাবের খেলা, অগুন্তি ভঙ্গীর লীলা, রূপ ও ছন্দের মেলা; মন্দিরের যতটুকু টিকে আছে, ততটুকুরই সূচ্যগ্রপরিমাণ স্থানের মধ্যে যেন প্রজাপতির পাখ্‌নার মতন অপূর্ব্ব কারুকার্য্যের বাহার! এক শূন্যচুম্বী প্রকাণ্ড মন্দীরকে এমন ভাবে কুঁদে' কুঁদে' তৈরি কর্‌তে যে কি বিপুল ধৈর্য্যের আবশ্যক, রতন অবাক্ হয়ে তা ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

মন্দিরের টঙে গুম্বজের তলায় অনেকগুলো বড় বড় মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলোকে একবার ভালো ক'রে পরখ কর্‌বার জন্যে রতন উপরে উঠ্‌ল···সেখান থেকে চারিদিকে দেখা গেল ধূ-ধূ কর্‌ছে সীমাহীন বালু-প্রান্তর, পৃথিবী যেন তার সমস্ত শ্যামল সম্পদ্ ফেলে অসীমের উদ্দেশে বিবাগী হয়েছে! দূরে—দিক্‌চক্র-বালরেখার পাশে ঠিক যেন একটি নীল-পেন্সিলের দাগ টেনে সূর্য্যকরদীপ্ত সমুদ্র কোথায় চ'লে গেছে! দূর থেকে সমুদ্রের বিশালতা আর বুঝ্‌বার যো নেই, তাকে মনে হচ্ছে একটি সুদীর্ঘ নদীর রেখার মত!···রতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কল্পনায় দেখ্‌তে লাগ্‌ল সেদিনের সেই হারিয়ে-যাওয়া চিত্রকে,—মহাসাগরের লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ যে-দিন গম্ভীর মেঘমল্লারে উচ্ছ্বসিত হয়ে, প্রচণ্ড আবেগোল্লাসে কণারকের অর্ক-মন্দিরের পাষাণ-সোপান-তলে এসে মাথা নত ক'রে লুটিয়ে পড়্‌ত!··· ··· ···

প্রধান মন্দির কবে ভেঙে পড়েছে, এখন কেবল মন্দিরের নীচের সামান্য অংশ টিকে আছে—উপর থেকে সেখানটা দেখ্‌তে মস্ত একটা কূপের গর্ভের মত। রতন আস্তে-আস্তে তার মধ্যে নাম্‌ল। ভগ্ন-মন্দির-গর্ভে এখনো মসৃণ পাথরের রত্নবেদী দেবতাশূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেদীর দিকে দুই পা এগিয়েই রতন সচমকে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল···সেইখানে, বেদীর গায়ে ঠেসান্ দিয়ে, চুপ ক'রে ব'সে আছে সুমিত্রা—ঠিক যেন পাথরের পটে আঁকা

পাথরেরই এক প্রতিমার মতন!...তার মুখ বিষণ্ণ, আর দুই চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু দুই গাল ব'য়ে গড়িয়ে পড়্‌ছে!

অবাক্, স্তম্ভিত হয়ে রতন তেম্‌নি দাঁড়িয়েই রইল।

সুমিত্রাও রতনকে দেখ্‌তে পেয়েছিল, কিন্তু সে কোন কথা কইলে না—এমন-কি তার মুখেরও কোনরকম ভাবান্তর পর্য্যন্ত হ'ল না।

এখানে এমন ভাবে এ-সময়ে সুমিত্রাকে যে দেখ্‌তে পাবে, এ-কথা রতন স্বপ্নেও ভাবে-নি! আর, প্রাণের কী লুকানো ব্যথা তার দুই চোখকে আজ এমন সজল ক'রে তুলেছে? রতন জান্‌ত, বয়স হ'লেও সুমিত্রা বালিকা মাত্র! বালিকার মতই সে নির্ব্বিচারে যা মুখে আসে তাই ব'লে ফেলে, ঝগ্‌ড়া করে, আড়ি করে, আবার গায়ে প'ড়ে ভাব করে,—কিন্তু এবারে তার কি হয়েছে? পরশু রাতে, কণারকের মাঠে সে অমন হঠাৎ রেগেই বা গেল কেন, আর বার বার আড়ালে এসে এ-রকম ক'রে তার কাঁদ্‌বারই বা কারণ কি? সে তো সুমিত্রাকে বিশেষ কিছু বলে-নি, কেবল তার অন্যায় মুখরতার জন্যে মৃদু ভৎসনা করেছে মাত্র। এর চেয়ে ঢের বেশী কড়া কথা সুমিত্রা তো কতবার হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে!... ...

রতন মনে মনে এম্‌নি সব তোলাপাড়া কর্‌ছে, ততক্ষণে সুমিত্রা আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। তার

পর কোন কথা না কয়েই সেখান থেকে চ'লে যেতে উদ্যত হ'ল।

রতন তাড়াতাড়ি তার সাম্‌নে এগিয়ে এসে বল্‌লে, "যেও না সুমিত্রা, দাঁড়াও।"

সুমিত্রা দাঁড়িয়ে প'ড়ে নির্ব্বাক্‌ভাবে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

রতন বল্‌লে, "সুমিত্রা, তুমি কাঁদ্‌চে কেন?"

সুমিত্রা মাটির দিকে চোখ নামিয়ে খানিকক্ষণ নীরব থেকে বল্‌লে, "রতন-বাবু, আপনারা আজকে কি কণারকেই থাক্‌বেন?"

—"হ্যাঁ, আনন্দ-বাবুর তো ইচ্ছা তাই।"

—"কিন্তু আমার আর এখানটা ভালো লাগ্‌চে না।"

—"বেশ, আনন্দ-বাবুকে তোমার কথা জানাব।"

—"হ্যাঁ, জানাবেন—আমি আজকেই যেতে চাই।"

—"কিন্তু তুমি আমার কথার তো কোন জবাবই দিলে না!"

—"কি কথা?"

—"কেন তুমি আমার উপরে রাগ ক'রে আছ? কেন তুমি কাঁদ্‌চ?"

—"আমি আপনার উপরে রাগ করি-নি।"

—"রাগ কর-নি! তবে তুমি আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেচ কেন?"

—"কারণ আপনার কথা কইবার লোকের অভাব নেই।"

সুমিত্রা এখনো তাকে আঘাত দিতে ছাড়্ছে না! কিন্তু সে আঘাত গ্রাহ্য না ক'রেই রতন বল্লে, "বেশ, মান্লুম। কিন্তু তোমার এ কান্নার কারণ কি?"

—"আমি কাঁদ্চি কেন, তা জান্বার কোন অধিকারই আপনার নেই। ক্ষমা করুন, আর-কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা কর্বেন না, এখন পথ ছেড়ে একটু স'রে দাঁড়ান।"

রতন নিজের উদ্দীপ্ত ক্রোধের আবেগকে দমন ক'রে বিনা-বাক্যব্যয়ে সুমিত্রার সুমুখ থেকে একপাশে স'রে গেল, সুমিত্রার ভাষা আজ আর সে বালিকার কথার মতন তুচ্ছ ব'লে মনে কর্তে পার্লে না।

উনিশ

নীচের ঘরে বসে' বিনয়-বাবু খবরের কাগজ পড়্‌ছেন, এমন সময়ে মিঃ চ্যাটো আর-একটি অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে ঢুক্‌লেন।

বিনয়-বাবু খবরের কাগজখানা রেখে বল্‌লেন, "আসুন, মিঃ চ্যাটো!"—তার পর জিজ্ঞাসু চোখে আগন্তুকের দিকে তাকালেন।

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "মিঃ সেন, ইনি আমার বন্ধু শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জী, কলিকাতা পুলিসে সি-আই-ডি বিভাগের সব্-ইন্‌স্পেক্টর, আপাততঃ আমাদের মত এখানে 'চেঞ্জের' জন্যে আছেন। একটি বিশেষ দর্‌কারে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেচেন।"

বিনয়-বাবু পুলিসকে ভারি ভয় কর্‌তেন—বিশেষ সি-আই-ডি বিভাগকে। তিনি একটু ত্রস্ত স্বরে বল্‌লেন, "আমার সঙ্গে ওঁর কিসের দর্‌কার?"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "দরকার ওঁর নয়—দরকার আপনারই।"

বিনয়-বাবু একটু বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, "আমার দরকার?"

—"হ্যাঁ। নিবারণ-বাবুর মুখে এমন একটা কথা শুন্‌লুম, যা

আপনার জানা উচিত মনে করি। বিপদ্ আস্‌বার আগেই সাবধান হওয়া ভালো। তাই এঁকে সঙ্গে ক'রে এনেচি।"

বিনয়-বাবুর বিস্ময় তো বাড়্‌ল বটেই, সেই সঙ্গে তাঁর মনে বিলক্ষণ ভয়েরও সঞ্চার হ'ল। যে দিন-কাল পড়েছে কিসে কি হয় কিছুই তো বলা যায় না! তিনি ব্যস্ত ভাবে বল্‌লেন, "বিপদের কথা কি বল্‌চেন, মিঃ চ্যাটো? কিসের বিপদ্? আমার বাড়ীতে ডাকাত পড়্‌বে নাকি?"

নিবারণ সহাস্যে দন্তবিকাশ ক'রে বল্‌লে, "আপনি অনেকটা আঁচ কর্‌তে পেরেচেন দেখ্‌চি!"

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিনয়-বাবু বিবর্ণমুখে বল্‌লেন, "বলেন কি মশাই?"

মিঃ চ্যাটো তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লেন, "মিঃ সেন, একেবারে অতটা চঞ্চল হবেন না, আগে সব কথা শুনুন।"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "বলেন কি মিঃ চ্যাটো, এমন কথা শুনেও চঞ্চল হব না?"

নিবারণ বল্‌লে, "মিঃ সেন, আপনার বাড়ীতে বাইরে থেকে ডাকাত পড়্‌বে না, সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "আপনার কথা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌চি না। ডাকাত বাইরে থেকে পড়্‌বে না তো কি আকাশ থেকে পড়্‌বে মশাই?"

নিবারণ দ্বিতীয়বার দন্তবিকাশ ক'রে বল্লে, "ব্যাপার অনেকটা সেই-রকমই বটে। আপনার বাড়ীতে বাইরে থেকে ডাকাত এইজন্যে পড়্বে না, যে বাড়ীর ভিতরেই আপনি ডাকাত পুষে রেখেচেন।"

বিনয়-বাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বল্লেন, "বাড়ীর ভিতরে আমি ডাকাত পুষে রেখেচি! কী বল্চেন আপনি?"

—"আমি ঠিক কথাই বল্চি। ডাকাত আপনার বাড়ীর ভিতরেই আছে।"

—"কে সে?"

—"রতন।"

বিনয়-বাবু ভাব্লেন, তিনি ভুল নাম শুন্লেন। তাই আবার সুধোলেন, "কি বল্লেন?"

—"রতন।"

এবারে বিনয়-বাবু উচ্চস্বরে হাস্য না ক'রে পার্লেন না। হাস্তে হাস্তে তিনি বল্লেন, "মশাই, রতনকে যদি ডাকাত বলেন, তাহ'লে আমাকে আপনি গুণ্ডা বল্লেও আমি কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ কর্‌ব না।"

মিঃ চ্যাটো গম্ভীর মুখে বল্লেন, "দেখুন মিঃ সেন, অন্ধবিশ্বাস কোথাও ভালো নয়। আগে সব কথা শুনুন, তার পর অবিশ্বাস কর্‌তে হয় কর্‌বেন!"

বিনয়-বাবু সহাস্য মুখেই বল্‌লেন, "আচ্ছা, আমি শুনচি। দেখা যাক্, এই দারুণ কৌতুকটা আপনারা কতটা চরমে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। নিবারণ-বাবু, রতন যে ডাকাত, এটা আপনি কি ক'রে আবিষ্কার কর্‌লেন ?"

নিবারণ বল্‌লে, "আপনি ঠাট্টা কর্‌চেন ? করুন, আমি কিন্তু সত্য কথাই বল্‌চি—খালি তাই নয়, আমার কথা যে সত্য, প্রকাশ্য আদালতে তা প্রমাণ হয়ে গেছে।"

—"প্রকাশ্য আদালতে ? আপনার কথার অর্থ কি ?"

—"কল্‌কাতায় রতনকে ডাকাতি মাম্‌লার আসামী রূপে আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল।"

বিনয়-বাবু বিস্ময়ে প্রায় হতজ্ঞান হয়ে নিবারণের মুখের পানে নির্ব্বাক্ ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

নিবারণ তাঁর ভাবগতিক দেখে তৃতীয়বার দন্তবিকাশ ক'রে বল্‌লে, "সে আজ প্রায় দু-বছর আগেকার কথা। কল্‌কাতায় এক ব্যবসায়ীর দোকানে ডাকাতি ক'রে আরো কতকগুলো ছোক্‌রার সঙ্গে রতন ধরা পড়ে। আজকাল রাজনৈতিক ডাকাতির ফ্যাসান উঠেচে জানেন তো, এও তাই।"—

বিনয়-বাবুর মনের উপরে নিবারণের কথাগুলো কি-রকম কাজ করেছে তা আন্দাজ কর্‌বার জন্যে, মিঃ চ্যাটো মনোযোগের সঙ্গে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "বিচারে রতনের কি হ'ল ?"

—"অবশ্য, বিচারের ফলে রতন সে-যাত্রা কোন-গতিকে বেঁচে যায়।"

বিনয়-বাবু উচ্ছ্বসিত আনন্দের স্বরে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, সে তো ছাড়া পাবেই, রতন কি কখনো ডাকাত হ'তে পারে ?"

নিবারণ বল্‌লে, "না, মিঃ সেন, খালাস পেলেও রতনের নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হয়-নি।"

—"নিশ্চয় সে নির্দ্দোষ ব'লেই খালাস পেয়েচে।"

—"রতন খালাস পেয়েচে কেবল প্রমাণ-অভাবে। হাকিম তাকে নির্দ্দোষ ব'লে স্বীকার করেন-নি। তার মতন তার আর-এক সঙ্গীও সে-যাত্রা খালাস পেয়েছিল, কিন্তু পরে আর-এক মাম্‌লায় ধরা পড়ে' এখন জেল খাট্‌চে। রতনের উপর থেকে এখনো আমাদের সন্দেহ যায়-নি, আমরা তার সমস্ত গতিবিধির সন্ধান রাখি। তার পিছনে সর্ব্বদাই আমাদের চর ঘুর্‌চে। সে যে এখানে এসেচে, কল্‌কাতা থেকে এখানকার পুলিস-বিভাগকে যথা-সময়ে সে খবর জানানো হয়েচে। এখানকার সাহেবরাও তার বিরুদ্ধে অনেক কথা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানিয়েচে। রতন সাংঘাতিক লোক। হয় শীঘ্রই তাকে ফের গ্রেপ্তার করা হবে, নয় তাকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "এ-সব ব্যাপার আপনার জানা উচিত মনে ক'রেই নিবারণ-বাবুকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেচি।"

বিনয়-বাবু দুঃখিত ভাবে চুপ ক'রে রইলেন।

নিবারণ বল্‌লে, "মিঃ সেন, আপনাকে আমি আগে থাক্‌তে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, রতন এখানে থাক্‌লে আপনি বিপদে পড়তে পারেন।"

চমকিত স্বরে বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "কেন, আমি বিপদে পড়ব কেন?"

—"প্রথমতঃ আপনার বাড়ীতে খানাতল্লাসি হ'তে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রতন কোন কারণে ধরা পড়লে, আপনাকেও পুলিশ-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে হবে।"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "সেটা আপনার নামের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর হবে, বুঝতে পার্‌চেন কি?"

নিবারণ বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

বিনয়-বাবু চিন্তিত ভাবে বল্‌লেন, "আনন্দ এখানে নেই, কার সঙ্গে পরামর্শ করি? মিঃ চ্যাটো, আপনি আমাকে কি কর্‌তে বলেন?"

—"আপনার কর্ত্তব্য তো খুবই সোজা।"

—"সোজা?"

—"হ্যাঁ। রতনকে বিদায় ক'রে দিন।"

বিনয়-বাবু নিরুত্তর হয়ে ভাবতে লাগলেন।

মনে মনে হেসে মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "কোথাকার একটা উড়ো-আপদকে ঘাড়ে ক'রে কেন আপনি বিপদে পড়্‌বেন? আপনি দেশের আর দশের মধ্যে একজন মান্যগণ্য লোক, আপনি যদি পুলিস-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়েন, খবরের-কাগজওয়ালারা তাহলে ধুনোর গন্ধে মনসার মত নেচে উঠ্‌বে, আপনার নাম নিয়ে যা-খুসি তাই লিখ্‌বে,—মিঃ সেন, হাতীকে পাঁকে ফেল্‌বার জন্যে পৃথিবীর উৎসাহের অভাব কোন দিনই হয়-নি!"

—"সব বুঝ্‌চি, মিঃ চ্যাটো, সব বুঝ্‌চি। কিন্তু—" বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ থেমে, বিনয়-বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। তিনি যে কতটা বিচলিত হয়েছেন, সেটা তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে মিঃ চ্যাটো বিলক্ষণই বুঝ্‌তে পার্‌লেন।

বিনয়-বাবুর পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে না যেতেই পাশের ঘরের দরজার পর্দ্দা সরিয়ে কুমার-বাহাদুর আত্মপ্রকাশ কর্‌লেন!

মিঃ চ্যাটো বিজয়ী বীরের মত গর্ব্বিত অথচ নিম্ন-স্বরে বল্‌লেন, "আজ আমার ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েচি!"

কুমার-বাহাদুর একগাল হেসে বল্‌লেন, "পাশের ঘর থেকে আমি সমস্ত শুনেচি!"

বিশ

বৈকালের পরেই সকলে আবার পুরীর দিকে যাত্রা করলেন।

আনন্দ-বাবুর মোটেই তাড়াতাড়ি ফের্‌বার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুমিত্রা যখন বার বার অভিযোগ কর্‌তে লাগ্‌ল যে, তার শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছে, সে আর এক ঘণ্টাও এখানে থাক্‌তে রাজি নয়, তখন তাঁকে বাধ্য হয়েই ফির্‌তে হ'ল।

গরুর গাড়ী পুরীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল, আনন্দ-বাবু তখনো কণারকের শ্যামল ছবির পানে পিপাসী চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু সে ছবির স্নিগ্ধ রং সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিঃশেষে মুছে গেল; আনন্দ-বাবু দুঃখিত ভাবে একটি নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "শুন্‌চ রতন?"

পাশের গাড়ী থেকে রতন সাড়া দিলে, "আজ্ঞে?"

—"আবার আমরা কণারকে আস্‌ব!"

—"বেশ তো, আমার তাতে কোনই আপত্তি নেই!"

—"কিন্তু এবারে আর আমি শাস্ত্র-বাক্যে অবহেলা কর্‌ব না।"

—"তার মানে?"

—"শাস্ত্র বল্‌চেন 'পথে নারী বিবর্জ্জিতা'। কথাটা ভারি খাঁটি হে! এই দেখনা, আমাদের সঙ্গে মেয়েদুটো না থাক্‌লে তো এত শিগ্‌গির পাত্‌তাড়ি গুটোতে হ'ত না!"

পূর্ণিমা শুনতে পেয়ে অন্য গাড়ী থেকে বললে, "এ তুমি অন্যায় বলচ বাবা! কণারকে আসতে আমার কোনো আপত্তি নেই, আমার আপত্তি ঐ মশাদের জন্যে!"

আনন্দ-বাবু বললেন, "কিন্তু আমিও সে জন্যে আপত্তি করচি না কেন? তার কারণ, আমি হচ্ছি পুরুষ, আর তুমি হচ্ছ নারী! অতএব ভবিষ্যতে কণারকের পথে তুমি বিবর্জ্জিতা হবে। বুঝচ? এই আমার প্রতিজ্ঞা!"

পূর্ণিমা হাসতে হাসতে বললে, "আচ্ছা বাবা, তুমি দেখে নিও, ভবিষ্যতে আমি একটি মশারি সংগ্রহ ক'রে নিশ্চয়ই তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব!"

গাড়ীর ভিতর ব'সে ব'সে তিনজনে এমনি কথাবার্ত্তা কইতে কইতে এগিয়ে চললেন,—কিন্তু সে কথাবার্ত্তায় সুমিত্রা একেবারেই যোগ দিলে না। গাড়ীর ভিতরে দুই চোখ মুদে চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে সে খালি এক কথাই ভাবছে—কখন্ এ পথ শেষ হবে, কখন্ এ পথ শেষ হবে!

খানিক পরে চাঁদ উঠল। পূর্ণিমা বললে, "রতন-বাবু, আসুন এইবারে আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়ি।"

রতন গাড়ীর ভিতর থেকে চেয়ে দেখলে, মরুভূমির বিশুষ্ক অসীমতাকে স্নিগ্ধ ক'রে, বালিয়াড়ির শিখরের পর শিখরকে সমুজ্জ্বল ক'রে জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ প্রবাহ বহে যাচ্ছে—সে প্রবাহের মধ্যে

তার মন-প্রাণ বিপুল পুলকে সাঁতার দিতে চাইলে, কিন্তু তার পরেই কি ভেবে সে বল্‌লে, "না, আজ আর আমার হাঁটুতে সাধ যাচ্ছে না।"

* * * *

পরের দিন সকাল বেলায় বেড়িয়ে ফিরে এসেই বিনয়-বাবু দেখ্‌লেন, সুমিত্রা আঙিনার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন, "সুমি! তুই কখন্ এলি?"

সুমিত্রা বল্‌লে, "এই সবে আস্‌চি বাবা!"

—"কিন্তু আজ তো তোদের ফের্‌বার কথা ছিল না!"

—"না, আমি একরকম জোর ক'রেই চ'লে এসেচি!"

—"জোর ক'রে? কেন, কণারক কি তোর ভালো লাগ্‌ল না?"

—"কণারক খুব ভালো জায়গা বাবা!"

—"তবে যে বল্‌চিস্, জোর ক'রে চ'লে এসেচিস্?"

—"হ্যাঁ, রতন-বাবুর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েচে। তাঁর সঙ্গে আমি আর কখনো কথা কইব না!"

বিনয়-বাবু সবিস্ময়ে বল্‌লেন, "রতনের সঙ্গে ঝগড়া হয়েচে! কেন রে?"

—"তিনি বোধ হয় ভাবেন, আমার কোনো আত্মসম্মান নেই!"

বিনয়-বাবু চম্‌কে উঠলেন। নীরবে কিছুক্ষণ সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, গম্ভীর স্বরে তিনি বল্‌লেন, "রতন কি তোমাকে অপমান করেচে ?"

—"ঠিক অপমান না করুন, রতন-বাবু আমাকে বড় তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করেন।"

—"কি-রকম ?"

—"সে অনেক কথা, বাবা! রতন-বাবুর কাছে আমি আর ছবি-আঁকা শিখব না"—এই ব'লেই সুমিত্রা চ'লে গেল।

বিনয়-বাবু খানিকক্ষণ সেইখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুক্‌লেন, অত্যন্ত চিন্তিত-মুখে।... ...

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর রতন একটু নিশ্চিন্ত দিবা-নিদ্রার আয়োজন কর্‌ছে, এমন সময়ে চাকর এসে খবর দিলে, বিনয়-বাবু তাকে ডাক্‌ছেন।

রতন গিয়ে দেখ্‌লে, বিনয়-বাবু গম্ভীরমুখে ঘরের ভিতরে পায়চারি কর্‌ছেন।

রতন বল্‌লে, "আপনি আমাকে ডেকেচেন ?"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে।"

রতন একখানা চেয়ারের উপরে গিয়ে বস্‌ল। বিনয়-বাবুও

তার সামনের চেয়ারে ব'সে পড়লেন। কিন্তু কিছুই বললেন না।

খানিকক্ষণ পরে রতন বললে, "আপনি কি বলবেন বলছিলেন না ?"

বিনয়-বাবু কেমন বাধো-বাধো গলায় বললেন, "হ্যাঁ! তোমাকে আমি—" কিন্তু এই পর্য্যন্ত ব'লেই থেমে পড়লেন।

রতন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "আপনি অতটা 'কিন্তু' হচ্ছেন কেন, বিনয়-বাবু ?"

—"কথাটা বড়ই গুরুতর রতন, কি ক'রে তোমাকে বলব বুঝতে পারছি না।"

রতন অবাক্ হয়ে বিনয়-বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

বিনয়-বাবু আরো খানিকটা ইতস্ততঃ ক'রে শেষটা বললেন, "রতন, তুমি কি কখনো আদালতে আসামী হয়ে দাঁড়িয়েছিলে ?"

রতন চমকে উঠল। এতক্ষণে সে বুঝলে, বিনয়-বাবুর বক্তব্য কি!... ...আস্তে আস্তে সে বললে, "হ্যাঁ। একবার আমাকে আসামী হ'তে হয়েছিল বটে।"

—"ডাকাতি মামলায় ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"পরে তুমি প্রমাণ অভাবে খালাস পাও বটে, কিন্তু নির্দোষ ব'লে প্রতিপন্ন হও-নি ?"

—"এও সত্যি কথা।"

—"এখনো তোমার ওপরে পুলিশের নজর আছে?"

—"হ্যাঁ, আর এইজন্যেই আমি কোথাও চেষ্টা ক'রেও চাকরি পাই-নি।"

—"তাহলে আমি যা শুনেচি মিথ্যে নয়?"—এই ব'লে বিনয়-বাবু আবার দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন।

রতন বল্‌লে, "কিন্তু কার মুখে আপনি এ-সব কথা শুন্‌লেন?"

—"কাল পুলিসের একজন লোক আমার এখানে এসেছিল।"

রতন উত্তেজিত ভাবে বল্‌লে, "এখানেও পুলিস এসেছিল? বিনয়-বাবু, এই পুলিস নির্দ্দোষকেও অপরাধী ক'রে তোলে। পুলিস একবার যাকে সন্দেহ করে, সে বেচারীর অপরাধী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কারণ, সুপথে থাক্‌লেও পুলিসের নির্দ্দয় ষড়যন্ত্রে সমাজে সে পতিতের মতন ব্যবহার পাবে, সৎপথে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় থেকেও বঞ্চিত হবে। কাজেই শেষটা তাকে হতাশ হয়ে আবার কুপথে পদার্পণ কর্‌তে হয়। এ অন্যায় বিনয়-বাবু, অন্যায়! পুলিস কি কখনও আমাকে শান্তি দেবে না?"

বিনয়-বাবু দুঃখিত স্বরে বল্‌লেন, "রতন, তোমাকে বিশ্বাস ক'রে আমি আমার পরিবারের মধ্যে স্থান দিয়েচি, কিন্তু তোমার জীবনের এই ইতিহাস তুমি তো আমাকে জানাও নি!"

রতন আহত কণ্ঠে বল্লে, "কেন বিনয়-বাবু, আমার ইতিহাস আগে জান্লে আপনিও কি আমায় ত্যাগ করতেন ?"

—"এখানে ত্যাগ করার কোন কথাই হচ্ছে না। কিন্তু আমার কাছে এমনভাবে আত্মগোপন করা তোমার উচিত হয় নি।"

রতন বিদ্যুতের মতন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠ্ল। তার পর অধীর স্বরে বল্লে, "বিনয়-বাবু, বিনয়-বাবু! আপনি কি আমাকে ডাকাত ব'লে মনে করেন ?"

—"না। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েচে যে, হয়তো যৌবনের চাপল্যে, কুসঙ্গে মিশে—"

—"থাক্ বিনয়-বাবু, আর বল্বেন না। এ বড় আশ্চর্য্য যে, এতদিনেও আপনি আমাকে চিন্তে পার্লেন না!"

—"শোনো রতন, অধীর হয়ো না। কাল পুলিসের এক লোক আমাদের যথেষ্ট ভয় দেখিয়ে গিয়েচে। এমন কথাও বলেচে যে, তোমার জন্যে আমারও পুলিস-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়্বার সম্ভাবনা আছে। আমার বন্ধুরা তো পরামর্শ দিচ্ছেন যে—"

বাধা দিয়ে রতন উদ্ধত স্বরে বল্লে, "আপনার বন্ধুদের আমি চিনি, সুতরাং তাঁরা যে কি পরামর্শ দিচ্ছেন তাও আমি বুঝ্তে পার্চি।... ...হ্যাঁ, বন্ধুদের পরামর্শ আপনি অগ্রাহ্য করবেন না, বিনয়-বাবু! তাহ'লে হয়তো পরে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে"—বল্তে বল্তে রতন দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল।

—"রতন, রতন, শোনো। কোথায় যাচ্ছ?"

—"কলকাতায়।"

বিনয়-বাবু ব্যস্তভাবে এগিয়ে রতনের একখানা হাত ধ'রে বললেন, "আমি কি তোমাকে কলকাতায় যেতে বলচি, রতন?"

বিনয়-বাবুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অভিমানে প্রায়-অবরুদ্ধ স্বরে রতন বললে, "না, আমি ডাকাত, আমি এখানে থাকলে আপনি বিপদে পড়বেন," ব'লেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিনয়-বাবু অত্যন্ত কাতর ও অসহায়ের মতন হ'য়ে একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে পড়লেন।

একুশ

কণারকে যাওয়া থেকে আসা পর্য্যন্ত তিন দিন পথশ্রমে আর অনিদ্রায় রতনের শরীর যার-পর-নাই শ্রান্ত হয়ে ছিল, তার পর আবার এই অভাবিত আঘাত! ঠিক বিশ্রামের সময়েই তাকে নিরাশ্রয়ের মতন আবার কলকাতায় যেতে হবে।

আনন্দ-বাবুর কথা মনে হ'ল। রতন একবার ভাব্‌লে কল্‌কাতায় যাবার আগে খানিকক্ষণের জন্যে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লে হয়।··· ···কিন্তু বিনয়-বাবুর বাড়ী-ছাড়ার ইতিহাস শুন্‌লে তিনিও যদি শেষটা ভয় পান? না, দরকার নেই কোথাও গিয়ে—সে গরিব, সহায়হীন, ধনীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখ্‌লেই তাকে এম্‌নি আঘাত পেতে হবে।

রতন তাড়াতাড়ি নিজের জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে নিতে লাগ্‌ল। ···একাকী, আবার সে একাকী! সে মনে মনে বার বার প্রতিজ্ঞা কর্‌তে লাগ্‌ল, ভবিষ্যতেও বরাবর এম্‌নি একলা থাক্‌বে, তার জীবন সমাজের জন্যে সৃষ্ট হয় নি—সমাজ হচ্ছে ধনীদের খেলাঘর, সেখানে তার কিসের দর্‌কার?

তার ব্যাগের ভিতরে সুমিত্রার আঁকা খানকয়েক ছবি ছিল। ছবিগুলোর উপরে সে একবার চোখ বুলিয়ে গেল। এই অল্প দিনেই

সুমিত্রার আঙুল বেশ নিপুণ হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো ছবির রেখা দেখ্‌লে বাস্তবিক সুখ্যাতি করতে হয়, আরো কিছুকাল তার শিক্ষাধীনে থাক্‌লে সুমিত্রার হাতের কাজ অনেকটা নিঁখুৎ হয়ে উঠ্‌ত। এই-সব কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে রতন ছবিগুলিকে টেবিলের উপরে এমন ভাবে সাজিয়ে রেখে দিলে, যাতে ক'রে সে চলে গেলে পর এ ঘরে ঢুকলেই সুমিত্রার চোখ তার উপরে গিয়ে পড়ে।···
···সুমিত্রার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেলে হ'ত, কিন্তু সে উপায়ও তো নেই! সুমিত্রা যে তার সঙ্গে আগেই কথা বন্ধ ক'রে দিয়েছে!

গোছগাছ শেষ ক'রে রতন নিজের মোট তুলে নিয়ে অগ্রসর হ'ল। তার পর দরজাটা খুল্‌তেই ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল—সুমিত্রা!

রতন অবাক্ হয়ে দু' পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

সুমিত্রা বল্‌লে, "কোথায় যাচ্ছেন?"

যে সুমিত্রা আজ তিন দিন ধ'রে তার সঙ্গে কথা কয় নি, এমন সময়ে তার দেখা পাবার আশা রতন মোটেই করে নি। সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, বিস্মিতের মতন।

সুমিত্রা হাসিমুখে বল্‌লে, "রতন-বাবু, এ তিনদিন আপনার সঙ্গে আমার আড়ি ছিল। আজ আবার ভাব করতে এসেচি।"

রতন মৃদু কণ্ঠে বল্‌লে, "শুনে সুখী হলুম।"

—"কিন্তু আপনি মোট ঘাড়ে ক'রে কোথায় যাচ্ছেন বলুন দেখি ?"

—"তোমার বাবার কাছে সে কথা শুনো। এখন পথ ছাড়ো।"

—"আমি পথ ছাড়্‌তে আসি-নি, রতন-বাবু!"

—"তার মানে ?"

—"আমি পথ আগ্‌লাতে এসেচি।"

—"কেন ?"

—"বল্‌চি। আগে মোট নামান্‌।"

—"না, দয়া ক'রে ছেলেমানুষী কোরো না, আমাকে যেতে দাও।"

—"কোথায় যাবেন, পূর্ণিমার কাছে ?"

—"আবার তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌চ ?"

—"সত্যি বল্‌চি, রতন-বাবু, আমি ঠাট্টা কর্‌চি না।"

—"আমাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না, আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, সব কথা তোমার বাবার কাছেই জান্‌তে পার্‌বে।"

—"আমি সব কথা শুনেচি রতন-বাবু!... ...কিন্তু আমার উপরে আপনি কেন এত নিষ্ঠুর হচ্ছেন ?"

—"সুমিত্রা, তোমার উপরে আমি নিষ্ঠুর হয়েচি ?"

—"নইলে এমন ক'রে চ'লে যেতে চান ?"

—"তুমি যখন সব কথাই জানো, তখন কেন আমি যাচ্ছি তাও কি তুমি জানো না ?"

—"জানি। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না।"

—"তবু আমাকে যেতে হবে।"

—"আমি যেতে দেব না।"

—"তুমি ?"

—"হঁ্যা, রতন-বাবু, আমি—আমি আপনাকে যেতে দেব না !"

—"সে কি সুমিত্রা !"

—"আপনি গেলে আমিও আপনার সঙ্গে যাব !"

বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হয়ে সুমিত্রার মুখের পানে রতন চেয়ে রইল।

সুমিত্রা আবেগ-ভরে বল্‌তে লাগ্‌ল, "ভাবচেন আমি ছেলে-মানুষী কর্‌চি ? না, রতন-বাবু, তা নয় ! আপনি যদি বলেন, এখুনি আমি আপনার সঙ্গে চ'লে যেতে পারি—কেউ আমাকে বাধা দিতে পার্‌বে না। আপনি কি তাই চান ? চুপ করে রইলেন কেন—বলুন, বলুন ! আমাকে ছেড়ে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেব না"—বল্‌তে বল্‌তে তার দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুর ধারা উছ্‌লে পড়্‌ল —সে দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে, সেইখানে, রতনের পায়ের

কাছে ধুপ্ ক'রে ব'সে পড়্‌ল। তার পরেই পায়ের শব্দে চম্‌কে, মুখ থেকে হাত সরিয়ে দেখ্‌লে—রতন ঠিক ঝড়ের মতই ছুটে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাটির উপরে আছড়ে প'ড়ে একান্ত আর্ত্ত স্বরে সুমিত্রা ব'লে উঠ্‌ল—"যাবেন না রতন-বাবু, যাবেন না, যাবেন না, যাবেন না!"

বাইশ

বিনয়-বাবুর বাড়ী ছেড়ে রতন পাগলের মতন বেরিয়ে এল।

বেলা তখন তিনটা হবে। চারিদিকে ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। সমুদ্রের তীরের বালি তেতে আগুন হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সেই অগ্নিকণাচূর্ণের মতন বালুকারাশির উপর দিয়েই রতন হন্-হন্ ক'রে এগিয়ে চল্‌ল—তার মনের অবস্থা তখন এম্‌নি আশ্চর্য্য যে, কোনরকম জ্বালা-যন্ত্রণাই সে বুঝ্‌তে পার্‌লে না, বা আমলে আন্‌লে না!

আনন্দ-বাবুর বাড়ীর সাম্‌নে এসে, অভ্যাসমত সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। বাড়ীর ভিতর থেকে একটা এস্‌রাজের সুর ভেসে এল—রতন বুঝ্‌লে, পূর্ণিমা বাজাচ্ছে। মিনিট-খানেক সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে, আবার সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্‌ল।

সমুদ্রের ধারের সর্ব্বশেষ বাড়ীখানা যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ ভাবে রোদ পোয়াচ্ছে আর নীল জলের অশ্রান্ত উচ্ছ্বাস শুন্‌ছে, রতন ক্রমে সেইখানে এসে পড়্‌ল। বাড়ীখানার অবস্থা দেখেই বোঝা গেল, অনেকদিন থেকেই সেখানা খালি প'ড়ে আছে। তারই পিছনে গিয়ে রতন নিজের মোট নামিয়ে, তার উপরেই ধুপ্‌ ক'রে ব'সে পড়্‌ল।

একটা অজানিত সত্য তার মনের ভিতরটা একেবারে ওলট-পালট ক'রে দিয়েছে! অবশ্য, এর আগেও মাঝে মাঝে নানা কারণে এই সত্যটাই অস্পষ্ট আব্‌ছায়ার মতন তার মনের কোণে কোণে উঁকিঝুঁকি মেরেছে বটে, কিন্তু এমন নিশ্চিতভাবে সে তাকে আর কোনো দিন বুকের মাঝে অনুভব করেনি! আজ এখনো বারংবার সে নিজের পায়ের কাছে সেই যাতনা-বিকৃত অশ্রু-সিক্ত মুখখানিকে দেখ্‌তে পাচ্ছে, আর সেই আর্ত্তস্বরও তার কানের কাছে থেকে থেকে ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ছে—"আমাকে ছেড়ে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেব না!"

ভালোবাসে, ভালোবাসে,—সুমিত্রা তাকে ভালোবাসে! আর, এ ভালোবাসা এম্‌নি প্রবল যে, তার সঙ্গে সে পৃথিবীর সর্ব্বস্ব ছেড়ে চ'লে আস্‌তে পারে।

এমন বিপুল ভালোবাসা তার ঐটুকু তরুণ প্রাণের মধ্যে কি ক'রে ধর্‌ল—সমুদ্রের উচ্ছ্বাস কি এতটুকু পাত্রের ভিতরে ধ'রে রাখা যায়? এ প্রেমকে গ্রহণ করা তো দূরের কথা—ধারণা করার শক্তিও যে তার নেই! তাই সে সুমিত্রার সুমুখ থেকে পাগলের মতন ছুটে পালিয়ে এসেছে!

কল্পনায় সুমিত্রা যা সহজ ভেবেছে, বাস্তব-জীবনে তা কত অসঙ্গত! সবে এই তার প্রথম যৌবন, নিশ্চিন্ত জীবনের মধ্যে সংসারের কঠোর দণ্ডের আঘাত কখনো সে স্বপ্নেও অনুভব কর্‌তে

পারেনি, তাই মনের ঝোঁকে এত সহজে বলতে পারলে, তার সঙ্গে সে বাপ-মাকে ছেড়ে চ'লে আসবে! সমাজকে যে চেনে সেই-ই জানে—এ কত-বড় ভয়ানক প্রস্তাব! এমন প্রস্তাবে সে কি রাজি হ'তে পারে? পালিয়ে আসা ছাড়া তার পক্ষে আর উপায় কি আছে? ...

রতন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, জীবনে আর কখনো সেন-পরিবারের ছায়াও মাড়াবে না। নিজের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে বিনয়-বাবু যদি কোনোদিন তাকে ফের আহ্বান করেন, তা হ'লেও সে আর ফিরে যাবে না। কারণ সুমিত্রার সঙ্গে তার মিলন অসম্ভব! সুমিত্রা ধনীর মেয়ে, আর সে পথের ভিখারী! কাঞ্চন-কৌলিন্যের মধ্যে প্রেম কি তার খেলাঘর বাঁধতে পারে? এতে বিনয়-বাবুও রাজি হবেন না, সেও নয়। যে নিজের পেট চালাতে না পেরে আত্মহত্যাকেও কামনা করে, বিবাহ যে তার পক্ষে কল্পনাতীত বিলাসিতা!

বালিকা সুমিত্রা! তার এ প্রেম প্রথম বসন্তের উদ্দাম খেয়াল মাত্র—কিছুদিনের অদর্শনে তার এ খেয়াল কোথায় মিলিয়ে যাবে, তখন আজকের এই দুর্ব্বলতা হয় তো তার নিজের কাছেই দুঃস্বপ্ন ব'লে মনে হবে। পালিয়ে গিয়ে এই দুঃস্বপ্ন থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে ব'লে ভবিষ্যতে সে মনে মনে রতনকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ না দিয়ে পারবে না!

কিন্তু সেও যে সুমিত্রাকে ভালোবেসেছে! এ প্রেম এতদিন সে সন্তর্পণে অন্তরের অন্তরালে গোপন ক'রে রেখেছে, এক মুহূর্তের জন্যে চোখের ভাবেও তা প্রকাশ হ'তে দেয়নি—কারণ ভালো-বেসেই সে সুখী ছিল, সুমিত্রাও যে তাকে ভালোবাসে, এ তো সে জান্‌ত না! সুমিত্রাকে কখনো পাবে না বুঝেও তার মন আজ এই ভেবেই খুসি হয়ে উঠ্‌ল—সুমিত্রাও তো তাকে ভালোবাসে, তাই-ই যথেষ্ট—তাই-ই যথেষ্ট! সে দূরে দুরান্তরে চ'লে যাবে, এ জন্মে আর কখনো সুমিত্রাকে দেখ্‌তে পাবে না, তবু সে তার স্মৃতিকেই নিরন্তর পূজা কর্‌বে—যেমন ক'রে পূজা করে অন্ধ ভক্ত, দেবীপ্রতিমাকে নিজের চোখে না দেখেও!

হঠাৎ রতনের চোখ পথের উপরে পড়্‌ল, দূর থেকে কে এক-জন লোক এইদিকেই আস্‌ছে—পরনে তার সাহেবী পোষাক। রতনের মনে হ'ল তাকে মিঃ চ্যাটোর মত দেখ্‌তে! সে তখনি উঠে' দাঁড়াল এবং মোটটা তু'লে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে পড়্‌ল!… … …

যথাসময়ে ষ্টেশনে এসে রতন ভাব্‌তে লাগ্‌ল, এখন সে কোথায় যাবে? কল্‌কাতায়?… …না, কি হবে আর সেখানে গিয়ে, কি টানে আবার সে কল্‌কাতায় যাবে? তার কাছে এখন সব দেশই সমান! খানিক ভেবে রতন ঠিক কর্‌লে, দিন-কতক মাদ্রাজের দিকেই বেড়িয়ে আসা যাক্‌—ভাগ্য-দেবতা সেখানে

আবার তার সঙ্গে নতুন কি খেলা খেলেন, পরখ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি ?

রতন টিকিট-ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু দু'পা এগিয়েই সচমকে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল ! সে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলে, টিকিট-ঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিনয়-বাবু, আনন্দ-বাবু আর পূর্ণিমা ! তাঁরা যে তাকেই ধর্‌তে এখানে এসেছেন, এ-কথা বুঝ্‌তে তার বিলম্ব হ'ল না। সে তখনই একরকম দৌড়েই ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল। তার পর পথের উপর দিয়ে হন্‌ হন্‌ ক'রে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ পিছন থেকে কে তার একখানা হাত চেপে ধ'রে ব'লে উঠ্‌ল—"রতন, রতন !"

এত ক'রেও ধরা পড়্‌ল ভেবে রতন হতাশ ভাবে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু তার পরেই সবিস্ময়ে সে ব'লে উঠ্‌ল—"একি, তুমি, অক্ষয় !"

—"কি আশ্চর্য্য দেখা ! এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ ?"

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে রতন বললে, "অক্ষয়, তুমি এখানে কোত্থেকে ?"

—"আমি যে কটকেই কাজ করি ! একদিনের জন্যে পুরীতে এসেচি, কালকেই ফিরে যাব। কিন্তু তুমি এখানে কেন ? মোট ঘাড়ে করে যাচ্ছই বা কোথায় ?"

—"মাদ্রাজে।"

—"মাদ্রাজে? কেন, সেখানে চাক্‌রি-টাক্‌রি কিছু কর নাকি?"

—"না। জানই তো অক্ষয়, চিরদিনই আমি 'বোহিমিয়ান', দুনিয়ায় নিজের মনের খেয়ালে একলাটি ঘুরে' বেড়াবার ছুটি পেলে আমি আর কিছুই চাই না—মাদ্রাজে যাচ্ছি নিরুদ্দেশ হ'য়ে।"

অক্ষয় বিস্মিত স্বরে বল্‌লে, "সে কি হে রতন! তুমি কি এখনো বিবাহ করনি, তেম্‌নি এক্‌লাই আছ?"

—"বিবাহ? ভগবান্ করুন, ও-প্রবৃত্তি যেন আমার কখনো না হয়! বিধাতা যখন এক্‌লাই আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েচেন, তখন বুঝ্‌তে হবে তাঁরও একান্ত ইচ্ছা এই যে, আমি যেন এখানে এক্‌লাই থাকি। এক্‌লা থাকার কত আনন্দ তা কি তুমি জানো, অক্ষয়?"

—"খুব জানি, তোমার চেয়ে ভালো ক'রেই জানি।"

—"কি ক'রে? তুমিও কি এখনো এক্‌লা আছ?"

—"না, একলা থাক্‌লে আমি একাকিত্বের আনন্দ এমন ক'রে বুঝ্‌তে পারতুম না। মানুষ একলা থাকার আনন্দ বুঝ্‌তে পারে বিবাহ ক'রে, দোক্‌লা হ'য়ে।"

—"আমি কিন্তু ও-সত্যটি বিবাহ না ক'রেই বুঝ্‌তে পেরেচি। তাই 'আমি এক্‌লা চলেছি এ ভবে'! আমার জীবন কয়েদীর জীবন নয়, আমি বাতাসের মতন স্বাধীন, আর এই বিশ্ব আমার স্বদেশ!"

—"রতন, তুমি দেখ্‌চি ঠিক তেম্‌নিটিই আছ, একটুও বদ্‌লাওনি। কিন্তু ছন্নছাড়ার মত এমন দেশবিদেশে ছুটে' বেড়ানো, সেইটেই কি বড় ভালো ?"

—"বল্‌লুম তো, আমার কাছে দেশ-বিদেশ নেই—

'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া !
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া !' "

তুজনে চল্‌তে চল্‌তে অনেক দূর এগিয়ে পড়েছিল। অক্ষয় বল্‌লে, "বেশ, তা হ'লে আপাততঃ কটকে আমার ওখানে গিয়ে দিনকতক ঘর বাঁধ্‌বে চল না! কতকাল তোমাকে দেখিনি, আজ তোমাকে পেয়ে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে !"

রতন বল্‌লে, "তা হ'লে আমাকে পেয়ে খুসি হয়, পৃথিবীতে এমন বন্ধু আমার এখনো আছে ! ভাই অক্ষয়, তোমার প্রস্তাবে আমার কোনই আপত্তি নেই।"

—"তবে আজই আমার সঙ্গে এস। তোমাকে আমি ছাড়্‌ব না, তুমি অনায়াসেই আবার ডুব মার্‌তে পার !"

রতন হেসে বল্‌লে, "এ প্রস্তাব আরো ভালো। কারণ পুরীর বাসা আমি তুলে' দিয়ে এসেচি।"... ... ...

অক্ষয় আর রতন বাল্যবন্ধু—স্কুলে ও কলেজে একসঙ্গে পড়েছে। মাঝে অনেকদিন ছাড়াছাড়ির পর এই তাদের প্রথম দেখা।

তেইশ

একটি মানুষের অভাবে আনন্দ-বাবুর আর পুরী ভালো লাগ্‌ছে না।

এ মানুষটির ভিতরে যে কি মধু ছিল,—তার সঙ্গে যে একবার মিশেছে আর সে তাকে ভুলতে পারেনি। গানে গল্পে আলোচনায় ও নির্ভীক স্পষ্ট মতামতে সকলকেই সে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল, প্রবাসের দীর্ঘ অবকাশকে মধুর ক'রে তুলেছিল, হঠাৎ আজ মাঝখান থেকে অদৃশ্য হ'য়ে সকলের মনকেই সে বিমর্ষ ক'রে দিয়ে গেছে।

রতন চলে' যাওয়াতে আনন্দ-বাবুর মনে হ'ল, তিনি যেন এক নিকট-আত্মীয়ের অভাব অনুভব করছেন।

সেদিন মেয়েকে ডেকে তিনি বল্‌লেন, "পূর্ণিমা, আমার আর পুরীতে থাক্‌তে ইচ্ছে নেই।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "আমারও নেই, বাবা!"

—"কেন মা?"

—"দিনগুলো ভারি একঘেয়ে লাগ্‌চে!"

—"লাগ্‌বেই তো মা, রতন নেই—এই একঘেয়ে দিনগুলোকে ক'রে তুলবে কে? ছি, ছি, এমন করে' তাকে তাড়ালে!"

—"বিনয়-কাকা তো তাঁকে এমন-কিছু বলেননি, রতন-বাবু যে নিজেই ভুল বুঝে' চলে' গেছেন, বাবা!"

—"না, এ ব্যাপারে বিনয়ের ততটা দোষ নেই বটে! আমি বেশ বুঝ্‌চি, রতনের বিরুদ্ধে একটা রীতিমত ষড়যন্ত্র হয়েচে।"

—"ষড়যন্ত্র? সে কি, বাবা?"

—"হুঁ, ষড়যন্ত্র। এ ঐ চ্যাটো আর কুমার-বাহাদুরের কীর্ত্তি না হ'য়ে যায় না। তারা রতনকে দু'চোখে দেখ্‌তে পার্‌ত না। বিনয়ের উচিত ছিল, রতনকে কিছু বল্‌বার আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করা। রতন অভিমানী ছেলে, একটুতেই আহত হয়, কাজেই বিনয়ের সামান্য ইঙ্গিতই সে সহ্য কর্‌তে পারেনি।"

পূর্ণিমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা না ক'রে চ'লে যাওয়া কি রতন-বাবুর উচিত হয়েচে বাবা?"

—"মা, তুমি রতনকে বুঝ্‌তে পারনি। সে যে গরিব, আর গরিবরা যে ধনীদের আলাদা জাত ব'লে মনে করে! সে ভেবেছিল, আমার এখানেও সে ভালো ব্যবহার পাবে না, কিন্তু এই ভেবে আমি অবাক্ হচ্ছি, সে গেল কোথায়?"

—"আমার তো মনে হয় তিনি কল্‌কাতায় গিয়েচেন। কিন্তু বাবা, তাঁর সম্বন্ধে যে-সব কথা শুন্‌চি—"

আনন্দ-বাবু বাধা দিয়ে উত্তেজিত ভাবে বল্‌লেন, "সব মিথ্যে,

সব মিথ্যে! এসব কথায় এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না। পুলিশ নিশ্চয় ভুল ক'রে তাকে ধ'রেছিল, তাই তাকে ছেড়ে না দিয়ে পারেনি। এমন ভুল তো পুলিশ আকছারই করচে!"

পূর্ণিমা বল্লে, "আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা বাবা, কবে আমরা কল্‌কাতায় যাব?"

—"এই হপ্তাতেই। কিন্তু কল্‌কাতায় গিয়েও রতনকে কি আর দেখ্‌তে পাব?"

পূর্ণিমা উদ্বিগ্নমুখে বল্লে, "কেন বাবা?"

"প্রথমত, সে হয়ত কল্‌কাতায় যায়নি। তার পর, কল্‌কাতায় গেলেও সে যদি আর দেখা না দেয়? জানিস্ তো মা, রতনের দারিদ্র্যের জাঁক কতটা বেশী! অর্থকষ্টে প'ড়ে সে আত্মহত্যা কর্‌তে গিয়েছিল, তবু ধনী মাতুলের গলগ্রহ হ'তে রাজি হয়নি! এই দারিদ্র্যের জাঁকেই সে হয়তো আর আমাদের ছায়াও মাড়াবে না।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে, তিনি দুঃখিতভাবে পূর্ণিমার মাথার উপর একখানি হাত রেখে বল্লেন, "কিন্তু রতনকে আমি তো ছাড়্‌তে পার্‌ব না, আমি যে তোকে তার হাতেই সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই!"

পূর্ণিমার মুখ লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল, তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।... ... ...

কল্‌কাতায় যাবার আগের দিনে পূর্ণিমা, সেন-পরিবারের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেল।

সেন-গিন্নী ও সুনীতির সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কাকী-মা, সুমিত্রাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন?"

সেন-গিন্নী বল্‌লেন, "আজ ক'দিন থেকেই সুমি'র শরীর ভালো নেই, দিন-রাত বিছানাতেই শুয়ে থাকে, ঘর থেকে বেরুতে চায় না। যাওনা, তার সঙ্গে দেখা ক'রে এস, পাশের ঘরেই আছে।"

পাশের ঘরে গিয়ে পূর্ণিমা দেখ্‌লে, বিছানার উপরে বসে সুমিত্রা জান্‌লা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। তার আ-বাঁধা চুলের বেণী পিঠের উপরে লুটিয়ে পড়েছে, মাথাটা উস্কখুস্ক রুক্ষ,—মুখের ভাব বিমর্ষ।

পূর্ণিমা বল্‌লে, "সুমিত্রা, কাল আমরা কল্‌কাতায় যাচ্ছি।"

—"কেন?"

—"পুরী আর ভালো লাগ্‌চে না।"

—"রতন-বাবু তোমাদের চিঠি লিখেচেন?"

—"না।"

সুমিত্রা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পূর্ণিমার মুখের পানে নীরবে তাকিয়ে রইল।

পূর্ণিমা বল্লে, "রতন-বাবু চিঠি লিখ্‌লে তোমাদেরও লিখ্‌তেন।"

সুমিত্রা বল্লে, "তোমরা থাকতে তিনি আমাদের চিঠি লিখ্‌বেন কেন ?"

সুমিত্রার কথার অর্থ পূর্ণিমা কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে চুপ ক'রে রইল।

সুমিত্রাও আর কিছু বল্লে না।

পূর্ণিমা বল্লে, "তোমার কি অসুখ হয়েচে, সুমিত্রা ? কণারক থেকেই তো তোমার শরীর ভালো নেই দেখ্‌চি।"

সুমিত্রা ম্লান হাসি হেসে, অন্যমনস্কের মতন বল্লে, "হুঁ, কণারক থেকেই আমার অসুখ সুরু হয়েচে।"

—"অসুখটা কি ?"

—"জানি না।"

পূর্ণিমা আরও খানিকক্ষণ ব'সে রইল, কিন্তু সুমিত্রা আর কোন কথা কইলে না দেখে সে আস্তে আস্তে উঠে' দাঁড়াল।

সুমিত্রা বল্লে, "চল্‌লে ?"

—"হ্যাঁ, আবার কল্‌কাতায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আশা করি তখন তোমাকে সুস্থ দেখ্‌ব।"

সুমিত্রা আবার একটু বিষাদ-মাখা হাসি হেসে বল্‌লে, "তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা না হ'তেও পারে।"

পূর্ণিমা বল্লে, "আজ তুমি কি আবল-তাবল বকচ বল দেখি ?"

—"আবল-তাবল বকা আমার স্বভাব, তা কি তুমি জান না?"

—"ও-স্বভাব বদ্‌লে ফেল। আমি এখন আসি, ভাই!"

—"এস।"

পূর্ণিমা দরজার কাছ-বরাবর' গেছে, সুমিত্রা হঠাৎ তাকে ডেকে বল্‌লে, "হ্যাঁ, আর একটা কথা।"

পূর্ণিমা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "কি?"

—"কাছে এস।"

পূর্ণিমা আবার সুমিত্রার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সুমিত্রা আচম্‌কা তার একখানা হাত চেপে ধরে' বল্‌লে, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?"

পূর্ণিমা অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে, "এ-কথা কেন তুমি বল্‌চ?"

—"আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে একটা কথা বল্‌ব। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, সে-কথা তুমি অন্য কারুকে বল্‌বে না?"

—"আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা কর্‌চি।"

—"কল্‌কাতায় গেলে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই রতনবাবুর দেখা হবে।"

—"হ'তে পারে।"

—"তা হ'লে রতন-বাবুকে বল্‌বে; তিনি আমাকে যে অপমান ক'রে গেছেন, তার জন্যে এ-জীবনে আমি তাঁকে আর ক্ষমা কর্‌ব না!"

—"রতন-বাবু তোমাকে অপমান ক'রে গেছেন? এ কি কথা!"

—"আর কিছু জান্‌তে চেয়ো না"—ব'লেই সুমিত্রা বিছানার উপরে শুয়ে প'ড়ে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একখানা গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে ফেল্‌লে!

পূর্ণিমা নির্ব্বাক্ ও স্তম্ভিত হ'য়ে সেখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তার পর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

চব্বিশ

আনন্দ-বাবু যা ভয় করেছিলেন, তাই-ই হ'ল। কল্‌কাতায় এসেও রতনের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষটা হতাশ হ'য়ে আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "রতন নিজে না ধরা দিলে আমরা তাকে আর ধর্‌তে পার্‌ব না।"

পূর্ণিমা অভিমান-ভরা গলায় বল্‌লে, "রতন-বাবুকে আর খুঁজ্‌তে হবে না, বাবা! আমরা কোন দোষে দোষী নই, তাঁকে আত্মীয়ের মত ভালোবাস্‌তুম, তবুও এত সহজে তিনি আমাদের ত্যাগ কর্‌লেন! যাবার সময়ে একবার দেখাও ক'রে গেলেন না! বেশ, আমরাও আর তাঁর কথা ভাব্‌ব না—এতই বা গরজ কিসের আমাদের?"

আনন্দ-বাবু মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে বল্‌লেন, "পূর্ণিমা, এই কি তোমার মনের কথা?"

—"হ্যাঁ, এই আমার মনের কথা!"

—"না, তোমার মনের কথা আমি জানি, তুমি অভিমান ক'রে এ কথা বল্‌চ—নইলে রতনকে ফিরে' পাবার জন্যে আমার চেয়ে তুমি কিছু কম ব্যাকুল নও।"

পূর্ণিমা বাপের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে, অকারণে টেবিলের উপরটা ঝাড়্‌তে লাগ্‌ল।··· ··· ···

আনন্দ-বাবু যেন নিজের মনে-মনেই বল্‌লেন, "মায়া জানে—সে মায়াবী! আজ কী মায়ার ফাঁদে আমাদের বেঁধে' রেখে চ'লে গেল, এখন আর মুক্তি পাবার কোন উপায়ও তো দেখ্‌চি না!"

দিন-পনেরো পরে বিনয়-বাবুও সপরিবারে কল্‌কাতায় ফিরে' এলেন। আনন্দ-বাবুর সঙ্গে দেখা হবা মাত্র বিনয়-বাবু তাড়াতাড়ি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "রতনের কোন খবর পেয়েচ?"

আনন্দ-বাবু মাথা নেড়ে জানালেন, না।

বিনয়-বাবু একটু চিন্তিত স্বরে বল্‌লেন, "আনন্দ, আমি কি কর্‌ব বুঝ্‌তে পার্‌চি না ভাই! রতন চ'লে যাওয়ার পর থেকেই সুমিত্রা যেন কেমন এক-রকম হ'য়ে গেছে। সর্ব্বদা মুখ বিমর্ষ ক'রে থাকে, ঘরের কোণ ছেড়ে' বেরুতে চায় না, কারুর সঙ্গে কথা কয় না,—আমার বড় ভাবনা হচ্ছে, শেষটা কোন শক্ত অসুখে না পড়ে! রতনের অভাবটা যে সে এমন ভাবে অনুভব কর্‌বে, এ সন্দেহ তো আমি কোনদিনই করি-নি! এখন উপায় কি?"

আনন্দ-বাবু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন, তাঁর বুঝ্‌তে দেরি লাগল না যে, সুমিত্রা রতনকে ভালোবাসে!··· ···একবার এদিকে-ওদিকে পাইচারি ক'রে শেষটা তিনি বল্‌লেন, "কোন উপায়ই নেই! এখন যদি রতনকে পাওয়া যেত, তা হ'লে আর ভাবনা

থাকৃত না বটে, কিন্তু রতন এমন অজ্ঞাতবাসে গেছে, যে কিছুতেই আমি তার সন্ধান ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লুম না!"

মিঃ চ্যাটো ঘরের এক কোণে এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন। এখন তিনি মুখ টিপে একটুখানি হেসে বল্‌লেন, "মিঃ সেন যখনি বেনো-জল ঘরে ঢুকিয়েছিলেন, তখনি আমি বুঝেছিলুম যে, তিনি এম্‌নি বিপদে পড়্‌বেন!"

কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গপূর্ণ কৌতুকের উত্তরে বিনয়-বাবু বা আনন্দ-বাবু একটা কথাও বল্‌লেন না।

একটু পরে বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "আনন্দ, আর একটা কথা তুমি শোন-নি বোধ হয়। আমি স্থির করেছি এই মাসেই সুনীতির বিবাহ দেব।"

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে?"

—"হ্যাঁ। আমার ইচ্ছা ছিল বিবাহটা আরো কিছুদিন পরে হয়। কিন্তু কুমার-বাহাদুর আর অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌চেন না।"

—"কেন, তাঁর এতটা তাড়াতাড়ি কিসের?"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "কুমার-বাহাদুর পরের মাসে বিলাতে যাবেন।"

আনন্দ-বাবু কেবলমাত্র বল্‌লেন, "বটে!"... ...

দিন-পাঁচেক পরে একদিন সকালে আনন্দ-বাবু সমাগত

রোগীদের পরীক্ষা কর্‌ছেন, এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আপনি কাকে চান?"

ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, "এখানে কি বাবু রতনকুমার রায় ব'লে কেউ থাকেন?"

আনন্দ-বাবু একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, রতন-বাবু আমার বন্ধু বটে, কিন্তু এ বাড়ী তো তাঁর নয়, এখানে তিনি কোন কালেই থাকেন না।"

—"এটা যে তাঁর বাড়ী নয়, আমিও তা জানি। কিন্তু যে মেসে তিনি থাক্‌তেন, সেখানকার লোকেরা বল্‌লে এখানে এলেই আমি রতন-বাবুর খবর পাব।"

—"রতন-বাবুর সঙ্গে আপনার কি দরকার?"

—"বিশেষ দরকার, মশাই। আর এ দর্‌কার আমার চেয়ে রতনবাবুর নিজেরই বেশী। আমি তাঁর অ্যাটর্ণির বাড়ী থেকে আস্‌চি!"

অত্যন্ত বিস্মিত স্বরে আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "রতনের কোন অ্যাটর্ণি আছেন নাকি? কৈ, এ কথা তো আমি জানি-নি!"

—"কুমারপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সমস্ত সম্পত্তি রতন-বাবু পেয়েচেন। সেই সূত্রেই সুরেন্দ্র-বাবুর অ্যাটর্ণির কাছ

থেকে আমি এসেছি। রতন-বাবু বোধ হয় সুরেন্দ্র-বাবুর মৃত্যু-সংবাদ এখনো শোনেন-নি।"

আনন্দ-বাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "সুরেন-বাবু কি রতনের মাতুল ছিলেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কিন্তু আমি তো জানতুম রতনের এক মামাতো ভাই আছেন।"

—"হ্যাঁ। কিন্তু সুরেন-বাবুর মৃত্যুর পরে এক হপ্তার মধ্যেই তাঁর নাবালক পুত্র কলেরা রোগে হঠাৎ মারা পড়েচেন। সুরেন-বাবুর নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে এখন কেবল রতন-বাবুই বর্ত্তমান।"

অভিভূত কণ্ঠে আনন্দ-বাবু বললেন, "অভাবনীয় ব্যাপার!... কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে,এমন খবর শোনবার জন্যে রতন এখানে হাজির নেই।"

—"রতন-বাবু কোথায় আছেন?"

—"কেউ তা জানে না! আমাদের সঙ্গে তিনি পুরী গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়েচেন!"

লোকটি হতাশ ভাবে বললেন, "মশাই, আজ ক'দিন ধ'রে চারিদিকেই রতন-বাবুকে খুঁজ্‌চি। এত ক'রে যদিও বাড়ীর সন্ধান পেলুম, তবু তাঁকে পেলুম না। এ বড় মুস্কিলের কথা! এখন উপায়?"

—"উপায় আর কি, আপনাদের ঠিকানা রেখে যান, রতনের দেখা পেলেই সব কথা তাঁকে জানাব।"

অগত্যা ভদ্রলোক আনন্দ-বাবুর কথা-মত কাজ ক'রেই বিদায় হ'লেন।

আনন্দ-বাবু নিজের মনে-মনে বল্‌লেন, "তা হ'লে আর তো রতনের অজ্ঞাতবাসে থাক্‌বার কোন দর্‌কার নেই! নিজের দারিদ্র্যের গর্ব্বেই সে নিরুদ্দেশ হয়েচে, তার বিশ্বাস, আমরা ধনী ব'লেই তাকে অবহেলা করি। কিন্তু এখন তো সে আর গরিব নয়, এখন সে হয়তো আমাদের চেয়েও ঢের বেশী টাকার মালিক! অদ্ভুত সৌভাগ্য! এ খবরটা জান্‌তে পার্‌লে তার মনের ভাব কি-রকম হ'বে তা কে জানে? সে আমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌বে, না দেশে গিয়ে নূতন পথে নূতন ভাবে জীবন সুরু কর্‌বে?"

এমন সময় পূর্ণিমা ভিতর-দিক্‌কার দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বল্‌লে, "বাবা, তোমার রুগীরা চ'লে গেছেন তো একলাটি ওখানে ব'সে আছ কেন? বাইরের ডাক থাকে তো এইবেলা যাও, নইলে ফির্‌তে দেরি হয়ে যাবে যে!"

আনন্দ-বাবু ব'লে উঠ্‌লেন, "পূর্ণিমা, পূর্ণিমা, আজ এক মস্ত সুখবর পেয়েচি! চল্‌, বাড়ীর ভিতরে গিয়ে সব কথা বল্‌চি, শুন্‌লে তুই অবাক্‌ হ'বি!" বল্‌তে বল্‌তে তিনি বাড়ীর ভিতরে ঢুক্‌লেন।... ... ...

এই ঘটনার সপ্তাহখানেক পরে আবার এক অভাবিত ব্যাপার! আনন্দ-বাবু বৈকালে রোগীদের দেখ্‌তে যাবার জন্তে পোষাক পর্‌ছেন, এমন সময়ে পূর্ণিমা একখানা চিঠি হাতে ক'রে ঘরে ঢুকে বল্‌লে, "বাবা, চিঠিখানা এইমাত্র এল—উপরের ঠিকানাটা যেন রতন-বাবুর হাতের লেখা ব'লে মনে হচ্ছে, ছাপ রয়েচে কটকের ডাকঘরের।"

আনন্দ-বাবু ব্যগ্র ভাবে চিঠিখানা নিয়ে, খুলে ফেলেই উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন, "হ্যাঁ রে পূর্ণিমা, রতনই চিঠি লিখেচে বটে—দেখি, দেখি, কি লিখেচে!"

চিঠিখানি এই :—

"সম্মাননীয়েষু—

অনেক দিন পরে আবার আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। একটি বিশেষ কারণে বাধ্য হয়েই আপনাকে এই চিঠি লিখ্‌ছি, নইলে আজও আপনাকে প্রণাম কর্‌বার সুযোগ পেতুম না। এতদিনে আপনারা নিশ্চয়ই কল্‌কাতায় ফিরে গেছেন ভেবে, কল্‌কাতার ঠিকানাতেই চিঠি লিখ্‌লুম। এ চিঠি আমার বিনয়-বাবুকে লেখাই উচিত ছিল। কিন্তু পাছে তিনি ভাবেন, যে, আমি যেচে তাঁর সঙ্গে আবার আলাপ জমাবার চেষ্টা কর্‌ছি, সেইজন্তে আপনাকেই সকল কথা জানানো ছাড়া উপায় নেই।

বিনয়-বাবুর কাছে আমি নানা বিষয়ে উপকৃত আছি। তাঁর

সম্বন্ধে আমার মনের ভাব অবশ্য খুব প্রীতিকর নয়; তা হ'লেও তাঁর উপকার ভুলে' গেলে আমার পক্ষে ঠিক মনুষ্যোচিত কাজ হ'বে না। এইজন্যেই একটি বিষয়ে আমি তাঁকে সাবধান ক'রে দিতে চাই। আমার হয়ে আপনি তাঁকে আমার কথা জানাবেন।

কটকে আমি আমার এক বাল্যবন্ধুর আশ্রয়ে আছি। এই বন্ধুরই চেষ্টায় আমি এখানকার এক প্রবাসী বাঙালী পরিবারে গৃহ-শিক্ষকের পদ পেয়েছি। এঁরা পাঁচদীঘি গ্রামের জমিদার—বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্যে কটকে আছেন।

এঁদের পরিবারে একটি আশ্রিত লোককে দেখলুম, তাঁর চেহারা প্রায় নরেন-বাবুর মত—যাঁকে আপনারা 'কুমার-বাহাদুর' ব'লে জানেন। আমি এই চেহারার সাদৃশ্যের কথা তোলাতে জানতে পারলুম যে, নরেন-বাবু এঁর সহোদর হন। এঁর কাছে নরেন-বাবুর স্বহস্তে নাম লেখা ফোটো পর্য্যন্ত আমি দেখেছি। কথা-প্রসঙ্গে আরো শুনলুম যে, নরেন-বাবুরা পাঁচ-দীঘির জমিদারের খুব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়, আর গরিব ব'লে এঁদেরই আশ্রিত। তাঁর 'কুমার-বাহাদুর' উপাধিটা একেবারেই কল্পিত। এই কল্পিত উপাধির জোরে নরেন-বাবু নাকি কোথায় একবার লোক ঠকিয়ে টাকা জোগাড় করেছিলেন, আর সেইজন্যেই নাকি এই জমিদার-পরিবার থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছেন।

ব্যাপারটা সত্য কি না বিনয়-বাবুকে খোঁজ নিতে বল্‌বেন। নইলে তাঁর হাতে কন্যা-সম্প্রদান কর্‌লে, একটি নিষ্পাপ বালিকার সর্ব্বনাশ করা তো হ'বেই, তা ছাড়া তাঁকে নিজেকেও চিরদিন অনুতপ্ত হ'তে হ'বে। তাঁকে সাবধান করা কর্ত্তব্য ব'লেই আপনাকে সব কথা জানালুম।

আপনাদের সঙ্গে আস্‌বার সময় দেখা ক'রে আসি-নি ব'লে আপনারা নিশ্চয়ই দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু কি-জন্যে আমি বিদায় নিয়েছি, তার কারণ আপনি অবশ্যই শুনেছেন। আমার মত কলঙ্কিত লোককে আশ্রয় দিয়ে বিনয়-বাবু নিজেই শেষে ভীত হয়েছিলেন। এমন অবস্থায় আমার পক্ষে এটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক, যে, আপনিও হয়তো আমার সংসর্গ পছন্দ কর্‌বেন না। এই সঙ্কোচেই আপনার সঙ্গে দেখা করি-নি। যদি অন্যায় হয়ে থাকে ক্ষমা কর্‌বেন।

অথচ আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগই মিথ্যা। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই। আমি যে-মেসে থাক্‌তুম সেখানকার চার জন যুবক ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়। তাদের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, যদিও তাদের চরিত্রের কথা আমি কিছুই জান্‌তুম না। তবু পুলিস মিথ্যা সন্দেহে আমাকেও গ্রেপ্তার করে। পরে প্রমাণ অভাবে আমি মুক্তি পেলেও পুলিসের শুভদৃষ্টি এখনো আমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছে।

এ পৃথিবীতে আমার মতন হতভাগ্য খুব কমই আছে। আমি নিজেকে মানসিক ও দৈহিক হিসাবে সাধারণ বাঙালীর চেয়ে উন্নত ব'লে মনে করি। প্রতিভা না থাক্, আমার শক্তি আছে—কিন্তু সে শক্তি নিয়ে কোনোদিকেই আমার জীবনকে আমি সফল করতে পারি-নি এবং তার একমাত্র কারণ দারিদ্র্য। গরিব ব'লেই আমি এত অসহায় হয়ে সকলের পিছনে প'ড়ে আছি।

অথচ চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, একেবারেই যে নির্গুণ সেও দেশের মধ্যে সকল বিভাগেই নাম কিন্‌ছে, কেবলমাত্র টাকার জোরে। অমুক বাবু মস্ত-বড় 'এডিটর',—কারণ তাঁর টাকা আছে; অতএব খবরের কাগজ প্রকাশ ক'রে নিজেই তার সম্পাদক হয়ে বসেছেন—যদিও এক লাইনও লিখ্‌তে পারেন না। অমুক বাবু রাজনীতি-ক্ষেত্রে বা শাসন-পরিষদে একজন মাথা-ওয়ালা লোক—যে-হেতু তিনি ধনীর সন্তান, অতএব মাহিনা দিয়ে শিক্ষিত গরিব কর্ম্মচারী রেখে নিজের বক্তৃতাগুলি লিখিয়ে নেওয়া খুবই সহজ। বল্‌ব কি, আজ মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য-রূপে যারা দেশের নেতা হ'য়ে উঠেছে এবং ত্যাগের বুলি আউড়ে সকলের চোখেই তাক লাগিয়ে দিচ্ছে, তাদের মধ্যেও বেশীর ভাগ লোকই কেবলমাত্র টাকার জোরেই নেতা। আমি এদের অনেককেই ভালো ক'রেই চিনি,—বাইরে এরা খদ্দরের ছদ্মবেশ পর্‌লেও আমার চোখে ধূলো দিতে পার্‌বে না। কাগজে পড়্‌বেন

এদের কেউ কেউ দেশের কাজে পঞ্চাশ বা ষাট হাজার টাকা দান করেছে। অথচ খোঁজ নিলে জান্‌বেন, এরা এক পয়সাও না দিয়ে দাতা ব'লে বিখ্যাত! এরা নাকি মহাত্মা গান্ধীর আত্মত্যাগী শিষ্য! হাঁ, খদ্দর পর্‌লেই যদি সব দোষ মাফ হয়, তাহ'লে এরা গান্ধীজীর শিষ্যই বটে! কিন্তু এদের বাড়ীর ভিতরে ঢুক্‌লেই দেখবেন, মদ ও সিগারেট থেকে সুরু ক'রে সব জিনিষই বিলাতী। সামান্য বিলাতী সিগারেট ছাড়্‌বার শক্তিও যার নেই, সেও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী গান্ধীজীর নাম নিয়ে নেতা হয়ে সারা দেশের উপরে হুকুম চালাচ্ছে! আমি মিথ্যা বলছি না বা অত্যুক্তি কর্‌ছি না! একে একে এদের অনেকেরই নাম আমি প্রকাশ্যে বলতে পারি। তবু দেশের লোক অন্ধ কেন? ভোট-যুদ্ধে এই ভণ্ডরাই জয়মালা পায় কেন কারণ এরা ধনীর সন্তান! এদের ট্যাঁক থেকে একটা কাণা কড়িও দেশের লোকের ভোগে লাগ্‌বে না, তবু এদের পকেটের ঝম্‌ঝমানি শুনেই সকলে মোহিত হ'য়ে থাকে—টাকার এম্‌নি মহিমা! টাকার আওয়াজ শুন্‌লে লোকে গাধার ডাককেও তান-সেনের গান ব'লে মেনে নিতে আপত্তি কর্‌বে না। ধনীর হাজার দোষ থাক্‌লেও কেউ তা আমোলে আন্‌বে না।

আমি গরিব। ধনীকে আমি ঘৃণা করি। কারণ আমাদের যা প্রাপ্য, নির্গুণ হ'য়েও কেবলমাত্র টাকার জোরে তারা

আমাদের কাছ থেকে তা কেড়ে নেয়। অথচ এই কাঞ্চন-কৌলীন্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেও ধনীদের সিংহাসন আমরা একটুও টলাতে পার্‌ছি না। রাজতন্ত্র,—প্রজাতন্ত্র—যে তন্ত্রই হোক্, সর্ব্বত্রই কোন না কোন আকারে কাঞ্চন-কৌলীন্য বিরাজ কর্‌বেই কর্‌বে—এসিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকা—সব দেশেই এ ব্যাপার আছে।

বিফলতার পর বিফলতার ধাক্কায় মন আমার ভেঙে গেছে। আর আমার দেশে ফির্‌তে সাধ নেই, সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমি বিসর্জ্জন করেছি। স্থির করেছি, বাকি জীবনটা লক্ষ্যহীনের মত দেশ-বিদেশে ঘুরে' ঘুরে' কাটিয়ে দেব। আপনারা আমাকে যতই স্নেহ করুন, আমি কিন্তু নিজেকে কিছুতেই আপনাদের সমকক্ষ ব'লে ভাবতে পার্‌ব না—সমাজও আমাদের মিলনকে সদয় চক্ষে দেখবে না। অতএব আমার পক্ষে তফাতে থাকাই ভালো।

আশা করি, আপনি আর পূর্ণিমা দেবী ভালো আছেন। পূর্ণিমা দেবীকে বলবেন যে, তিনি আমাকে চা খেতে শিখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে শিক্ষা আমি ভুলে' গেছি। তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন। ইতি

ভবদীয়

রতনকুমার রায়।"

আনন্দে অধীর হ'য়ে আনন্দ-বাবু পত্রখানা দু-তিন বার পাঠ কর্‌লেন।

পূর্ণিমা বল্‌লে, "বাবা, রতন-বাবুকে এখনি লিখে' দাও যে, কি-ক'রে চা খেতে হয়, আমি আবার নতুন ক'রে তাঁকে শেখাতে রাজি আছি।"

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ,—এখনি লিখে' দিচ্ছি। পূর্ণিমা, নিয়ে আয় কাগজ,—নিয়ে আয় কলম!"

আনন্দ-বাবু লিখ্‌লেন—

"স্নেহাস্পদ রতন,

আমার একান্ত ইচ্ছা, এই পত্র পাবা-মাত্র তুমি মোটমাট বেঁধে যেন কল্‌কাতার টিকিট কিন্‌তে দেরি না কর। অন্যথায় মহম্মদই পর্ব্বতের কাছে যেতে বাধ্য;—এই বুড়ো-বয়সে আমাকে আর কটকে টেনে নিয়ে যেও না।

দেখ্‌ছি ধনীদের উপরে তোমার রাগ দিন-কে-দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু এবারে নিশ্চয়ই তোমাকে ক্রোধসংবরণ কর্‌তে হবে—অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার অনুরোধে। কারণ, তুমি এখন নিজে ধনী-সমাজের অন্তর্গত এবং এ খবর জান্‌লে তুমি নিশ্চয়ই ও-রকম চিঠি লিখ্‌তে পার্‌তে না।

কুমারপুরে তোমার যে মামা থাক্‌তেন, তিনি পরলোকে

গেছেন। তোমার মাতুলের একমাত্র সন্তানও ইহলোকে নেই! কাজেই তুমিই সমস্ত জমিদারির মালিক হয়েছ।

অতএব নিজের দারিদ্র্যের জন্যে তোমাকে কল্পনায় আর সঙ্কুচিত হ'তে হবে না। সাক্ষাতে সব কথা বলব, শীঘ্র চলে' এস।

তোমার অপেক্ষায় রইলুম। ইতি।"

পঁচিশ

সেদিনের দুপুর-বেলাটা কিছুতেই কাটতে চাইছিল না। সুমিত্রার মনে হ'ল, গ্রীষ্মের অসহ্য উত্তাপে সময় যেন আজ মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে! চুপ ক'রে শুয়ে থাক্‌তেও তার ভালো লাগছিল না, বই পড়তেও ভালো লাগছিল না।

শেষটা নাচার হ'য়ে অনেক দিন পরে সে আবার তুলি রং পেন্সিল ও কাগজ নিয়ে বস্‌ল। কিন্তু কাগজের উপরে গোটা-কতক রেখা টেনেই সুমিত্রা বুঝ্‌লে যে, তার হাতের সে নিপুণতা আর নেই। পেন্সিল ও কাগজ টেনে ফেলে' দিয়ে সে আবার ইজি-চেয়ারের উপরে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়ল।

সুমিত্রার চেহারা আশ্চর্য্য-রকম বদ্‌লে গেছে। ব্যর্থপ্রেমে মানুষের চেহারা যে খারাপ হ'য়ে যায়, এ-কথা যাঁরা কবি-কল্পনা ব'লে ভাবেন, তাঁরা সুমিত্রাকে দেখলেই বুঝতে পার্‌বেন যে, কথাটা খুবই সত্যি। সুমিত্রা আগেকার চেয়ে রোগা হ'য়ে তো গেছেই—বিশেষ ক'রে মলিন হ'য়ে গেছে তার সেই জ্যোৎস্নার মতন স্নিগ্ধমধুর তাজা লাবণ্যটুকু। চোখের তলায় কালো কালো দাগ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে এবং কপোলের গোলাপী আভাও অদৃশ্য হ'য়েছে। তার যে-মুখ আগে হাসি-খুসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে থাক্‌ত,

সে-মুখে এখন সর্ব্বদাই কেমন-একটা শ্রান্ত বিরক্তির ভাব মাখানো থাকে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থেকেই সুমিত্রা আবার উঠে' দাঁড়াল। তার পর ঘরের যে একটিমাত্র জান্‌লা খোলা ছিল, সেটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আবার সে শুয়ে পড়্‌ল।

একটু পরেই দরজা খুলে সন্তোষ এসে ঘরে ঢুকে' ব্যস্তভাবে বল্‌লে, "সুমি, ওঠ্‌, ওঠ্‌!"

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কেন ?"

—"রতন-বাবু তোর সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌চেন !"

সুমিত্রা কিছুমাত্র ব্যগ্রতা না দেখিয়ে আস্তে আস্তে উঠে' বস্‌ল। রতন যে কাল কল্‌কাতায় ফিরেছে আর সে যে এখন মস্ত-বড় জমিদারির মালিক, এ-খবর সুমিত্রা আগেই শুনেছে। কিন্তু রতন যে আবার তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌বে, এটা সে মোটেই ভাবে-নি। সন্তোষের দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা সন্দেহপূর্ণ স্বরে বল্‌লে, "দাদা, রতনাবাবু কি নিজেই আমাদের বাড়ীতে এসেচেন ?"

—"না, আমি আর বাবা আনন্দ-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে' এনেচি।"

—"রতন-বাবু তাহ'লে পূর্ণিমাদের বাড়ীতে এসেই উঠেচেন ?"

—"হ্যাঁ।... ...আমি যাই, রতন-বাবুকে এখানে পাঠিয়ে দিই।

ততক্ষণে ঘরের জান্‌লা তুই খুলে দে, ভারি অন্ধকার”—বলতে বলতে সন্তোষ বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সুমিত্রা উঠ্‌লও না, ঘরের জান্‌লাও খুলে' দিলে না। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

খানিক পরেই রতন এল। ঘরের ভিতরে ঢুকে'ই সহজ স্বরে সে বল্‌লে, “কি সুমিত্রা! অন্ধকারে জুজুবুড়ীর মতন ব'সে আছ কেন?”

—“আলো ভালো লাগ্‌চে না।”

—“তুমি ভালো আছ তো?”

—“হ্যাঁ।”

এত দিন পরে দেখা, অথচ সুমিত্রার এই চাঞ্চল্যহীন উদাসীন ভাব-ভঙ্গি, এই নীরস সংক্ষিপ্ত উত্তর রতনের কাছে কেমন অস্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল। রতন ভেবেছিল, সে ঘরে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই সুমিত্রা প্রশ্নের পর প্রশ্নে ও চটুল বাচালতায় ঠিক আগেকার মতই তাকে একেবারে অস্থির ক'রে তুল্‌বে।... ... একটু বিস্মিত হ'য়ে রতন একখানা চেয়ার টেনে এনে সুমিত্রার সাম্‌নে গিয়ে বস্‌ল। তার পর ভালো ক'রে তাকে দেখে'ই সে ব'লে উঠ্‌ল, “সুমিত্রা। তোমার এ কি চেহারা হ'য়ে গেছে!”

সুমিত্রা মাথা নামিয়ে নিরুত্তর হ'য়ে রইল।

—“নিশ্চয় তোমার অসুখ করেচে!”

—"না।"

—"অসুখ করে-নি তো তুমি এমন শুকিয়ে গেছ কেন?

—"জানি না"—ব'লে সুমিত্রা শ্রান্ত ভাবে চোখ মুদ্‌লে।

রতন বুঝ্‌লে, তার সঙ্গে কথা কইতে সুমিত্রার ভালো লাগ্‌ছে না। এর কারণ কি?... ...তার মনে পড়্‌ল সেই শেষ-দিনের দৃশ্য! তার পায়ের তলায় মাটির উপরে লুটিয়ে প'ড়ে সুমিত্রা সে দিন অশ্রু-সিক্ত মুখে কি করুণ আবেদনই জানিয়েছিল! কিন্তু সে আবেদনে কর্ণপাত না ক'রে সে নিষ্ঠুরের মত চ'লে এসেছিল।... সুমিত্রা কি তাই তার উপরে অভিমান ক'রে আছে? কিন্তু সুমিত্রার বালিকাসুলভ তরল মনের উপরে অভিমান যে এমন স্থায়ী রেখাপাত কর্‌বে, এটা সে কিছুতেই ভেবে উঠ্‌তে পার্‌লে না।

সুমিত্রা তখনো ইজি চেয়ারে হেলে পড়ে দুই চোখ মুদে আছে। তার মুখের পানে খানিকক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে রতন মৃদুস্বরে ডাক্‌লে, "সুমিত্রা!"

সুমিত্রার সাড়া নাই।

—"সুমিত্রা, তোমার কি ঘুম পেয়েচে?"

সুমিত্রা ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

—"তবে?"

—"আমার ভালো লাগ্‌চে না।"

—"কাকে,... ...আমাকে?"

সুমিত্রা ধীরে ধীরে চোখ খুললে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'যদি তাই বলি, তাহ'লে ?"

রতন গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "তাহ'লে আমার দুর্ভাগ্য ব'লে মনে কর্‌ব।"

—"কেন ?"

—"আমাকে ভালো না লাগার কোনো কারণ আমি খুঁজে' পাচ্ছি না। আমি তোমাকে আত্মীয়ের মতই দেখি।"

সুমিত্রা তিক্ত স্বরে বললে, "আপনি আমাকে আত্মীয়ের মতন দেখেন, না পূর্ণিমাকে ?"

—"সুমিত্রা, কথাবার্ত্তার মধ্যে পূর্ণিমাকে তুমি কি কখনো ভুলতে পার্‌বে না ?"

—"কখনো না, কখনো না! আপনি আমাকে আত্মীয়ের মতই দেখেন বটে! তাই কটক থেকে চিঠি লিখেচেন পূর্ণিমাদের বাড়ীতে, এখানে এসে উঠেচেন পূর্ণিমাদের বাড়ীতে। বাবা নিজে যেচে ডাক্‌তে না গেলে হয়ত আমাদের বাড়ীতে আজ আপনার পায়ের ধূলোও পড়্‌ত না। রতন-বাবু, এ চমৎকার আত্মীয়তা! এখন আপনি জমিদার হয়েছেন, আমাদের আর মনে থাক্‌বে কেন ?"

রতনের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। কোনোরকমে রাগ সাম্‌লে সে বললে, "সুমিত্রা, অবুঝ হোয়ো না। মনে ক'রে দেখ, কি-ভাবে তোমাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে গিয়েছিলুম।

তার পরও নিজে থেকে যেচে তোমাদের চিঠি লেখা বা তোমাদের বাড়ীতে আসা কি আমার পক্ষে শোভন হ'ত ?"

রতনের কথায় কর্ণপাতও না ক'রে সুমিত্রা আবেগভরে বললে, "কিন্তু মনে রাখ্‌বেন, যে-দিন আপনি গরিব ছিলেন, সেইদিনই আমি ভিখারীর মতন আপনার পায়ের তলায়—"

রতন বাধা দিয়ে বললে, "সুমিত্রা ! আগে গরিব ছিলুম ব'লে অনেকের কাছে অনেক অপমান সয়েচি। আবার, এখন ধনী হয়েচি ব'লেও কি সকলের কাছে আমাকে অপমান সইতে হবে ?"

সুমিত্রা সিধা হ'য়ে উঠে বস্‌ল। তীব্র স্বরে বললে, "কিন্তু আমাকেও আপনি কি অপমানটা ক'রে গেছেন, তা কি আপনার মনে আছে ?"

রতন সবিস্ময়ে বললে, "আমি তোমাকে অপমান করেচি, সুমিত্রা ?"

—"হ্যাঁ, আপনি আমাকে অপমান করেচেন ! আপনার পায়ের তলায় আমি পড়েছি, তবু আপনি মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেছেন ! নারীর এর চেয়ে বড় অপমান আর কি আছে, বল্‌তে পারেন ? সেই দীনতার লাঞ্ছনার কথা মনে কর্‌লেও লজ্জায় ঘৃণায় আমার আত্মহত্যা কর্‌তে ইচ্ছা হয় ! ওঃ, আজ ছ-মাস ধ'রে যে কি যন্ত্রণাই আমি সহ্য কর্‌ছি, আপনি তা বুঝ্‌তে পার্‌বেন না, রতন বাবু!"

রতন স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। তার পর দুঃখিত স্বরে বল্লে, "সুমিত্রা, তোমার নারীত্বের উপরে আমার শ্রদ্ধা আছে ব'লেই সেদিন আমি তোমার কথা শুনি-নি,—তোমাকে অপমান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বেশ, আমি না-জেনে যদি তোমাকে ব্যথা দিয়ে থাকি, তবে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

সুমিত্রা আবার চেয়ারের উপর হেলে প'ড়ে দুই চোখ মুদে বল্লে, "এর জবাব আমি পূর্ণিমার কাছে আগেই দিয়েচি!"

—"পূর্ণিমার কাছে?"

—"হ্যাঁ, আপনি কি শোনেন-নি?"

—"না।"

সুমিত্রা তেম্নি চোখ মুদেই বললে, "এ-জীবনে আপনাকে আর আমি ক্ষমা করব না। আজ ধনী হয়েচেন ব'লে আবার আপনি এখানে এসেচেন, ভেবেচেন আপনার টাকা দেখে' আমি অপমান ভুলে' যাব? তা নয় রতন-বাবু, অপমান আমি ভুলি না··· ···আপনাকে ক্ষমা করব না।"

—"এই তোমার শেষ কথা?"

—"হ্যাঁ"··· ··· ···

খানিকক্ষণ পরে সুমিত্রা চোখ খুলে' দেখ্লে, ঘরের ভিতরে রতন নেই - নিঃশব্দে কখন্ উঠে' গেছে।

ছাব্বিশ

যে আনন্দের আভায় রতনের কল্পনা এতক্ষণ রঙীন হ'য়ে ছিল, হঠাৎ যেন কার নিষ্ঠুর অভিশাপে এক লহমায় তার সমস্ত সৌন্দর্য্য নিঃশেষে মুছে গেল··· ··· ···

সুমিত্রা যে তার প্রেমকে এমন ভাবে আহত কর্‌বে, হতাশ ভিক্ষুকের মতন তাকে যে ফিরে' যেতে হবে, এটা ছিল রতনের চিন্তার অতীত। যে-সুমিত্রা সেদিন অন্যায় ভাবেও তার প্রেমকে লাভ কর্‌বার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠেছিল, সেইই কিনা আজকে তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ কর্‌লে না!··· ···রতনের বার বার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে, জগতের মধ্যে সব-চেয়ে যুক্তিহীন ব্যাপার হচ্ছে, স্ত্রী-চরিত্র!

গেল-ক'দিন ধ'রে রতনের সমস্ত চিন্তা সুমিত্রাকেই কেন্দ্র ক'রে ধীরে ধীরে নূতন এক পৃথিবী গ'ড়ে তুল্‌ছিল। রতন আর সুমিত্রা,—মাত্র এই দুটি বাসিন্দা নিয়েই সে পৃথিবী যেন বিচিত্রতায় অপূর্ব্ব হ'য়ে উঠেছিল;—চারিদিক্ ফুল-ফল-শ্যামলতার সমারোহে মোহনীয়, চাঁদের আলোক-ডালায় চির-পূর্ণিমার ইঙ্গিত, কোকিল-পাপিয়ার গানের তালে চির-বসন্তের জাগরণ—আর সেই উৎসব-রাজ্যের মাঝখান দিয়ে পুলকের বিপুল জোয়ারে ভেসে চলেছে

তাদের দুই যুক্ত আত্মার নিশ্চিন্ত প্রেম—ঠিক যেন এক-বোঁটায় ফোটা দুটি তাজা ফুলের মত!

কিন্তু সেই মনের পৃথিবীকে রতন আর মনের ভিতরে খুঁজে পেলে না।—লক্ষ্যহীনের মত পথে পথে অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরে ঘুরে, শেষটা সে শ্রান্ত হ'য়ে আনন্দ-বাবুর বাড়ীতে ফিরে এল।

তার মুখ দেখেই পূর্ণিমা চম্‌কে উঠ্‌ল!

রতন ঘরের কোণে গিয়ে একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে পড়্‌ল, কোন কথা বল্‌লে না। পূর্ণিমাও সাহস ক'রে কিছু বল্‌তে পার্‌লে না।

অনেকক্ষণ পরে রতন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আনন্দ-বাবু কোথায়?"

—"রুগী দেখ্‌তে বেরিয়েচেন।"

রতন আবার স্তব্ধ হ'য়ে কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌ল। তার পর আস্তে আস্তে বল্‌লে, "পূর্ণিমা দেবী, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?

—"অনায়াসে!"

—"আমি যখন কটকে ছিলুম, সুমিত্রা কি আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলেছিল?"

—"হ্যাঁ।"

—"কি কথা?"

পূর্ণিমা সব বললে।

—"কিন্তু এ কথা তো আপনি আমাকে জানান-নি!"

—"সুমিত্রার কথা আমি আসলেই আনি-না! আপনি যে সুমিত্রাকে অপমান করতে পারেন, এটা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।"

রতন তিক্ত-স্বরে বল্‌লে, "না, আমি সত্যিই তাকে অপমান করি-নি,—কিন্তু সে আজ আমাকে যে অপমান করেচে, তার ব্যথা আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌চি না!"

পূর্ণিমা সচকিত কণ্ঠে বল্‌লে, "রতন-বাবু, আপনি কি বল্‌চেন!"

রতন প্রথমটা চুপ ক'রে রইল। তার পর পূর্ণিমার মুখের পানে তাকিয়ে বল্‌লে, "পূর্ণিমা দেবী, আপনি আমার বন্ধু. আপনার কাছে আমি কোন কথা লুকোতে চাই না। সুমিত্রাকে আমি ভালোবাসি। আমি জান্‌তুম, সেও আমাকে ভালোবাসে—এ-কথা আমি তার নিজের মুখ থেকেই শুনেচি। কিন্তু আজ সে আমাকে পথের একটা কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েচে!"

পূর্ণিমা ঘাড় হেঁট ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

রতন যেন নিজের মনেই ব'লে যেতে লাগ্‌ল, "পূর্ণিমা দেবী, ছেলেবেলা থেকেই আমি কেবল দুঃখের পর দুঃখের আঘাতই পেয়েচি। আজ এতদিন পরে আমি ভেবেছিলুম যে, জীবনে এবারের মত বুঝি দুঃখের পালা শেষ হ'ল। কিন্তু এখন দেখ্‌চি,

বিধাতা ব'লে যদি কেউ থাকেন, তবে আমার কপালে তিনি সুখ লেখেন-নি।"

পূর্ণিমা আস্তে আস্তে বল্‌লে, "রতন-বাবু, আজকের দুঃখ দুদিন পরে হয়তো আর মনে থাকবে না। ভগবানের দয়ায় মানুষের শোক-দুঃখ ভোল্‌বার শক্তি আছে—আপনি এতটা বিচলিত হচ্ছেন কেন? আজ আপনি অগাধ সম্পত্তির মালিক—"

বাধা দিয়ে রতন উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠ্‌ল, "আপনিও আমার কাছে ঐ টাকার কথা তুল্‌চেন! আগে আমি ধনীকে ঘৃণা করতুম, আজ থেকে টাকাকেও ঘৃণা কর্‌তে শিখ্‌ব। টাকার দাম কতটুকু, সুমিত্রা দেবী? অর্থ দিয়ে রাজ্য কেন যায়, কিন্তু অর্থ দিয়ে কি জ্যান্ত হৃদয় কিন্‌তে পারেন? আমি চাই এক দরদী হৃদয়, তার বিনিময়ে আমার সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি।"

পূর্ণিমা মাটির দিকে চেয়ে প্রায়-অস্ফুট-স্বরে বল্‌লে, "সুমিত্রাকে পেলেই আপনি কি সুখী হন?"

রতন বিরক্তি-ভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "ও-নাম আর আমার কাছে কর্‌বেন না!"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "আমি যদি তার কাছে গিয়ে আপনার কথা বলি—"

—"না, না, না! টাকা দিয়েও হৃদয় কেনা যায় না, ভিক্ষা

ক'রেও কেউ তা পায় না। ভিক্ষুকের মতন তা গ্রহণ কর্‌তে আমি রাজি নই—এর জন্যে চিরদিন যদি হাহাকার কর্‌তে হয়, তাও স্বীকার। এমন মানুষকে আমি ভালোবাস্‌তে চাই না, যার হৃদয়ের উপরে আমার কোন দাবি নেই।"

—"তবে সুমিত্রার কথা ভুলে যান্!"

—"হ্যাঁ। সেই চেষ্টাই কর্‌ব, কিন্তু ভুল্‌তে পার্‌ব কিনা জানি না। মানুষের প্রাণ অবলম্বন খোঁজে,—কিন্তু দুনিয়ায় আমার তো কোন বন্ধুই নেই, কাকে অবলম্বন করে সুমিত্রাকে আমি ভুল্‌ব, পূর্ণিমা দেবী?"

পূর্ণিমা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বল্‌লে, "রতন-বাবু, পৃথিবীতে সত্যিই কি আপনার কোন বন্ধু নেই? আমার বাবা, আর আমি কি আপনার বন্ধু হবারও অযোগ্য? এ-কথাটা অন্ততঃ আমাদের সাম্‌নে আপনি বল্‌বেন না।"

রতন অপ্রতিভ-ভাবে দৃষ্টি নত কর্‌লে।

পূর্ণিমা বল্‌লে, "আমাদের বন্ধুত্বের কোন নিদর্শনই আপনি কি পান-নি? আমরা কি স্বার্থের জন্যে—"

বাধা দিয়ে, পূর্ণিমার একখানি হাত চেপে ধ'রে আবেগ-ভরে রতন বল্‌লে, "মাপ কর্‌বেন পূর্ণিমা দেবী, মাপ কর্‌বেন। আমার কথায় বিষ আছে, তাই নিজের অজান্তেই আত্মীয়কেও আমি পর ক'রে ফেলি। আপনারা যে আমার কত-বড় বন্ধু, সে

কথা আমার মুখ প্রকাশ কর্‌তে না পার্‌লেও, আমার বুক ভালো-রকমেই জানে।”

মানুষের হাতের স্পর্শে কি শক্তি আছে জানি না, কিন্তু তার দ্বারা প্রায়ই মনের গোপনতা প্রকাশ পায়। রতনের হাতে হাত রেখে পূর্ণিমা বুঝ্‌লে, সে মিথ্যা বল্‌ছে না।··· ··· ···

হঠাৎ রাস্তার ধারের জান্‌লার নীচে একখানা গাড়ীর চাকার শব্দ এসে থাম্‌ল। পূর্ণিমা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌লে, “বোধ হয় বাবা এলেন।”—ব'লেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার পরে সে যখন আবার ফিরে এল, তখন তার মুখ দেখে রতনের মনে হ'ল, সে মুখ যেন মড়ার মুখ! রতন কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই পূর্ণিমার পিছনে পিছনে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল, সুমিত্রা!

স্তম্ভিত-দৃষ্টিতে রতন অবাক্ হ'য়ে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে রইল, তার ভাব দেখে' মনে হ'ল, সে যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছে না!··· ··· ···

সুমিত্রা সকৌতুকে হেসে উঠে বল্‌লে, “অমন ক'রে আমার পানে চেয়ে আছেন কেন রতন-বাবু? আমি কি প্রেতাত্মা?”

—“তুমি—তুমি—তুমি—”

“—রতন-বাবু কি হঠাৎ তোৎলা হ'য়ে গেলেন?”

—“তুমি এখানে কেন?”

—"কেন, এখানে আমার প্রবেশ নিষেধ নাকি? তা হ'লে সে নিষেধ আমি মানব না।"

রতন গম্ভীর-মুখে স্তব্ধ হ'য়ে রইল।

সুমিত্রা এগিয়ে এসে বল্‌লে, "আপনার সঙ্গে আমার ছুটো গোপন কথা আছে।"

শুনে'ই পূর্ণিমা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুমিত্রা হাসি-ভরা-মুখে বল্‌লে, "রতন-বাবু, আমার ওপরে রাগ করেছেন?"

—"কিছু না! কোন্ অধিকারে তোমার ওপরে রাগ কর্‌ব?"

—"যে অধিকারে আগে কর্‌তেন।"

—"তখন আমি তোমার শিক্ষক ছিলুম।"

—"বেশ তো, আবার আপনি আমার মাষ্টার-মশাই হোন্ না কেন! কাল থেকে আবার আমি ছবি-আঁকা শিখ্‌ব।"

—"আমি আর তোমাকে শেখাতে পার্‌ব না।"

—"পার্‌বেন না! কেন?"

রতন শ্লেষ-কটু স্বরে বল্‌লে, "কারণ, এখন যে আমি ধনী! পরের দাসত্ব কর্‌ব কেন?"

সুমিত্রা বুঝ্‌লে এই শ্লেষের আসল উদ্দেশ্য কি? কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ হ'য়ে রইল। তার পরেই আচম্বিতে রতনের সাম্‌নে

হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে বল্‌লে, "কিন্তু আমি যদি আপনার দাসীত্ব করি, তা হ'লে ?" তার স্বরে আর কৌতুক বা তরলতার লেশমাত্র ছিল না।

রতনের নত-নেত্র সুমিত্রার মুখের দিকে বিস্মিত ভাবে স্থির হ'য়ে রইল। এই সুমিত্রা কি সত্য-সত্যই একটি মূর্ত্তিমন্ত হেঁয়ালি ? সে কি পাগল ? না, তার সঙ্গে আবার সে ছেলে-খেলার অভিনয় কর্‌ছে ? রতন কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

সুমিত্রা কাতর-কণ্ঠে বল্‌লে, "রতন-বাবু, আমার কথার উত্তর দিন।"

রতন বল্‌লে, "তুমি কি জান্‌তে চাও ?"

—"আপনি আবার আমাদের বাড়ীতে যাবেন বলুন !"

—"আজকের অপমানের পরেও ? না সুমিত্রা, আমি তা পার্‌ব না।"

—"আমাকে ক্ষমা করুন রতন-বাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। অভিমানে আর রাগের বশে আমি যা বলেচি, তা আমার মনের কথা নয়। আমি নিজের ভ্রম বুঝ্‌তে পেরেচি। এতদিন পরেও আপনি কি আমাকে চিন্‌তে পার্‌লেন না ?"

—"তোমাকে চেনা অসম্ভব, সুমিত্রা !"

—"তা হ'লে আপনি আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন না ?"

—"তাইতেই যদি তুষ্ট হও, তবে আমি না হয় তোমাকে

ক্ষমাই কর্‌চি। কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে আর আমি যেতে পার্‌ব না।”

সুমিত্রা বিদ্যুতের মতন দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, “রতন-বাবু! পুরীতে ব’লেছিলুম, আপনাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না। সেবার আপনি আমার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এবার আর সে সুযোগও পাবেন না! আজ থেকে আমি ছায়ার মতন আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব—এই আমার পণ। মিনতিতে আপনার মন গল্‌বে না—আমি জোর ক’রেই আবার আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব—দেখি, কে আমাকে বাধা দেয়!” এই ব’লেই সে দুই হাতে রতনের দুই হাত চেপে ধর্‌লে।

রতন বেগতিকে প’ড়ে বল্‌লে, “কি কর সুমিত্রা, কি কর!”

রতনের হাত ধ’রে টান্‌তে টান্‌তে সুমিত্রা বল্‌লে, “চলুন, আমাদের বাড়ীতে!”

—“আহা, আগে আমার কথাটাই শোনো!”

—“কথাবার্ত্তা সব বাড়ীতে গিয়ে শুন্‌ব। আমি লুকিয়ে পালিয়ে এসেচি, বাড়ীর সবাই এতক্ষণে বোধ হয় ভেবে সারা হচ্ছেন—চলুন শীগ্‌গির!”

—“আচ্ছা, একবার পূর্ণিমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে দাও।”

রতনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুমিত্রা চুপি চুপি বল্‌লে,

"আর কারুর সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে দেব না, এখনি আপনার মত হয়তো আবার বদ্‌লে যাবে!"

—"কি মুস্কিল! সুমিত্রা, তুমি কি আমাকে একেবারে বন্দী ফেল্‌তে চাও?"

—"হ্যাঁ, সেই-রকম তো আমার ইচ্ছা!"

—"আজ থেকেই?"

—"হ্যাঁ, আজ থেকেই।"

—"মুক্তি দেবে কবে?"

—"জীবনে নয়।"

সাভাশ

সন্ধ্যার পর বাড়ীতে ফিরে এসে আনন্দ-বাবু পূর্ণিমাকে দেখতে পেলেন না। এমন তো কোন দিন হয় না! তিনি বাড়ীর ফেরার সঙ্গে-সঙ্গেই সর্ব্বপ্রথমে দেখ্‌তে পান, পূর্ণিমার হাসি-হাসি মুখ-খানি। একটু আশ্চর্য্য হয়ে তিনি আস্তে আস্তে ছাদের উপরে উঠ্‌লেন।

পরিপূর্ণ চাঁদের আলো তখন সারা-আকাশে যেন স্বপন-সায়রে রূপের ঢেউ তুলে' পৃথিবীর শিয়রে উপ্‌চে পড়ছিল। আনন্দ-বাবুর ছাদের বাগানও আজ জ্যোৎস্নার আলিম্পনে বিচিত্র হ'য়ে উঠেছে।

একটা প্রকাণ্ড কাঠের টবের উপরে একরাশ হাস্নুহানা ফুটে,' খানিক আলো খানিক কালো মেখে বসন্তের বাতাসকে গন্ধে মাতাল ক'রে তুলছে। তারই ওপাশে গিয়ে আনন্দ-বাবু দেখ্‌লেন, পূর্ণিমা একখানা ক্যাম্বিসের আরাম-কেদারায় চুপ ক'রে একলাটি শুয়ে আছে।

আনন্দ-বাবু প্রথমটা ভাব্‌লেন, পূর্ণিমা ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু তিনি কাছে গিয়ে দাঁড়াবা-মাত্র পূর্ণিমা মৃদু-স্বরে বল্‌লে, "বাবা!"

আনন্দ-বাবু মেয়ের পাশে আর-একখানা আসনে ব'সে বল্লেন, "একলাটি এখানে কি হচ্ছে মা ?"

—"শরীরটা আজ ভালো নেই বাবা !"

—"সে কি, অসুখ-টসুখ করে-নি তো ? দেখি !" আনন্দ-বাবু মেয়ের কপালে হাত দিয়ে দেখ্‌লেন, তপ্ত কি না। কপালের তাপ স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তাঁর হাতে জলের মত কি লেগে গেল ! আনন্দ-বাবু সচমকে মেয়ের মুখের পানে ভালো ক'রে তাকালেন ;— পূর্ণিমার চোখে ও গালে চাঁদের আলোতে কি চক্‌চক্‌ করছে !

আশ্চর্য্য হ'য়ে তিনি বল্লেন, "পূর্ণিমা, তুই কাঁদ্‌চিস্ ?"

পূর্ণিমা ব্যস্ত হ'য়ে বল্লে, "না বাবা, কাঁদ্‌ব কোন্ দুঃখে ? বোধ হয় একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধ'রে আকাশের দিকে চেয়ে ছিলুম ব'লেই চোখ দিয়ে জল পড়েচে।"

আনন্দবাবু আশ্বস্ত হ'য়ে উপদেশ দিলেন, "অমন ক'রে এক দৃষ্টিতে আকাশ-পানে আর চেয়ে থেক না, তা হ'লে চোখ খারাপ হবার সম্ভাবনা !" তার পর তিনি ধীরে ধীরে ছাদ থেকে নীচে নেমে গেলেন।

পূর্ণিমা আবার একলাটি শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল। আকাশের জ্যোৎস্না-স্রোতে মাঝে মাঝে পাত্‌লা মেঘগুলি ভেসে যাচ্ছে—কী হাল্‌কা তাদের জীবন ! বাধা নেই, গণ্ডী নেই, চিন্তা নেই,—নীলিমার অসীম হৃদয়ে, আলো-আঁধারির আবর্ত্তনের

মধ্যে, দিন-রাত নীরবে ভেসে চলা আর ভেসে চলা ছাড়া আর কিছু তারা জানে না। তাদের গতির তালে তালে যে অশ্রুত রাগিণীর মৌন ঝঙ্কার বাজ্ছে, নিজের প্রাণের কানে পূর্ণিমা যেন তা শুন্তে পেলে!... ... ...পৃথিবীর মানুষরা আজ কবিত্বের আগে চায় ভাষাতত্ত্ব, নীরব রাগিণীর অর্থ তাই তারা আর বুঝ্তে পারে না, এবং এই বিশ্বপ্রকৃতির বিপুল নাট্যশালায় চারি-দিক্ থেকে নিত্য যে বিচিত্র স্তব্ধতার সঙ্গীত উঠ্ছে, তাদের কারুর কানে তার ছন্দ ধরা পড়ে না! ঐ সূর্য্য-চন্দ্র, গ্রহ-তারা, অনন্ত আকাশ, এই পৃথিবীর নরম মাটি, তৃণের শ্যামলতা, ফুলের রাঙা মুখ—এরাও ভাবুকের কাছে চুপিচুপি যে কথা কয়, যে গান গায়, যে বাঁশী বাজায়, তার মাধুর্য্য কি ঝরণার সুর, বনের মর্ম্মর, সাগরের ধ্রুপদ, কোকিল-পাপিয়ার গান বা দখিন-হাওয়ার তানের চেয়ে কম উপভোগ্য?... ... ...

মেঘের গতি-রাগে যে গান বাজ্ছে, পূর্ণিমা এক প্রাণে তা শুন্ছে বটে, কিন্তু তার মনে হ'ল, আজ্কের এই পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যেও যেন অভিশপ্ত অমাবস্যার অন্ধ-রাগিণীর সুর মিশিয়ে গেছে এবং সে সুর শুন্‌লে চাঁদের ঐ অমল আলোক-কমল এখনি শুকিয়ে ম্লান হ'য়ে যাবে! আলোর ভিতরে আঁধারের এই বাণী কেন আজ সে শুনতে পাচ্ছে? এমন তো সে আর কোন দিন শোনে নি!

পিছন থেকে রতনের গলা পাওয়া গেল—"পূর্ণিমা দেবী, শুনলুম নাকি আপনার শরীর ভালো নেই?"

পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বললে, "না, এমন-কিছু নয়। আপনি বসুন।"

রতন বস্‌ল। পূর্ণিমা লক্ষ্য করলে, রতনের ভাব-ভঙ্গীতে আজ যেন কেমন-একটা আনন্দের আভাস ফুটে উঠছে!

পূর্ণিমা বললে, "আপনি তো সুমিত্রাদের ওখান থেকেই আস্‌চেন?"

রতন উৎসাহিত-কণ্ঠে বললে, "হ্যাঁ! আর আমার কোন দুঃখ নেই—এখন আমি এত সুখী যে, পৃথিবীতে দুঃখ ব'লে কোন-কিছু আছে ব'লেও আমার মনে হচ্ছে না!"

পূর্ণিমা নীরবে পাশের হাস্নুহানার দিকে হাত বাড়িয়ে বৃন্ত ধ'রে একগোছা ফুল নাকের কাছে টেনে এনে আঘ্রাণ নিতে লাগ্‌ল।

রতন বললে, "সুমিত্রার সঙ্গে আমার সব বিরোধ মিটে' গেছে। কিন্তু বেচারী সুনীতি! তার শুক্‌নো মুখ দেখে আমার বড় কষ্ট হ'ল।"

পূর্ণিমা অন্যমনস্ক-স্বরে বললে, "কেন?"

—"বিনয়-বাবুর বাড়ীতে কুমার-বাহাদুরের আনাগোনা বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু সুনীতি বোধ হয় তাঁকে ভালোবাসে।"

পূর্ণিমা করুণ-স্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ, নারী বড় অসহায়! সহজ বিশ্বাসে আত্ম-সমর্পণ করে ব'লেই তার দুঃখ কেউ ঠেকাতে পারে না।" একটু থেমে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি দেশে যাবেন বল্‌ছিলেন। কবে যাবেন?"

রতন উৎফুল্ল-কণ্ঠে বল্‌লে, "সপ্তাহ-খানেক পরে একেবারে সুমিত্রাকে নিয়ে দেশে ফির্‌ব।"

হাস্নুহানার গুচ্ছকে সজোরে মুষ্টির মধ্যে চেপে ধ'রে পূর্ণিমা বল্‌লে, "তা হ'লে আপনাদের বিবাহের সব ঠিক হ'য়ে গেছে?"

—"হ্যাঁ। আরো দুদিন সবুর কর্‌লেও চল্‌ত, কিন্তু বিনয়-বাবুর ইচ্ছা, এই হপ্তার মধ্যেই সব কাজ শেষ ক'রে ফেলেন।"

পূর্ণিমা স্তব্ধ হ'য়ে হেঁট-মুখে বৃন্ত থেকে ফুলগুলিকে অকারণে ছিঁড়ে' ফেল্‌তে লাগ্‌ল।... ...

রতন বল্‌লে, "আজ কি চমৎকার চাঁদের আলো!"

পূর্ণিমা সাড়া দিলে না।

রতন বল্‌লে, "পূর্ণিমা দেবী, আজ আমাকে গান শোনাতে হবে। অনেকদিন আপনার গান শুনি-নি।"

পূর্ণিমা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "পার্‌ব না।"

—"কেন, আজ্‌কের রাত যে গানের রাত, আজ তো চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না!"

পুষ্পহীন বৃন্ত মাটির উপর ছুঁড়ে' ফেলে দিয়ে পূর্ণিমা প্রায়-

অবরুদ্ধ-কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল, "মাপ করবেন রতন-বাবু, আজ আমাকে দয়া ক'রে গান গাইতে বল্‌বেন না!"

পূর্ণিমার কণ্ঠস্বরে চম্‌কে রতন তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে।

ভাঙা-ভাঙা গলায়, থেমে থেমে পূর্ণিমা বল্‌লে, "আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে আজ পেয়েচেন, আপনার এই সুখে আমিও সুখী হয়েচি, কিন্তু—" হঠাৎ তার স্বর বন্ধ হ'য়ে গেল, সে আর কথা কইতে পারলে না।

আনন্দ-বাবুর মত রতনও দেখ্‌লে, চাঁদের আলোতে পূর্ণিমার দুই চোখে কি চক্‌চক্ করছে! অত্যন্ত বিস্ময়ে সে ব'লে উঠ্‌ল, "ওকি, ওকি, আপনি কাঁদ্‌চেন কেন?"

কোন জবাব না দিয়ে পূর্ণিমা দুই হাতের ভিতরে নিজের মুখ লুকিয়ে ফেললে।

রতন তার দিকে একটু এগিয়ে এসে কোমল-স্বরে বল্‌লে, "পূর্ণিমা দেবী, আপনার কি হয়েচে আমাকে বলুন!"

কান্না-ভরা গলায় হঠাৎ উচ্ছ্বসিত স্বরে পূর্ণিমা বল্‌লে, "পারব না রতন-বাবু, বলতে পারব না! আমার মনের কথা আমার মনের মাঝেই লুকিয়ে থাক্, আমার মন জানবার চেষ্টা আর আপনি করবেন না! সে কথা শুনে' আপনার কোন লাভ নেই, দয়া ক'রে আর কিছু জ :চ ই: ব ন না, আজ আমাকে মুক্তি

দিন—মুক্তি দিন!"—বল্‌তে বল্‌তে সে উঠে' দাঁড়াল, তার পর আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে গেল... ... ...

স্তম্ভিতের মতন রতন সেইখানেই ব'সে রইল—পূর্ণিমার সমস্ত মন খোলা-পুঁথির মত চোখের সাম্‌নে নিয়ে।... ... ... পূর্ণিমার এই অশ্রুর স্মৃতি সে কি আর এ-জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বে?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

উপন্যাস

আলেয়ার আলো	...	১৸৹
জলের আয়না	...	১॥৹
কালবৈশাখী	...	১॥৹
পায়ের ধুলো	...	২৲
ঝড়ের যাত্রী	...	২॥৹
রসকলি (হাস্যোপন্যাস)	...	২৲
পদ্মকাঁটা	...	১।৹
বেনো-জল	...	২৲
সুচরিতা (অনুবাদ)	...	১।৹
ভোরের পুরবী (অনুবাদ) ঐ	...	১।৹
সব-পেয়েছির দেশ (যন্ত্রস্থ)	...	
যকের ধন (যন্ত্রস্থ)	...	

ছোট গল্প

পসরা	...	১।৹
মধুপর্ক	...	॥৹
সিঁদুর-চুবড়ী	...	॥৹
মালা-চন্দন	...	১।৹

বিবিধ

ছুটির ঘণ্টা (সচিত্র বালক-পাঠ্য গল্প)	১৲
প্রেমের প্রেমারা (মিনার্ভায় অভিনীত হাস্যনাট্য)	।৶৹
যৌবনের গান (কবিতা)	১।৹
আর্ট (যন্ত্রস্থ)	

স্বামীর-ভিটা একখানি মনোমদ গার্হস্থ্য উপন্যাস। সংসারের শত কঠোর পীড়নে, পিশাচ-চরিত্র শ্বশুর ও দেবরের অজস্র অমানুষিক লাঞ্ছনার মধ্যেও স্বামীর অন্তিম শয়নের ইচ্ছা পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা রমণীর শোচনীয় পরিণামের জ্বলন্ত চিত্র। উৎকৃষ্ট সিল্কের বাঁধাই। মূল্য এক টাকা।

উৎকৃষ্ট গার্হস্থ্য উপন্যাস। ইন্দুমতীর পরিচয়ে ইন্দুমতী। খাশুড়ী-লাঞ্ছিত বধুর করুণ কাহিনী ও সেই খাশুড়ীর অত্যাচারের অপরূপ ফলভোগ, ইহাতে সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণ, উত্তম সিল্কের বাঁধাই, মূল্য ১॥০।

অনিমা স্ত্রী-পাঠ্য মনোরম উপন্যাস। বন্ধুত্বের আবরণে শঠ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সর্ব্বনাশ ঘটায়, অতৃপ্ত বাসনায় জর্জ্জরিতা প্রেমহীনা নারী দানবীতে পরিণত হইয়া, অবশেষে সাধ্বীর একনিষ্ঠ মহিমার নিকট মস্তক অবনত করে, তাহা এই পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। সুন্দর সিল্কের বাঁধাই, মূল্য দেড় টাকা।

সই-মা রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের ভূমিকা সম্বলিত। ইহাতে প্রবীণ লেখকের সই-মা প্রভৃতি আটটি গল্প আছে। প্রতি গল্পের ভিতর দিয়া করুণ রসের প্রবাহ বহমান। এ পুস্তকখানি নিঃসঙ্কোচে কুললক্ষ্মীগণের ও তরলমতি যুবকদিগের হস্তে দিতে পারা যায়। উত্তম সিল্কের বাঁধাই, মূল্য এক টাকা।